পারস্য ইতিহাস।

প্রথমখণ্ড।

কাশ্মীর নগর ধাম সুবিখ্যাত অতি,
তৌগ্রলবি নামে তথা ছিলেন ভূপতি:
কন্যা আর ছিল এক রাজার তনয়,
চমৎকৃত রূপে গুণে অতুল্য উভয়.
ফর্রুখরাজ নামে বীর রাজার কুমার,
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত মহিমা অপার.
ফর্খনাজ নামেতে তাহার সহোদরা,
অপ্সরী বিশেষ রূপে গুণে মনোহরা.
অদ্ভুত নয়ন ভঙ্গী বদন সুঠাম,
যেজন হেরিত তার উথলিত কাম;
কাহাকে ও কামশরে অজ্ঞান করিত,
কামজ্বরে কেহ২ জ্বরিয়া মরিত.
পরম সুন্দরী এই রাজার তনয়া,
কখনো যাইত বনে করিতে মৃগয়া.
মাথাকিত আবরণ বদনে তখন,
অধৈর্য্য হইত লোক হেরিয়া বদন.
লোকারণ্য রাজপথে দেখিতে হইত,
রাজকন্যা অতি ধন্যা সকলে কহিত.
শ্বেতঘোড়া পীত চিহ্নে চিত্রিত শোভন,
তদুপরি রাজকন্যা করিত গমন;
একশত সহচরী ঘোমটা বারিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয়োপরি যাইত বেরিয়া:
এইসব সখীগণ অত্যন্ত রূপসী,
মনোহর বাস ভূষা যৌবন বয়সী.
এইরূপ রূপবতী সকল বন্দিনী,
তথাপি জিনিয়া রূপে রাজার নন্দিনী.
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন শশি শোভাধরে,
যেহেতু তাহার চক্ষু আকর্ষণ করে.
নিকটে যাইতে সবে হৈত অগ্রসর,
দুর্জয় রক্ষকগণে না করিয়া ডর.
নিষ্কোষিত খড়্গ হস্তে যত খোজাগণ,
ঘোড়ায় চড়িয়া ভিড় করিত বারণ.
কাহাকে বা অস্ত্রাঘাত করিত তখন,
মহা গোলে কাহার বা বধিত জীবন.
এইসব কাটাকাটি নিষ্ফল হইত,
তদ্রূপ রহিত ভিড় নিত্য না কমিত.
কামসম খোজাদিগে নাহি করে ভয়,
কন্যার সাক্ষাতে মরে এই বাঞ্ছা হয়.
ভূপতি দেখিলা মহা বিভ্রাট রাজ্যেতে,
নষ্ট হয় প্রজাগণ কন্যার রূপেতে.
হইল রাজার শোক প্রজার কারণ,
কুমারীর বনে যাওয়া করিলা বারণ;
অন্তঃপুরে থাকে বালা পিতার আজ্ঞায়,
তাহাতে প্রজারা আর দেখিতে না পায়.
তথাপি অদ্ভুত রূপ না ঢাকে তাহার,
দেশ দেশান্তরে যশ হইল প্রচার.
কত কত রাজা আর রাজপুত্র গণ,
কন্যাকাঙ্ক্ষী হৈল গুণ করিয়া শ্রবণ.
অন্যদিনে শব্দ হৈল কাশ্মীর পুরিতে
আসিছে ঘটকগণ সম্বন্ধ করিতে;
কিন্তু পূর্ব্বে রাজকন্যা শয়নের কালে
দেখিয়াছে স্বপ্নে মৃগ পড়িয়াছে জালে
হরিণী দেখিয়া প্রাণ সংশয় তাহার
আসিয়া সযত্নে তারে করিল উদ্ধার;
সেই জালে মৃগী পরে হারাইল প্রাণ,
পলাইল মৃগ তারে না করিয়া ত্রাণ.

স্বপ্ন দেখি রাজকন্যা চেতন পাইল,
তাহা স্বপ্ন সত্য নহে খেয়াল ভাবিল.
কিন্তু মনে আর বোধ হইল কন্যার,
ভাবিল কসায়া দেব সপক্ষ আমার.
স্বপ্ন দিয়া জানাইলা পুরুষের রীতি,
অবিশ্বাসী স্নেহহীন জানেনা পিরিতি.
অবলা সরলাচারে রাখে অনুরোধ,
পুরুষে করেনা তাহে কৃতজ্ঞতা বোধ.
এইরূপ ঘৃণা বোধ হইয়া কন্যার,
বিবাহে অশ্রদ্ধা অতি জন্মিল তাহার.
কিন্তু ভয় দূত গণ আসিবে সভায়,
কি জানি জনক যদি সম্বন্ধ ঘটায়.
এইজন্যে রাজকন্যা মনের শঙ্কাতে,
উপস্থিত একদিন রাজার সাক্ষাতে.
কুরঙ্গ হেরিয়া ঘৃণা পুরুষে হইল,
ভাঙ্গিয়া স্বপ্নের কথা কিছু না কহিল.
কান্দিয়া পিতার কাছে এই মাত্র কয়,
" আমার অমতে যেন বিবাহ না হয় "
কন্যার ক্রন্দনে রাজা করিলেন দয়া,
কহিলেন " কান্দিওনা প্রাণের তনয়া.
রাজাধিরাজের পুত্র পাত্র যদি হন,
তোমার সম্মতি ভিন্ন দিবনা কখন.
বিবাহেতে জননী পিতার অধিকার,
কিন্তু তাহা করিব না দিব্য কন্যার "
পিতার বচন শুনি আনন্দ হইল,
অঙ্গীকার নাভাঙ্গিবে নিশ্চয় বুঝিল.
নিজপুরে গিয়া ভাবে রাজার নন্দিনী,
নাকরিব বিবাহ থাকিব একাকিনী.
কিছুদিন পরে দেশ বিদেশ হইতে,
ঘটক আসিল কত সম্বন্ধ করিতে.
নিজ নিজ রাজাদের কহে যশ মান,
রাজপুত্র পাত্রদের করে গুণ গান.
সকলের সমাদর করিয়া রাজন
করিলেন তাহাদের সম্বাদ শ্রবণ ;
বিদায় করেন রাজা কাতর হইয়া,
ঘটকেরে এইকথা বিনয়ে কহিয়া.
ইচ্ছায় বিবাহ দেওয়া অসাধ্য আমার.
স্বয়ম্বরা হইবেন বাসনা কন্যার ।
তাঁহার সম্মতি ভিন্ন বিবাহ না দিব,
অঙ্গীকার করিয়াছি কেমনে ভাঙ্গিব ।
অদ্যাপিও স্বয়ম্বরা হইতে না চায়,
একথা শুনিয়া দূত ক্ষুণ্ণ হৈয়া যায় ।
ইহাদেখি নৃপবর ভাবেন বিষাদ,
" অঙ্গীকারে বুঝি পরে ঘটিল প্রমাদ ।
রাজাদের দূতগণ ফিরে যায় পরে,
কোন্ রাজা কোন দিন যুদ্ধইবা করে "
টোগ্রুলবি নৃপবর এরূপ ভাবিয়া,
আনিলেন তনয়ার ধাত্রীকে ডাকিয়া ।
বলিলা তাহারে রায় বিরস বদনে,
" কন্যার এমন মন হইল কেমনে ।
বিবাহ করিতে কন্যা নাচায় কাহারে,
তুমি বুঝি পরামর্শ দিয়াছ তাহারে "
সটল্ মিমী বলে " প্রভু করি নিবেদন
পুরুষেতে ঘৃণা মোর নাহিক কখন ;
ইহার সম্পর্ক কিছু আমি নাহি জানি,
দেখিয়াছে এক স্বপ্ন নিজে ঠাকুরাণী.
পুরুষেতে ঘৃণা বোধ হইয়াছে তায় ;
এইহেতু বিবাহ করিতে নাহি চায় "
রাজাবলে " শুনি একি বল আর বার
স্বপ্নেতে জন্মিল ঘৃণা একি চমৎকার.
প্রত্যয় করিতে নারি তোমার বচনে
স্বপ্নেতে বিবাহে ঘৃণা হইল কেমনে "
ইহা শুনি সটল মমী বিবরণ কয়
কুমারীর যে প্রকার স্বপ্ন দৃষ্ট হয় ।
" জালেবদ্ধ মৃগ এক সপনে হেরিল
হরিণী আসিয়া তারে উদ্ধার করিল ।
সেই জালে মৃগী বদ্ধা হইল যখন,
পলাইল মৃগ তারে ত্যজিয়া তখন ।

অতএব পুরুষেরা হরিণের প্রায়,
নারীর বিপদ কালে ফিরিয়া না চায়।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমি কহিলাম সার,
এই জন্য বিবাহেতে বাঞ্ছা নাহি তার।
শুনিয়া ধাত্রীর কথা ভূপতি বিস্ময়,
স্বপ্নে কি এমন মন স্ত্রীলোকের হয়।
পুনর্ব্বার মহারাজ কহিলা ধাত্রীকে,
"তুমি কিছু বুঝাইতে পারিবে পুত্রীকে।
কিরূপে হইবে এই ভ্রম উপশম,
চমৎকৃত হইলাম এভ্রান্তি বিষম"
ধাত্রী বলে মহারাজ দেও যদি ভার,
অবশ্য করিতে পারি চিকিৎসা ইহার।
"কেমনে করিবে তুমি,, জিজ্ঞাসে রাজন,
ধাত্রী বলে বলি তাহা করুন শ্রবণ।
জানি আমি বিস্তর প্রেমের উপন্যাস,
বলিয়া কন্যার ভ্রম করিব বিনাশ।
কহিব অসংখ্য ছিল প্রেমিক সুজন,
বুঝাইব সেইরূপ আছেও এখন।
বিবিমতে দেখাইব পুরুষের স্নেহ,
ভ্রান্তি শান্তি হইবে তাহে নাহিক সন্দেহ।
শুনিয়া ধাত্রীর কথা ভরসা হইল,
গ্রাহ্য হৈল মট্‌লমিমী যেরূপ কহিল।
বিদায় হইয়া ধাত্রী মনেমনে ভাবে,
কথা কহে অবকাশ কোন কালে পাবে।
ভোজনান্তে রাজকন্যা যাইত সভায়,
নৃত্য গীত বাদ্য আদি শুনিতে তথায়।
স্নানের সময়ে কিন্তু থাকে একাকিনী,
তখন বলিতে সাজে সেসব কাহিনী।
অতএব সেইকালে গিয়া স্নানাগারে,
সখীদের সমক্ষেতে কহিল কন্যারে।
"শুন ঠাকুরাণী এক জানি উপন্যাস,
বলিব তোমার কাছে আছে অভিলাষ।
শুননাহি কোনকালে আশ্চর্য্য এমন,
শ্রবণে আনন্দ হবে বুঝিবে কেমন"
কন্যার শুনিতে বড় বাঞ্ছা নাহি ছিল,
অনুরোধে সখীদিগে অনুমতি দিল।
অনুজ্ঞা পাইয়া ধাত্রী আনন্দিত মন,
তাড়াতাড়ি উপন্যাস করে আরম্ভন।

আবল কাসেমের উপন্যাস।

সকল বৃত্তান্ত বেত্তা বলে এইরূপ,
হারুন রসিদ ছিল পরাক্রান্ত ভূপ।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত পণ্ডিত প্রধান,
রাজা কেহ নাহি ছিল তাঁহার সমান।
কিন্তু ক্রোধ অহঙ্কার হইয়া প্রবল,
অনন্য প্রধান গুণ গ্রাসিল সকল।
এইরূপ অহঙ্কার বাক্য ছিল তার,
পৃথিবীতে মমতুল্য রাজা নাহি আর।
জাফর উজির তাহা সহিতে না পারে,
একদিন বুঝাইয়া কহিল রাজারে।
যোড়করে মন্ত্রিবর নৃপতিকে কহে,
"মহারাজ আত্মযশ বলাযুক্ত নহে।
প্রজা শতং আছে বিদেশীয় আর,
যাহারা আসিয়াথাকে সভাতে তোমার।
করিবে তাহারা তব যশ গুণ গান,
তাহাতে সন্দেহ নাই বৃদ্ধি হবে মান।
জন্মিয়া তোমার রাজ্যে যত প্রজাগণ,
করিতেছে মহা সুখে জীবন যাপন।
বিদেশীয় আর যত ছাড়ি নিজ দেশ,
করে আসি তবরাজ্যে সুখে সমাবেস।
ইহাই ভাবিয়া মনে থাক সন্তোষিত,
আত্ম স্তব নিন্দনীয় করা অনুচিত"
এ কথা শুনিয়া রাজা জ্বলিয়া উঠিল,
ক্রুদ্ধ হৈয়া উজিরেরে কহিতে লাগিল।
"কে আছে এমন আর ভূমণ্ডলে অন্য,
আমার সমান ধনে মানে দানে ধন্য"
মন্ত্রি বলে "মহাশয় করি নিবেদন,
বশরা নগরে যুবা আছে একজন:

আবুল কাসেম নাম প্রজা মধ্যে গণ্য,
ধনেতে সমান কোন রাজা নাহি অন্য।
আপনি বা পৃথিবীর যত রাজা আর,
ধনে দানে দয়াধর্মে তুল্য নহে তার ”
ইহা শুনি রাজা আরো হৈল অগ্নিপ্রায়,
কোপিত হোয়ে তারে বলে পুনরায়।
প্রজা হৈয়া মিথ্যা কহ সম্মুখে রাজার,
জান না এখনি প্রাণ বধিব তোমার?
মন্ত্রি বলে “ অপরাধ ক্ষম মহারাজ,
সত্য বিনা মিথ্যা বলা নহে মোর কাজ।
বশরা নগরে আমি আপনি থাকিয়া,
আসিয়াছি আবলেকে স্বচক্ষে দেখিয়া।
আপনি পুরীর মধ্যে প্রবেশিয়া তার,
যে ঐশ্বর্য্য দেখিলাম বলা সাধ্য কার।
দেখিয়াছি পূর্ব্বে বহু অসংখ্য ঐশ্বর্য্য,
কিন্তু তার ধনে চক্ষে লাগিল আশ্চর্য্য।
সুজন সৌজন্য তার হয় অতিশয়,
তুষ্ট হৈয়া আসিয়াছি শুন মহাশয় ”
ইহা শুনি ক্রোধে রাজা বলে আরবার,
“ জাফর উজির তোর বড় অহঙ্কার।
সামান্যে করিস তুল্য আমার সহিত
ভয় নাহি মনে দণ্ড দিব সমুচিত?
ইহা বলি ইঙ্গিত করিল জমাদারে,
মন্ত্রিকে বান্ধিয়া নিয়া রাখ কারাগারে।
জমাদার নিয়া গেল তখনি মন্ত্রিরে,
ভূপতি অন্দরে যান রাণীর মন্দিরে।
রাণী তাঁরে ক্রোধ যুক্ত দেখি অতিশয়,
কিজানি বিপদ ঘটে হইলেন ভয়।
জিজ্ঞাসে তখন রাণী “ কহ প্রাণনাথ,
কিজন্যে কাহার প্রতি কোপ দৃষ্টিপাত?
বিস্তারিয়ে রাজা সব কহিলা বৃত্তান্ত,
মন্ত্রি প্রতি ক্রোধ রাণী বুঝিলা একান্ত।
বুদ্ধিমতী রাজরাণী বিচক্ষণা অতি,
সবিনয়ে কহিলেন “ শুন প্রাণপতি।
রাগ সম্বরিয়া প্রভু মোর কথা মান,
বশরায় লোক দিয়া সত্য মিথ্যা জান।
তাতে যদি উজিরের কথা মিথ্যা হয়,
উপযুক্ত দণ্ড তারে দিবে মহাশয়।
নতুবা মন্ত্রির কথা যদি সত্য হয়,
এপ্রকার ক্রোধ করা তবে যুক্ত নয় ”
এতেক শুনিয়া ক্রোধ পড়িল রাজার,
কহিলেন “ পরামর্শ যথার্থ তোমার।
কিন্তু দূত পাঠাইলে স্থির না হইবে
মন্ত্রির সম্ভ্রমে লোকে সত্য না কহিবে।
অথবা শত্রুতা হেতু মিথ্যা কেহ কয়,
অতএব দূত দিয়া প্রত্যয় না হয়।
আপনি বশরাদেশে করিব গমন
স্বচক্ষে দেখিব গিয়া সেব্যক্তি কেমন।
বুঝিব কেমন যুবা শোভা পায় দানে
যাহার প্রশংসা মন্ত্রি এরূপ বাখানে।
মন্ত্রি যাহা বলিয়াছে দেখি যদি তার,
আসিয়া তাহাকে দিব যুক্ত পুরস্কার।
কিন্তু মিথ্যা হয় যদি বচন তাহার,
বধিব মন্ত্রির প্রাণ প্রতিজ্ঞা আমার ”
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নৃপবর,
বশরায় গমনেতে হইলা তৎপর।
রাত্রিযোগে পুরী হৈতে করিয়া গমন,
মনোহর অশ্বোপরি করে আরোহণ।
একাকী যাইতে কত বাধা দিলা রাণী,
তথাপি চলিল একা নাশুনিয়া বাণী।
ক্রমে ক্রমে বশরায় গিয়া নৃপবর,
বাসাভাড়া করিলেন বাজারেতে ঘর।
বাসার বৃদ্ধের কাছে জিজ্ঞাসে রাজন
আছে নাকি এইস্থানে ধনী একজন?
আবুল কাসেম নাম অদ্বিতীয় দানে,
তার তুল্য রাজা নাকি নাহি ধনে মানে।
বৃদ্ধ কহে “ কিবা তার করিব উত্তর
কহিতে যুবার যশ রসনা কাতর।

শত মুখে শত জিহ্বা যদি কারো হয়
তথাপি তাহার যশ ফুরাবার নয় ”
ইহা শুনি অনুযোগ করিয়া রাজন,
শ্রান্তি শান্ত করিবারে করিলা শয়ন।
রজনী প্রভাত কালে উঠিয়া ত্বরিতে
নগরের মধ্যে গেল ভ্রমণ করিতে।
দোকানেতে ছিল এক শিল্পকার নর,
জিজ্ঞাসিলা “ জান কোথা আবলের ঘর ?
ইহা শুনি শিল্পকার কহিল হাসিয়া
“ কোথায় বিদেশি তুমি জিজ্ঞাস আসিয়া ?
জগতে বিখ্যাত নাম, আবলের ঘর
জিনিয়া রাজার পুরী অতি শোভাকর।
এমন প্রসিদ্ধ বাড়ী চিন নাহি তুমি ?
এ কথায় চমৎকার ভাবিলাম আমি ”
“ এদেশের নহি আমি ” কহিলা ভূপতি,
চিনিনা কাহারো ঘর আসিয়া সম্প্রতি ;
বাড়ী দেখাইতে যদি সঙ্গে দেও কারে
অত্যন্ত বাধিত তুমি করিবে আমারে ”
শিল্পকার এই কথা শুনিয়া রাজার,
এক জন বালকেরে সঙ্গে দিল তার।
দেখাইয়া দিল শিশু আবলের ঘর,
নৃপতি দেখিল তাহা অতি মনোহর।
পাষাণেতে অট্টালিকা উচ্চ নির্ম্মিত,
সবুজ প্রস্তরে তার ফটক গ্রথিত।
দুয়ারে প্রহরী আছে কিছু নাহি বলে,
প্রবেশ করিল রাজা ভিতর মহলে।
সভার নিকটে চর বিস্তর দেখিল,
তাহাদিগে এক জনে ডাকিয়া কহিল।
“ আসিয়াছি এইখানে বিদেশ হইতে,
তোমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।
তাঁহারে যাইয়া যদি দেও সমাচার,
তবে বড় উপকার করিবে আমার ”
হেরিয়া রাজার মুখ ভাবে অনুচর,
এলোক সামান্য নহে অতি ভাগ্যধর।
তাড়াতাড়ি গিয়া প্রভু গোচর করায়,
শুনিয়া আবল যুবা আসিল ত্বরায়।
আগুবাড়ি সমাদর করি নৃপবরে,
করে ধরি বসাইল নিয়া এক ঘরে।
সেখানে ভূপতি গিয়া কহিলা আবলে,
“ তোমার প্রশংসা অতি পৃথিবী মণ্ডলে।
ভুবন বিখ্যাত যার সুখ্যাতি এমন,
আসিয়াছি দেখিবারে সেব্যক্তি কেমন ”
শুনিয়া রাজার বাক্য আবল কাসম,
শিষ্টাচারে মিষ্টালাপ করিল উত্তম।
পালঙ্কেতে নৃপতিকে বসাইয়া পরে,
পরিচয় জিজ্ঞাসিল যোগ্য সমাদরে।
কোন দেশে বাস তব কিবা ব্যবসায় ?
এদেশে আসিয়া বাসা করিলে কোথায় ?
রাজা বলে “ বোগদাদে বাস মহাশয়
সদাগরি ব্যবসায়ে করি দিনক্ষয়।
কালি সন্ধ্যাকালে আসি বশরা নগরে
করিয়াছি বাসাভাড়া সম্মুখ বাজারে ”
দুই জনে শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট হইয়া,
আনিল দ্বাদশ ভৃত্য আহার লইয়া।
স্ফটিকের পাত্র হাতে মণিতে খচিত
মনোনীত সুরা তাহে উত্তম শোভিত।
দ্বাদশ যুবতী তার পশ্চাতে আসিল,
নানাবিধ খাদ্য বস্তু সকলে আনিল।
কেহবা আনিল স্বর্ণ থালে ফল মূল,
কেহ আনে মিষ্টান্ন মিঠাই আর ফুল।
রাজার সম্মুখে সুরা দিল দাসগণ
সেই সুরা নৃপবর করিলা ভক্ষণ।
তদন্তর আহারের সময় বুঝিয়া
অন্য ঘরে যায় যুবা রাজাকে লইয়া।
টেবিলে সুবর্ণ পাত্র, সুসজ্জিত ঘর
উপাদেয় খাদ্য তাহে অতি শোভাকর।
ভোজন হইলে সাঙ্গ হরিষ অন্তরে,
প্রবেশি[illegible]জনে অন্য এক ঘরে।

এস্থানে দেখেন রাজা আরো সুসজ্জিত
বহু স্বর্ণ পাত্র হিরা মণিতে খচিত।
সুরা পানে দুইজন প্রফুল্ল যখন
যন্ত্র নিয়া সখাগণ আসিল তখন।
আরম্ভিল গান বাদ্য অতি মনোহর
মোহিত হইয়া মনে ভাবে নৃপবর;
“আমার নর্ত্তকী ভাল গান তান জানে
তথাচ এরূপ গান শুনি নাহি কানে।
না জানি কেমনে এক সাধারণ নরে
পাইয়াছে কত ধন এত সুখ করে”
এইরূপ গায়নেতে মিষ্ট এক স্বর,
শ্রবণে মোহিত ছিল সেই নৃপবর।
হেন কালে বাহিরে যাইয়া গৃহপতি
পুনশ্চ আইল তথা অতি শীঘ্রগতি;
দুই করে দুই বস্তু আনিল অতুল
যষ্টি আর বৃক্ষ এক রোপ্যময় মূল।
হিরকের শাখা পত্র অতি শোভা পায়
রত্নময় ফল ফুল অপরূপ তায়;
তদুপরি শিখি এক আছয়ে বসিয়া
দেহ তার নির্ম্মিত সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া।
রাজার চরণে এই বৃক্ষকে রাখিয়া
শিখি বরে আঘাতিল সেই যষ্টি দিয়া।
তাহাতে ভুজঙ্গ ভুক নৃত্য আরম্ভিল
গৃহময় সুগন্ধের সৌরভ হইল।
সে শিখি হেরি রায় হরিষ অন্তর
ক্রমশ আশ্চর্য্য মনে হইল বিস্তর।
হেনকালে গেল যুবা লইয়া সকল
তাহাতে নৃপতি অতি হইলা বিকল।
মনোভাবে নৃপবর না পারে কহিতে,
“এ যুবা কেমনে তুল্য আমার সহিতে।
মনে ছিল যুবা বুঝি ভদ্রাভদ্র জানে,
কিন্তু দেখি বিজ্ঞ নহে অতি কুণ্ঠ দানে;
এ শিখি হেরি আমি মোহিত যখন
উচিত ছিল তাহা দেওয়া আম[illegible];
শিখিতে আমার বাঞ্ছা প্রকারে দেখিল
এই হেতু স্থানান্তরে সারিয়া রাখিল।
ভাবিল যদ্যপি আমি এই শিখি চাই
কেমনে কহিবে তবে দেওয়া হবে নাই।
না বুঝিয়া মন্ত্রিবর বাড়াইল মান
এই যুবা দানশীল বড় দয়াবান”
ভূপতি ভাবিলা কত এইরূপ কথা
ইতোমধ্যে গৃহনাথ আসিলেন তথা।
সঙ্গেতে আসিল এক শিশু মনোহর
প্রভাকর তুল্যরূপ গঠন সুন্দর।
সুবর্ণ কিংখাপ বস্ত্র ছিল পরিধানে
মণিমুক্তা কত বা চমকে স্থানে স্থানে।
মণিময় পাত্র এক ছিল তার হাতে
বেগুনিয়া বর্ণ সুরা পার পূর্ণ তাতে।
রাজার চরণে শিশু, প্রণাম করিয়া,
সুরাপাত্র দিল নিয়া সম্মুখে ধরিয়া।
সুরা পিয়া শিশু হস্তে পাত্র দেন রায়
না দিতেই পাত্র পূর্ণ পুনরায়।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া রাজন
আরবার নিয়া সুরা করিলা ভক্ষণ।
সেই পাত্র দিয়া রাজা বালকের হাতে
পুনর্ব্বার সুরাপূর্ণ দেখিলেন তাতে।
আশ্চর্য্য হেরিয়া রায় হন চমৎকৃত
শিখিতরু পাসরেন হইয়া বিস্মিত।
জিজ্ঞাসা করিলা রাজা বালক নন্দনে
এসব আশ্চর্য্য দ্রব্য হইল কেমনে।
যুবা বলে “ঋষি এক পাত্র নির্ম্মাইল
পৃথিবীর গুপ্ত বস্তু সব জ্ঞাত ছিল,,
একথা বলিয়া যুবা শিশু নিয়া যায়,
নৃপতি হইলা মনে অসন্তুষ্ট তায়।
অন্তরে ভাবিল রাজা অতি অভিমানে
বুঝিলাম যুবনর নীত নাহি জানে
আনিয়া অদ্ভুত দ্রব্য আপন ইচ্ছায়
কে চাহে দেখিতে তাহা আপনি দেখায়।

তাহাতে যখন কেহ হয় আনন্দিত
তখনি লইয়া যায় একেমন রীত,
থাকরে জাফর মন্ত্রি যাই আগুদেশে
কি কথা বলিয়াছিলে জানাইব শেষে।
এইরূপ গ্লানি কত করিলা রাজন
আবল কাসম পুন আসিল তখন,
সহিতে আসিল এক অপূর্ব্ব রমনী
হাবভাব কটাক্ষেতে ভুলায় তখনি।
হিরামণি চুনি মুক্তা জড়া অলঙ্কার
স্বাভাবিক রূপে রূপ লজ্জা পায় তার।
সিহরিলা উঠে রাজা রমনী হেরিয়া
বসাইলা সমাদরে আপনি ধরিয়া।
রাজার কথায় পাশে বসিল সেনারী
রাজা যে হইলা হর্ষ কহিতে না পারি।
যুবতী রাজার মন হরিল যখন
গুণ দেখাইতে যুবা ভাবিল তখন।
বীণাবাদ্যে রমনী নিপুণা অতিশয়
আনাইল বীণা এক বণিক তনয়।
বাদ্য আরম্ভিল নারী বীণা হাতে নিয়া
শুনিতে লাগিল রাজা মনোযোগ দিয়া।
একেত সৌন্দর্য্য হেরি কাম উচ্চাটন
তাহাতে বীণার গানে মোহিত রাজন।
প্রশংসা করিতে চায় কথা নাহি সরে
কিঞ্চিৎ চৈতন্য হৈলে বলিলেন পরে।
ওহে যুবা " শুন তুমি অতি ভাগ্যবান
রাজা মহারাজা নহে তোমার সমান।
ঈর্ষাযোগ্য অবস্থা তোমার আমি দেখি
বড় বড় রাজা সব নহে এত সুখি "
রাজার আনন্দ হেরি বণিক নন্দন
রমনীর করে ধরি করিল গমন।
ইহাদেখি নৃপবর অত্যন্ত তাপিত
ক্রোধ প্রকাশিতে চান হইয়া কুপিত
কিন্তু ক্রোধ সম্বরিয়া হন শান্ত মতি
হেন কালে পুনশ্চ আসিলা গৃহপতি।

না আইল কোন কিছু আর তাঁর সঙ্গে
দিবা অবসান হৈল কৌতুক প্রসঙ্গে।
সূর্য্য অস্ত গেলে রাজা কহেন যুবারে
অবাক হৈয়াছি আমি তব ব্যবহারে।
পশ্চাতে কহিলা রাজা কোমল ভাষায়
" ব্যামোহ না দিব আর যাইব বাসায় "
উত্তর করিল যুবা মধুর বচনে
" আপনি যাবেন তবে রাখিব কেমনে "
ফটক অবধি গিয়া ভুপালের সনে
কহিলেন ত্রুটি কিছু না করিবে মনে।
বিদায় হইয়া রাজা গমন করিলা
যাইতে যাইতে পথে ভাবিতে লাগিলা।
" রাজা রাজা হৈতে যুবা ধনী আমি মানি
কিন্তু মিথ্যা মন্ত্রিবর কহিয়াছে দানি।
তরুপাত্র শিখি নারী দেখিয়া যখন
মগ্ন হৈয়া করিলাম প্রশংসা তখন
তথাপি না দিল কিছু আমাকে লইতে
তবে কিসে তুল্য হবে আমার সহিতে,
দান শক্তি কিছু নাই দর্প মাত্র সার
ধন দেখাইয়া লোকে করে অহঙ্কার।
না জানে মহিমা কিছু আছে মাত্র ধন
জানচি অন্তরে যুবা বড়ই কৃপণ।
থাকরে উজির তুমি দেখাব এবার,
মিথ্য কথা কহিয়াছ নহবে নিস্তার "
এইরূপে নৃপবর কতই ভাবিলা
বিরক্ত হইয়া পরে বাসাতে আসিলা,
সেখানে যে চমৎকার হইল তাঁহার
বর্ণন করিতে সাধ্য নাহিক কাহার,
বিচিত্র পট্টের বস্ত্র দেখে নানামত
পুরুষ রমনী ভৃত্য রহিয়াছে কত।
অশ্ব উষ্ট্র আর কত অন্য জাতি পশু
তরুশিখি নারী বীণা আর পাত্র শিশু,
রাজার বিস্ময় মনে দেখিয়া হইল
দু[illegible]। পরে প্রণামকরিল,

রমনী আনিয়া দিল মণ্ডিত মিথর
শুনিয়া নাচের কথা পড়িয়া রাজন,
"না জানি তোমার প্রিয় অতিথি আমার
জ্ঞান হয় করি নাই যোগ্য ব্যবহার,
যদি কিছু ত্রুটি থাকে যুক্ত সমাদরে
অপরাধ ক্ষমা বুঝি করিবেন মোরে।
আরো এক নিবেদন করি মহাশয়
যে কিছু পাঠান মোর তব যোগ্য নয়।
অবহেলা না করিবে করিতে গ্রহণ
মনে দুঃখ পাব অতি করিলে হেলন।
উক্ত শিখ শিশু পাত্র আর যে যুবতী
যেসব দেখিয়া হৈলে আনন্দিত অতি।
এসব তোমার দ্রব্য হইল প্রেরিত
করিলাম নিবেদন মম এই নীত।
যখন যে দ্রব্যে কেহ হয় হরষিত
সে অবধি সেই দ্রব্য তাহার নিশ্চিত।"
পত্র পাঠে নরপতি চমৎকার মানে
কাসেমের তুল্য আর কেহ নাই দানে,
যথার্থ জাফর মন্ত্রি কহিয়াছে ক্রম
দেখা হয় দান শক্তি বিনাশিলে ভ্রম।
অদ্যাবধি মন তুমি ত্যজ অভিমান
কহিবানা কেহ নাই তোমার সমান।
আমার পুরের মধ্যে এই এক জন
দানেতে ইহার তুল্য নহে রাজাগণ।
নাহি জানি এযুবার কত আছে ধন
অকাতরে দানকরে কুণ্ঠ নহে মন।
এইহেতু থাকা ভাল সন্ধানের তরে
কেমনে সামান্য নরে এতদান করে।
অতএব এসন্ধানে অবশ্য যাইব
জানিতে না পারি তবু পয়শ পাইব.
উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা সন্ধানের তরে
প্রত্যুষে উঠিয়া যান ভৃত্য রাখি ঘরে।
যুবার সমীপে রায় উপনীত হন
কহিতে লাগিলা তারে হইয়া বি[illegible]

"আবল কাসেম তুমি অতি দয়া কর
ত্রিভুবন মধ্যে বটে সত্য যশধর।
আমাকে যে সব দ্রব্য করিলে প্রেরণ
ভরসা না হয় তাহা করিতে গ্রহণ।
দানের অযোগ্য আমি শুন মহাশয়
কিকরিব এত ধন এই মোর ভয়।
ফিরাইয়া দিতে চাই আজ্ঞা যদি হয়
অন্যথা নাহিক ভাব জানিবে নিশ্চয়।
বোগদাদে গমনের আছে অভিলাষ
তোমার প্রশংসা গিয়া করিব প্রকাশ"
শুনিয়া রাজার কথা বণিক তনয়
কহিল কি ত্রুটি বুঝি হৈয়াছে নিশ্চয়,
কোন কিছু দোষ যদি গ্রাহকে না পায়
তবে কি মনোজ্ঞ দান ফিরাইতে চায়?
সমাদরে ত্রুটি যদি না থাকে আমার
তবে কেন হেন বোধ হইবে তোমার।
শুনিয়া যুবার কথা ভূপাল চিন্তিত
কহিলেন "হইয়াছি সত্য সন্তোষিত,
অমূল্য অতুল্য দ্রব্য মোর যোগ্য নয়
কেমনে গ্রহণ করি সাহস না হয়।
বরঞ্চ উচিত কহি শুন মহাশয়
এপ্রকার ধনদান যুক্তি সিদ্ধ নয়।
শুনিয়া রাজার কথা ভাবনা ত্যজিল
সহাস্য বদনে যুবা কহিতে লাগিল।
ফিরাইয়া দিবা দান কহিলা যখন
আমার কুণ্ঠিত মন হইল তখন।
বুঝিলাম তাহা নহে বিপরীত বোধ
মম ধন রক্ষা হেতু তব অনুরোধ।
কিন্তু তাহে চিন্তা কিছু নাই মহাশয়
বৃত্তান্ত বলিয়া তব ঘুচাব সংশয়।
ইহার সমান কিম্বা ইহার অধিক
অকাতরে দিতে পারি প্রবাল মাণিক,
শুনিয়া প্রথমে তুমি আশ্চর্য্য মানিবে
পশ্চাতে বিশেষ ভাব নিশ্চয় জানিবে।

একথা বলিয়া নিয়া যায় নৃপবরে
আর এক চমৎকার সুসজ্জিত ঘরে.
কত অলঙ্কার তার শোভে চারি পাশে,
পরিপূর্ণ সবস্থান সুগন্ধের বাসে;
কাঞ্চনের সিংহাসন সম্মুখে স্থাপিত
অপূর্ব বসনে তার সোপান মণ্ডিত.
রাজা ভাবে এই ঘর সামান্যের নয়
আমা হৈতে বড় কোন রাজারি বা হয়.
সেই সিংহাসনে যুবা বসাইয়া ভূপে,
ইতিহাস আরম্ভ করিলা এইরূপে.
"আব্দলিজ নামে পিতা কেরো দেশবাসী,
বিখ্যাত জহরি কর্ম্মে, ছিল ধন রাশী.
অতুল ঐশ্বর্য্য হেতু মনে হৈল ভয়
বলে ছলে পাছে রাজা সব হরি লয়.
অতএব কেরো ধাম পরিত্যাগ করে
করিলেন বাস স্থান বশরা নগরে.
বিবাহ করিলা এক সাবুর কুমারী
এক মাত্র পুত্র আমি জানিবে তাহারি.
পিতৃ মাতৃ পরোলোকে হৈয়া ধন পতি
প্রচুর অবস্থা আমি দেখিলাম অতি.
প্রথম যৌবন কাল আমার তখন
বহুবয়ে অতিশয় রত হৈল মন.
মনের আনন্দে সদা করি অপব্যয়
বহু সব দিনেকে হৈল সব ধন ক্ষয়,
বিলম্বে তখন মনে হইল চেতন
সন্তাপ হইল ধনে না করি যতন.
হইয়া দুর্গতি অতি ভাবি এই সার
এমন দুঃখেতে সেথা বাস করা ভার.
বশরা নগর ত্যজি যাইব প্রবাসে
লাঘব হইবে ক্লেশ অন্য সহবাসে.
এই ভাবি বেচিলাম গৃহাদি সকল
চলিলাম সেথা হৈতে লইয়া সম্বল.
কিছু কাল ফিরিলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে
তার পরে কেরো রাজ্যে আসিলাম শেষে.
হেরিয়া দেশের শোভা জিজ্ঞাসিয়া নাম
স্মরণ হইল সেই জনকের ধাম.
তাহাতে চক্ষের ধারা বহিতে লাগিল
আপনার দুঃখ কথা মনেতে জাগিল.
ভাবি হায় পিতা যদি থাকিত এখন
কি দুঃখ হইত পুত্রে দেখিয়া এমন.
ভাবিতে ভাবিতে এই যাই নদীতীরে
অবশেষে রাজ পুরে চলি ধিরে ধিরে.
গবাক্ষেতে দাঁড়াইয়া ছিল এক নারী
কটাক্ষেতে হানে বাণ রূপে মনোহারী.
দাঁড়াইয়া রহিলাম তাহারে হেরিয়া,
রমণী দেখিয়া গেল অমনি সরিয়া.
দিবা অবসানে, ছাড়ি দেখিবার আশা,
চলিলাম নিকটেতে করিবারে বাসা.
শ্রম সম্বরণ জন্য করিয়া শয়ন,
কিন্তু একবার নাহি মুদিল নয়ন.
সুন্দরীরে মনে ধ্যান করি নিরন্তর,
বারেক তাহার রূপ না হয় অন্তর.
মনে ভাবি ছিল ভাল না হেরিলে মুখ,
দেখাতে হইল প্রেম না জন্মিল সুখ;
কিম্বা যদি সুন্দরী না দেখিত আমারে,
পূরিত মনের সাধ হেরিয়া তাহারে.
প্রত্যূষে হেরিতে তারে ত্বরিত গমনে,
দাঁড়াইয়া রহিলাম গবাক্ষ নয়নে:
আশায় আশ্বাসে আমি দেখি আশাপথ,
আশা সার হৈল না পূরিল মনোরথ.
নৈরাশ হইয়া তবু নাহি ছাড়ি আশা,
পর দিন চলিলাম দেখিতে প্রত্যাশা.
সেদিন সুন্দরী মোরে দেখিয়া তথায়,
কত ভয় দেখাইল নিরাশ কথায়.
"মরণ কুবুদ্ধি কেন দেখি এপ্রকার;
বিদেশী হইবা নাহি জান দেশাচার.
জান না এস্থানে থাকা রাজার বারণ;
পলাও আসিলে খোজা হইবে মরণ."

না হইল কিছু ভয় শুনি ভয় রব,
প্রণাম করিয়া তারে কহিলাম সব.
"শুন প্রিয়ে নবং বটে আসিয়াছি মানি,
সত্য আমি দেশাচার কিছু নাহি জানি.
কিন্তু শুন তব রূপ পিরিতের জালে,
একেবারে পড়িয়াছি ভয় নাই কালে"
রমনী কহিল "মানা শুনিলে না যেই,
থাক্ তোরে খোজাপদে দেখাইব এই"
এ কথা বলিয়া নারী বাহিরে চলিল
খোজাকে ডাকিবে দেখি আশঙ্কা হইল.
বহুক্ষণ থাকি কভু কেহ না আইল,
দিনমণি অস্তগেল রজনী হইল.
সেই দিন বাসস্থানে আসিয়া, যামিনী
যন্ত্রণায় পোহাইল ভাবিয়া কামিনী.
প্রেমানলে জ্বলিয়া হইল মনান্তর,
শোণিত হইল উষ্ণ কম্প কলেবর.
প্রলাপ স্বপন মনে দেখিলাম কত,
তথাপি না হইলাম তাহাতে বিরত.
প্রত্যুষে উঠিয়া পুন নদী তীরে যাই,
রহিলাম দাঁড়াইয়া যদি দেখা পাই.
কামিনী তখন পুন দিয়া দরশন,
কহিতে লাগিল কত কঠিন বচন.
"নিষেধ না শুন তুমি অতি দুরাচার,
ভয় নাহি এ কেমন সাহস তোমার?
এখনি আসিয়া খোজা সংহার করিবে,
পলা চাও শীঘ্র যাও নতুবা মরিবে"
এতেকেতে ভয় নাই দেখিয়া যুবতী,
কহিল "তোমার কেন এমন কুমতি?
যাও নিলর্জ্জ হেথা হইতে ত্বরায়,
এখনি ভাঙ্গিয়া বজ্র পড়িবে মাথায়"
আমি তারে কহিলাম শুন চন্দ্রাননে,
ইহাতে পলাইব করিবা না মনে;
মন হতাশ হৈয়াছে তব রূপ স্মরে,
তাহায় সেজন কি মৃত্যু শঙ্কা করে?
মরিব তোমার আগে তাহে যাবে দুঃখ,
তোমা বিনা জীবনে কি আছে আর সুখ?
এতেক শুনিয়া ধনী কহিল আবার,
"একান্ত যাবে না যদি প্রতিজ্ঞা তোমার.
ভাল করে থাক গিয়া দিবসে কোথায়,
রজনী হইলে পুন আসিবে এথায়"
ইহা বলি তাড়াতাড়ি করিল গমন,
আনন্দেতে পরিপূর্ণ হৈল মোর মন.
আগে যার ধমকেতে নাহি করে ভয়,
বুঝিবে এখন তার কি আহ্লাদ হয়.
সুখ আশা করি, দূরে যায় সব দুঃখ,
ভাবিলাম এ কর্ম্মেতে আছে কত সুখ,
গমন করিয়া গৃহে করি দিবং সাজ,
গোলাপ আতর মাখা তৈল সার কাজ.
দিবা অন্তে যখন আগত বিভাবরি,
অন্ধকারে চলিলাম প্রেম সঙ্গে করি.
গবাক্ষে ঝুলিছে রজ্জু দেখিলাম গিয়া,
উঠিলাম ছাতে সেই রজ্জুকে বাহিয়া.
দুই ঘর ছাড়াইয়া তৃতীয়েতে আসি,
কিবা সুসজ্জিত ঘর দেখি শোভা রাশি.
কিন্তু কোন কিছু আর মনে না লাগিল,
কেবল রমণী প্রতি চিত্ত প্রবেশিল.
কিবা অপরূপ রূপ দেখিতে অপ্সরী,
হরিয়া লইল মন পরম সুন্দরী.
গুণিপনা দেখাইতে বিধি নরগণে,
নির্ম্মিয়া ছিলেন তারে আনন্দিত মনে.
সিংহাসনে বসাইয়া বসি মোর পাশে,
পরিচয় জিজ্ঞাসিল অতি মিষ্ট ভাষে.
বিস্তারিয়া বলিলাম সকল কাহিনি,
দুঃখ শুনি দুঃখযুক্ত হইল মোহিনী:
তাহাতে অনঙ্গ হৃদে জ্বলিল এমন,
হয় নাই মনুষ্যের কখন তেমন.
বলিলাম "শুন প্রিয়ে আমি দীন হীন,
কিন্তু তব কৃপাদৃষ্টে ঘুচিল দুর্দ্দিন"

এইরূপে প্রেমালাপ হইতে লাগিল,
উভয়ের হৃদে প্রেম তখনি জাগিল.
রমণী কহিল "তুমি মোহিত যেমন,
আমিও তোমাকে হেরি হৈয়াছি তেমন;
নিজ বিবরণ যদি কহিবে আমায়,
আমার কাহিনী তবে শুনাব তোমায়"

দার্দেনীর বিবরণ।

"দার্দেনী আমার নাম, ডামান নগরে ধাম,
সেইস্থানে জন্মিয়া ছিলাম;
রাজমন্ত্রি ছিল যিনি, জনক আমার তিনি,
সেরেরাজ শুন তাঁর নাম.
ধার্ম্মিক ছিলেন বেশী, কভু নহে পর দ্বেষী,
[illegible] ছিলেন প্রজার;
পুণ্যশীল [illegible] কহিত ধন্য,
প্রিয় পাত্র ছিলেন রাজার.
কিন্তু হিংসার [illegible] পরের অনিষ্ট হয়,
সর্ব্বনাশ আছে সুপ্রচার;
তার শত্রু সভাসদ, দেখিয়া পিতার পদ,
মিথ্যা দোষ আরপিল তাঁর.
মন্ত্রির শুনিয়া দোষ, রাজার হইল রোষ,
করিলেন সেই পদ হীন;
অশক্ত জনক তায়, ভাবিলেন ঘোর দায়,
হইলেন মহাদুঃখি দীন.
সে রাজ্য ছাড়িয়া শেষে, আসিলেন ভিন্নদেশে
সঙ্গে নিয়া সর্ব্ব পরিবার;
তখন আমি শিশুমতি, অজ্ঞান বালিকাজাতি
নাহি জানি ভদ্র ব্যবহার.
বিদ্যারত্ন মহা ধন, করাইতে উপার্জ্জন,
বহু যত্ন করিলেন পিতা;
কিন্তু শীঘ্র মরিলেন, সুখী নাহি হইলেন,
কন্যাকে দেখিয়া গুণান্বিতা.
কুলটা জননী মোর, বিধবা হইলে পর,
আমাকে বেচিয়া মহাজনে;
সর্ব্বস্ব বেচিল আর, আপনি লইয়া তার,
স্থানান্তরে গেল পর সনে.
বিক্রয়ার্থ কন্যাগণ, আনিল সে মহাজন,
এই দেশে রাজার সমক্ষ,
সারি দিয়া রাখাইল, নৃপতিকে দেখাইল,
দেখিলেন নৃপতি স্বচক্ষে.
ভূপাল [illegible] মনে, দেখি সব রামাগণে,
রূপে মোর হইয়া মোহিত,
সিংহাসন উপরি হতে, আসিলেন মোর কাছে
কহিলেন "রূপ মনোনীত.
বহু দেশ মহাজন, [illegible] করি অন্বেষণ,
পাইয়াছ এমন রূপসী.
আগে দেখিয়াছি যত, কেহ নহে ইহার মত,
এ রমণী সাক্ষাতে উর্ব্বশী.
আমি লোভী অতএব, কি দিব ইহার মূল্য,
বল কত চাও এর মূল্য,
যে মূল্য চাহিবে দিব, কাতর নাহিক হব,
কিছু নাহি হেরি এর তুল্য"
এত বলি নৃপবর, করি বহু সমাদর,
দিলেন অসংখ্য ধন তারে,
আর যত রামাগণ, দেখাইল মহাজন,
ফিরাইয়া দিলেন সবারে.
আমারে লইয়া রায়, হইয়া অজ্ঞান প্রায়,
রাখিলেন স্বতন্ত্র মহলে,
পাঠাইয়া দিলা দাসী, তাহারা তখনি আসি,
অনুগতা হইল সকলে.
অনন্তর নৃপবর, অনঙ্গে অসহ্য জ্বর,
পদানত হইলা আমার,
বলিলেন "প্রেম আশে, আইলাম তব পাশে
রতিদানে করহ উদ্ধার"
আমি অতি হতাদরে, কহিলাম নৃপবরে,
গালি মন্দ দিয়া নানামত,
কিন্তু তাহে অপমান, কিছু না করিয়া জ্ঞান,
হইলেন আরো অনুগত.

অবশেষে হরিল বোধ, কিছু না হইল ক্রোধ,
হইলেন অধীনের ন্যায়,
ভালবাসে দিন দিন, হৈয়া মম প্রেমাধীন,
শ্রেষ্ঠ রাণী করিলা আমায়.
অন্য অন্য রাণী যারা, কুপিতা হইয়া তারা,
করিতে লাগিল নানা দ্বেষ,
বধিতে আমার প্রাণ, দিবা নিশি করে ধ্যান,
বলিব কি তাহার বিশেষ,
অবকাশ চায় সবে, আমাকে বধিবে কবে,
কিন্তু থাকি অতি সাবধানে,
করিয়া নানান ছল, সিদ্ধ না হইল ফল,
অধিক রাগিল অভিমানে.
আমিও তেমন পাত্র, রঙ্গ ভঙ্গ দেখি মাত্র,
করেনা যতেক পারে তারা,
সাবধানে নাহি ভয়, এইকথা শাস্ত্রে কয়,
হিংসাতে আপনি হবে সারা.
তৃতীয় বৎসরাবধি, এইরূপ নিরবধি,
কত হিংসা করিছে আমায়,
দিবানিশি নর বরে, কত বা সাধনা করে,
বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে তাহার.
কিন্তু থাকি সেইরূপ, রুষ্ট তাহে নহে ভূপ,
পড়িয়াছে পিরিতের ফাঁদে,
নতুবা করিত নষ্ট, বুঝা যায় অতি স্পষ্ট,
প্রেমহেতু প্রতিদিন সাধে.
একে সে প্রেমিক রায়, রাজশক্তি আছে তায়,
তবু ইচ্ছা হৈলনা আমার,
এতাবধি কার সনে, প্রেম না হইল মনে,
মজিলাম পিরিতে তোমার.
মারিয়া নয়ন বাণ, কাড়িয়া নিয়াছ প্রাণ,
তদবধি হৈয়াছি উন্মনা,
কেবল বুঝিতে মন, কহিয়াছি কুবচন,
অপরাধ করিবে মার্জনা.
এখন তোমাতে মন, তুমি মোর প্রিয় জন,
তোমা ভিন্ন অন্য নাহি আর,
হর্ত্তা কর্ত্তা প্রভু তুমি, কহিলাম সত্য আমি,
হইলাম অধিনী তোমার"
এইরূপ কথা যদি যুবতী কহিল,
ভাবিলাম সুখোদয় প্রেমেতে হইল.
বলিলাম তুষ্ট হৈয়া "শুন প্রিয়তমে,
সাধ্য নাই তব গুণ কহি কোন ক্রমে.
হইলে আমার তুমি আমিও তোমার,
এদাস তোমার বিনা হবেনা কাহার.
যে পর্য্যন্ত না হইবে আমার মরণ,
তাবত্ ভজিব আমি তোমার চরণ"
এতবলি মদন হইলে বলবান,
বাঞ্ছা করিলাম তার স্থানে রতিদান.
কামেতে ব্যাকুল মোরে দেখিয়া যুবতী,
আলিঙ্গনে কুলাঙ্গনা করিল সম্মতি.
কিন্তু অভাগার ভাগ্যে নাহি ছিল সুখ,
গ্রহ অতি মন্দ আর বিধাতা বৈমুখ.
পুরাইতে যাই বাঞ্ছা রমণীর সাথ,
এমন সময়ে দ্বারে শুনি করাঘাত
রতি আশ দূরে যায় ভয়ে মূর্চ্ছা পায়,
দার্দেনা বলিল "হায় ঘটিল কি দায়
করাঘাত করিছেন আপনি ভূপাল
এখনি করিবে নষ্ট উপস্থিত কাল."
শুনি রমণীর বাণী আরো হৈল ডর,
বিপদ সাগর ভাবি কম্প কলেবর.
পলাবার পথ নাই দ্বারেতে রাজন,
হুঙ্কার ঝঙ্কার আর করিছে গর্জ্জন.
না দেখি উপায় কিছু বাঁচিব কি ছলে,
লুকাইয়া রহিলাম সিংহাসন তলে.
কপাট খুলিয়া দিল যুবতী তখন,
হুতাশন সম তথা প্রবেশে রাজন.
রক্ত বর্ণ দুটি আঁখি জবাপুষ্প প্রায়,
মশাল লইয়া আগু পাছু খোজা ধায়.
অবলা রমণী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল.
আসিয়া তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিল —

"কুলটা রমনী বল কে আছে হেথায়:
গবাক্ষে আনিয়া কারে রাখিলি কোথায়?"
শুনিয়া রাজার কথা দার্দেনী অজ্ঞান,
উত্তর করিতে নারে কাষ্টের সমান.
খোজাকে ডাকিয়া রাজা আজ্ঞা দিল পরে,
"দেখ বেটা কোথা আছে লুকাইয়া ঘরে"
রাজার আজ্ঞায় তবে যত খোজাগণ,
করিতে লাগিল সবে মোর অন্বেষণ;
সিংহাসন তলে হৈতে আমাকে আনিয়া,
রাজার চরণ তলে ফেলিল টানিয়া.
রাজা বলে "ওরে বেটা একি ব্যবহার,
কেমন সাহস তোর ওরে দুরাচার?
আর কি ছিলনা কেহ পুরাইতে আশা,
করিলে রাজার ঘরে লম্পটের বাসা?
রাজা বলি কিছু মোর না রাখিলি মান,
এ কর্ম্মের প্রতিফল নিব তোর প্রাণ"
একথা বলিল রাজা ভয়ঙ্কর স্বরে,
ইন্দ্রিয় অবশ হৈল বাক্য নাহি সরে.
ভাবিলাম এইবার হইল মরিতে,
ভূপাল তলিল অসি সংহার করিতে.
কাটিতে উঠিল রাজা রাগেতে যখন,
বৃদ্ধা এক নারী আসি কহিল তখন:
"কিঙ্কর কিঙ্করে প্রভু (সেই বুড়ী কহে,)
স্বহস্তে নিধন করা উপযুক্ত নহে.
কাটিয়া কলঙ্ক কেন করিবে আপনি?
পাপিষ্ঠের রক্তে কেন ভাসাবে ধরণী?
উভয় পাপী দুই জন ভেদ নাই ফলে,
ইহাদিগে যুক্ত হয় ভাসাইতে জলে
মৎস্য আদি জলজন্তু করিবে আহার,
কাটিয়া অকীর্ত্তি কেন রটাবে তোমার"
বৃদ্ধার বচনে রাজা দিলেন বলিয়া,
"ইহাদিকে দেও নিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া"
রাজাজ্ঞায় খোজাগণ বন্ধন করিয়া,
ছাত হৈতে সমুদ্রেতে ফেলিল ধরিয়া.

অচৈতন্য হৈয়া আমি ভাসিলাম নীরে,
ভাগ্যে যে সাঁতার জানি উঠিলাম তীরে.
দার্দেনী ছিলনা মনে ভাবিয়া মরণ,
উত্তরিয়া পরে তারে হইল স্মরণ:
কোথা গেল বলি প্রিয়া দার্দেনী আমার,
ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম উদ্দেশে তাহার.
ঘোর ভয়ানক রাত্রি অন্ধকার ময়,
অন্বেষণ করি কিছু দৃষ্ট নাহি হয়.
সাঁতারিয়া কত আমি করি অন্বেষণ,
না পাইয়া মনোদুঃখে ব্যাকুল তখন;
ভাবিলাম স্থির মৃত্যু হইয়াছে তার,
বৃথা অন্বেষণ করি পাব নাহি আর.
ইহা ভাবি পুনর্ব্বার উঠিলাম তীরে,
দার্দেনী বিহনে আঁখি ভাসে খেদ নীরে.
আমি হইলাম তার মরণের মূল,
এজন্যে হইল মন অধিক ব্যাকুল:
"হায় বিধি শেষে মোর এই কি করিল,
আমার প্রেমের দায়ে দার্দেনী মরিল.
অবলা সরলা নারী অতি শিষ্ট মতি,
পরের লাগিয়া তার হৈল এই গতি.
হায় নারী মরিল সে আমার কারণ,
আমি না আসিলে তার হৈত না মরণ.
আগু পাছু বিবেচনা না করিয়া কেন
কেবল অস্থির হৈয়া করিলাম হেন.
হায়রে দার্দেনী মোর কোথায় রহিল,
কলঙ্ক জন্মের তরে আমাতে হইল.
এইরূপ নানামত ভাবিয়া অস্থির,
উদাস হইল মন চক্ষে বহে নীর.
সহিতে না পারি শোক ছাড়িলাম দেশ,
উদাস্যে বোগদাদ পানে চলিলাম শেষ.
পথে চলি আঁখি ধারা বহে সর্ব্বক্ষণ,
নিরন্তর ভাবি তারে নহে অন্য মন.
দিবা নিশি অন্য মন ভাবিয়া অন্তরে,
পড়িলাম গিয়া এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে.

চলিতে চলিতে ভানু বসিলেন পাটে,
রজনী হইল তথা রহিলাম মাঠে.
সম্মুখেতে সরোবর তার পরে গিরি,
এ সব ছাড়িয়া দূরে মনুষ্যের পুরী.
সেই সরোবর তীরে রহিলাম শেষে,
রাত্রিশেষ করিলাম অতিশয় ক্লেশে.
পশ্চাতে ক্রন্দন ধ্বনি হইল শ্রবণ,
নিদ্রা ভঙ্গ তাতে মোর হইল তখন.
বোধ হৈল নারী এক করিছে চিৎকার,
দুষ্টলোকে যেন তারে করিছে প্রহার.
জানিতে সমস্ত তার উঠি ততক্ষণ,
ক্রন্দনের দিগে আমি করিয়া গমন.
কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়া দেখি এক নর,
কোদাল লইয়া মাটি খুঁড়িছে কবর.
কীর্ত্তি জানিবারে তার নিকটে যাইয়া,
সব কর্ম্ম দেখিলাম বনে লুকাইয়া.
গর্ত্ত সমাপ্ত হৈল দেখি দিয়া মন,
আনিয়া কি বস্তু তাতে রাখিল তখন.
মৃত্তিকা আচ্ছাদিত করি সেই স্থান,
সেই ব্যক্তি তথা হৈতে করিল প্রস্থান.
দেখিয়াছি কাহাতে কি জানি রাখিতে,
তখন উঠিল ভানু গেলাম দেখিতে.
দূর হৈতে বস্ত্র এক রহিছে উড়িয়া,
দেখিলাম তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়িয়া.
সেই বস্ত্রে ঢাকা এক নারী দেখি পাছে,
মৃতপ্রায় ষোড়শী প্রাণ মাত্র আছে.
বস্ত্র অন্তরণ হেরি হৈল হেন জ্ঞান,
ভাগ্যবতী কারো হবে নাহি তাতে আন.
বিস্তর ভাবিয়া আমি কহিলাম কথা,
"এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম কে করিল হেথা?
দুরাত্মা পাইবে ফল নির্দ্দয় হৃদয়,
ঈশ্বর তাহারে ফল দিবেন নিশ্চয়"
মনে ছিল হয় জ্ঞান হইয়াছে তার,
কিন্তু সে উত্তর দিল কথাতে আমার.

"শুন হে সুজন যুবা তুমি দয়াময়,
মোর ভাগ্যে আসিয়াছ এ সময়;
কিন্তু মোর ফাটিতেছে তৃষ্ণায় হৃদয়,
বারি বিনে প্রাণ বাহির হইয়া যায়"
ইহা শুনি সরোবরে দ্রুত গেলাম,
বস্ত্র ভিজাইয়া জল আনিয়া দিলাম.
সেই বারি পিয়া নারী পাইয়া চেতন,
মুদিত নয়ন খুলি কহিল তখন:
"ওহে যুবা দেখি তুমি অতি দয়াবান,
যতন করিয়া মোরে দেও প্রাণ দান.
শোণিতের ধারা তুমি কর নিবারণ,
অবশ্য ইহার ফল হইবে পূরণ"
পাগড়ি চিরিয়া পটী করি সেইখানে,
বাঁধিলাম রক্তের আঘাতের স্থানে.
পুনশ্চ কহিল "যদি বাঁচাইতে চাও,
আমাকে লইয়া শীঘ্র নগরেতে যাও"
কহিলাম আমি "তুমি শুন মোর বাণী,
বিদেশি এদেশে আমি কাহারে না জানি,
কেমনে তোমায় পাই কে করে আপত্তি,
জিজ্ঞাসিলে কি কব, অজ্ঞাত কুল জাতি"
"না ভাবিও কিছু তাহা (কহিল কামিনী,)
জিজ্ঞাসিলে বলো আমি তোমার ভগিনী"
ইহা শুনি যুবতীরে স্কন্ধে করি নিয়া,
রাখিলাম নগরের ভিতরেতে গিয়া.
বাসা করি তথা এক সরাইর ঘরে,
আনিয়া দিলাম শয্যা শয়নের তরে.
তারপর অস্ত্রবৈদ্য আনি এক জন,
ঔষধ দিয়া ঘায়ে করিল বন্ধন.
এক মাস মধ্যে ক্ষত হৈল উপশম,
পূর্ব্বমত তনু হৈতে লাগিল উত্তম.
এক দিন তারপর লইয়া লেখনী,
লিপি এক লিখি মোরে কহিল তখনি.
"মাহারার নামে এক সদাগর আছে"
এই পত্র নিয়া তুমি যাও তার কাছে.

মাহারার ভবন করিয়া অন্বেষণ,
রমনীর পত্র তারে করি সমর্পণ.
লিখন চুম্বন করি রাখিয়া মাথায়,
দুই তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিলেক আমায়;
সেই মুদ্রা আনি ভাড়া করিয়া ভবন,
তথা আসি এইরূপে থাকি দুই জন.
আর এক লিপি পরে রমনী লিখিয়া,
মাহারার স্থানে মোরে দিল পাঠাইয়া.
মাহারার চারি থলি স্বর্ণ মুদ্রা দিল,
তাহাতে বস্ত্রাদি ভৃত্য খরিদ করিল,
দুই জনে থাকি যেন সহোদরা ভাই,
দেশস্থ সকল লোকে মনে করে তাই.
কিন্তু এ রমণী রূপে অতি মনোহারী,
সৌন্দর্য্য তাহার তবু ভুলিতে না পারি.
মাদনা হৃদয় মধ্যে সদা বিদ্যমান,
তাহাতে সদাই মন সদা তার ধ্যান.
মন পোড়ে বশীভূত না হইয়া আর,
যাবযাব কহিলাম দুই তিন বার:
কিন্তু সে যুবতী কহে করিয়া মিনতি,
"কি হেতু যাইতে চাও এত শীঘ্রগতি.
করিতে তোমার ভাল গৌণ কিছু আছে,
কে আমি চিনিবে কর্ম্ম সিদ্ধি হৈলে পাছে.
অপেক্ষা করিয়া তুমি কর উপকার,
তোমাকে দিব হে এর দিব্য পুরস্কার"
এ কথায় রহিলাম পরে দিন কত,
দয়াভাবে যাহা করি আপন ইচ্ছামত.
আকুঞ্চন করি সদা জানিতে বিশেষ
কিনি মন্ত্রে কেকরিল নারীর বিদ্বেষ?
কিন্তু বামা কহিলনা সেই বিবরণ,
জিজ্ঞাসিলে কেবল হইত অন্যমন.
এক দিন কহে ধনী স্বর্ণ তোড়া দিয়া,
মামারণ সাধু গৃহে যাও ইহা নিয়া.
তাহার দোকানে বস্ত্র খরিদ করিবে.
যে মূল্য চাহিবে তাহা তৎক্ষণাৎ দিবে.
এত শুনি গিয়া যথা মামারণ থাকে,
বসন কিনিব আমি কহিলাম তাকে.
নানান প্রকার বস্ত্র সাধু দেখাইল,
তার মধ্যে তিন থান মনোজ্ঞ হইল.
যে মূল্য চাহিল সাধু দিলাম গণিয়া,
আসিলাম শিষ্টাচারে বিদায় লইয়া.
নারীরে দিলাম আনি বসন যখন,
কোন কথা না কহিল আমাকে তখন.
দিন দুই পরে দিয়া টাকা এক থলি
পুনশ্চ যুবতী মোরে কহে "শুন বলি.
পুনরায় যাও তুমি সাধুর দোকানে,
আরো বস্ত্র আন গিয়া এই মুদ্রা দানে,
কিন্তু সাবধান তুমি মূল্য না করিবে,
যে মূল্য চাহিবে সাধু তাহাই ধরিবে"
সাধুর দোকানে আমি যাই পুনরায়,
বহুমূল্য বস্ত্র সাধু আমাকে দেখায়.
ভাল বস্ত্র লইলাম বাছনি করিয়া,
সাধুকে দিলাম টাকা থলিয়া ধরিয়া.
কহিলাম এই তোড়া দিলাম খুলিয়া.
ইচ্ছামত লও দাম আপনি গুণিয়া.
স্বভাব দেখিয়া সাধু বিস্ময় হইল,
আহ্লাদ করিয়া মোরে পশ্চাতে কহিল
"কৃপা যদি কর তবে করি নিবেদন,
এক দিন এই খানে করিতে ভোজন.
আগমন যদি হয় কৃতার্থ হইব"
আমি তারে কহিলাম অবশ্য আসিব.
ভোজন করিব তাহে কিছু দোষ নাই.
বল যদি কল্য আমি এই খানে খাই.
রমণীর স্থানে গিয়া কহিলে বৃত্তান্ত,
আহ্লাদিত হৈয়া বলে "যাইবে একান্ত.
ভোজন হইলে তারে করো নিমন্ত্রণ,
কারণ এথায় আসি করিতে ভোজন."
শুনিয়া এ কথা আমি ভাবে বুঝিলাম,
নারীর গোপন কোন আছে মনস্কাম.

পর দিন সাধু গৃহে গিয়া উপনীত,
আহারাদি করিলাম অতি আনন্দিত.
বিদায়ের কালে তারে অতি সমাদরে,
নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিলাম ঘরে.
পর দিন সদাগর আপনি আসিল,
মোর সঙ্গে এক গৃহে ভোজনে বসিল.
মদ্য আর নানা দ্রব্য টেবিলেতে ছিল,
সুরাপানে উভয়ের ভানু অস্ত গেল;
কিন্তু রামা আসিল না একত্র ভোজনে,
দেখা না করিয়া ঘরে রহিল গোপনে.
অনুমতি ক্রমে তার সাধুরে লইয়া,
আমোদ প্রমোদ করি একত্র বসিয়া:
গৃহে যাইবারে সাধু আকুঞ্চন করে,
যাইতে না দিয়া তারে রাখিলাম ঘরে.
রহস্য কৌতুকে দোঁহে করি সুরা পান,
এইরূপ অর্দ্ধ রাত্রি হৈল অবসান.
করিলা বিচিত্র শয্যা সাধুর কারণ,
আমি গিয়া করিলাম স্বস্থানে শয়ন.
তন্দ্রা মাত্র আসিয়াছে আসিল রূপসী,
এক হস্তে বাতি জ্বলে অন্য হস্তে অসি.
নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সে কহিল আমায়,
"হেদে দেখ নামারণে আসিয়া হেথায়:
হইয়াছে রক্তারক্তি সাধুর শরীর,
পাগুড়ি ভিজিয়া ভূমে পড়িছে রুধির"
চমকিয়া উঠিলাম নারীর কথায়,
তাড়াতাড়ি চলিলাম সাধুর তথায়.
শয়ন মন্দিরে গিয়া দেখিলাম পরে
রক্তময় মৃত দেহ পালঙ্ক উপরে:
রমণীকে কহিলাম "একি সর্বনাশ,
করিলে নিষ্ঠুর কর্ম্ম কিছু নাহি ত্রাস?
বল তুমি কিকারণ সাধুরে বধিলে,
মোরে কেন দোষ দিয়া এবাদ সাধিলে?
যুবতী বলিল "নাহি ভাব চমৎকার,
[illegible]লে বধের কথা চিন্তিবে না আর—
বিশ্বাস ঘাতক সাধু তাহাতো জাননা,
তাকে হত্যা করিয়াছি তাতে কি ভাবনা?
যেমন বিশ্বাস ঘাতী তাহে বধ খাটে,
এই মোরে মারিয়া পুঁতিয়া ছিল মাঠে.
বিবরণ শুন বলি না করিয়া রোষ,
শুনিলে কখনো মোর কহিবেনা দোষ.
"এই দেশে যেই রাজা করেন বসতি,
তাঁহার তনয়া আমি [illegible]ক নৃপতি.
এক দিন স্নান হেতু রাস্তাতে আসিয়া
দেখিলাম নামারণ দোকানে বসিয়া.
তাহারে হেরিয়া মন হইল চঞ্চল,
হৃদয়েতে সঞ্চারিল অনঙ্গ অনল.
প্রেমানল দীপ্ত হৃদে দেখিয়া তখন,
মনে করি মদনেরে করিব দমন,
আমি রাজকন্যা সাধু অযোগ্য আমার,
এই মনে ভাবি কামে করিব সংহার.
কিন্তু মিথ্যা অভিমান রক্ষা না পাইল,
কাম শরে ক্রমে তনু অশক্ত হইল.
হইল চঞ্চল মন স্থির নাহি পাই,
থাকিয়া থাকিয়া যেন উঠে কাম বাই.
এই তাপে নানা রোগ হইল আমার,
ভাবিলাম বুঝি আমি মরি এইবার.
ভাগ্য ভাল বিচক্ষণা ধাত্রী মোর ছিল,
ফাঁকি দিয়া জিজ্ঞাসিয়া সব কথা নিল.
কহিলাম তাহারে সকল বিবরণ,
যেরূপে সাধুর প্রতি পড়িয়াছে মন.
যাতনা দেখিয়া দয়া ধাত্রীর হইল,
ঘুচাব তোমার দুঃখ আপনি কহিল.
এক দিন নারীবেশে সদাগরে পরে,
আনিয়া রজনী যোগে দিল মোর ঘরে.
দোঁ জনেতে ভাবনা হর তাহাকে পাইলে
যত সুখ হয় দেখ ভাবিয়া সকলে.
রতিরঙ্গে সারা নিশি দুজনেতে থাকি
দিনে তারে কুঠরিতে লুকাইয়া রাখি.

দিবস রজনী করি রজনী দিবসে,
এই রূপে কত দিন যায় প্রেম রসে .
পরেতে সাধুরে ধাত্রী নারী সাজাইয়া,
পুরী হৈতে নিয়া যায় বাহির করিয়া.
মধ্যে মধ্যে সদাগর নারী বেশ ধরি. .
আসিয়া আমার সঙ্গে পোহায় সর্ব্বরী .
এক দিন সাক্ষাৎ করিতে সাধু সনে,
গোপনে রাত্রিতে যাই তাহার ভবনে .
কবাট খুলিয়া ভৃত্য জিজ্ঞাসে আমায়,
কোথা হৈতে আসিয়াছ কিজন্যে হেথায়?
বলিলাম নারী আমি বাস এই দেশে,
আসিয়াছি হেথা তব প্রভুর আদেশে.
ভৃত্য বলে কন্য তুমি আসিও এখানে .
অদ্য আছে প্রভু মোর অন্য নারীসনে,
বিস্ময় হইল মনে একথা জানিয়া
রাগিয়া গেলাম গৃহে বাধা না মানিয়া,
দেখিলাম সাধু, এক রমণী সহিত .
করিতেছে প্রেমালাপ সুখাতে মোহিত,
দেখিয়া নিমন রাগ সহ্য না করিয়া,
মগো চড় মারিলাম নারীকে ধরিয়া .
চরণে পড়িয়া সাধু করিল মিনতি,
শপথ করিল আর না হবে এ মতি .
সাধুর বিনয়ে ক্রোধ করি সম্বরণ,
হইখানি দুজনে পুন হইল মিলন .
সমাদরে সদাগর লইয়া আমায়,
রাগিবির সরা আমি ভক্ষণ করায় .
অতিশয় পানে আমি অজ্ঞানা যখন,
অবিশ্বাসী বুকে ছুরি মারিল তখন .
শরীরের নানা স্থানে আঘাত করিল,
মূর্চ্ছাগত মৃত্যু ভয়ে চৈতন্য হরিল .
মরিয়াছি বলি হবে ঢাকিয়া বস্ত্রেতে,
নগর বাহিরে যায় লইয়া স্কন্ধেতে .
আন হে পুঁতিয়া সাধু আইল যে স্থানে,
অন্বেষণ করি তুমি পাইলে সেখানে .

খনন করিতেছিল কবর যখন,
এক বার হৈয়াছিল তখন চেতন .
কহিলাম কতমত করিতে মার্জ্জনা,
কিন্তু না শুনিল সাধু আমার প্রার্থনা .
দয়ামাত্র না হইল, বলিল আমায়,
জীবন থাকিতে গোরে রাখিব তোমায় .
যাহার নিকটে আমি দিলাম জীবন,
নৃপতির সদাগর হয় সেই জন .
দুর্দশার বিবরণ জানাইয়া তায়,
লিখিয়াছিলাম কিছু খরচ পাঠায়.
আরো আমি লিখি তারে করিয়া বারণ,
কাহাকেও নাকহিবে মোর বিবরণ,
তোমাকে ও বলি নাহি করিয়া প্রকাশ.
যেপর্য্যন্ত হয় নাহি পূর্ণ অভিলাস,
ভাবিলাম যদি তুমি এসব জানিয়া,
পাছে তারে মোর কাছে নাদেও আসিয়া :
অনুমান করি তুমি শত্রুকে মারিতে,
অসমর্থ না হইবে প্রশংসা করিতে .
অতএব সাধুকে যে বধিয়াছি আমি,
মনে করি ঘৃণা বোধ নাকরিবে তুমি.
রজনী প্রভাত হৌক দুই জনে যাব,
সকল কাহিনী গিয়া পিতাকে জানাব ,
পিতার আমার প্রতি আছে অতি স্নেহ,
করিবেন ক্ষমা তিনি নাহিক সন্দেহ,
তোমাকে দিবেন রাজা বহু সংখ্য ধন,
না হবে পিতার হাতে প্রকোপিত মন "
শুনিয়া নারীর কথা কহিলাম ভাই,
বাঁচিয়াছ সেই লভ্য অর্থ নাহি চাই .
এই মনে খেদ কিন্তু রহিল আমার,
আপনি দিয়াছি তারে অস্ত্রেতে তোমার ।
করাইলে তুমি মোরে বিশ্বাস ঘাতকী,
সরল স্বভাবে মোরে করিলে পাতকী.
প্রথমে উচিত ছিল বলিতে আমায়,
করিতাম তবে তার বিশিষ্ট উপায়.

অর্থেতে প্রাণ যায় করিলাম যাহা,
না কারণে শাস্তি হৈত উপযুক্ত যাহা।"
ইহা বলি পরিত্যাগ করিয়া নারীরে,
সেই দণ্ডে চলিলাম নগর বাহিরে।
বোগদাদে যাইতে ছিল সাধু কত জন,
করিলাম তাহাদের সহিতে গমন।
উতরিয়া সেই দেশে হৈল মহা ক্লেশ,
এক স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র সঙ্গে ছিল শেষ।
ফল ফুল গন্ধ বস্তু কিনি তাই দিয়া,
ফিরিয়া বিক্রয় করি সেই সব নিয়া।
এক স্থানে বহুলোক সুরা পান করে,
লইত আমার দ্রব্য মনে যাহা ধরে।
করিতাম এপ্রকারে যাহা উপার্জ্জন,
তাহাতে হইত মোর ভরণ পোষণ।
এক দিন ফল ফুল নিয়া চাঙ্গারিতে,
আসিয়াছিলাম তথা বিক্রয় করিতে।
সকলের কাছে নিয়া বেচিলাম তাই,
বৃদ্ধ এক ছিল তথা দৃষ্টি হয় নাই।
ডাকিয়া প্রাচীন বলে "সর্ব্বত্র বেচিলে,
আমার নিকটে দ্রব্য কেন না আনিলে?
বিশিষ্ট নহিক আমি করিলে কি জ্ঞান,
শক্তি নাই করিতে দ্রব্যের মূল্য দান?"
তারে আমি কহিলাম বিনয় বচন,
"দেখি নাই অপরাধ করিবে মোচন।
এখন যে দ্রব্য ইচ্ছা মহাশয় লন,
বিনা মূল্যে দিব তাহা না লইব পণ।"
দিলাম বৃদ্ধের কাছে চাঙ্গারি রাখিয়া,
আর ফল লইলেন পসার থাকিয়া।
নিকটেতে তার পর বসাইয়া তথা,
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন সব তত্ত্ব কথা।
কে তুমি কোথায় বাস কিবা নাম ধর?
আমি বলি "মহাশয় তাহা ক্ষমা কর।
কালবশে দুঃখ সব আছি পাসরিয়া,
ভাবিলে সে দুঃখানল উঠে শিহরিয়া।

শুনি বৃদ্ধ আর না সে কথা জিজ্ঞাসিল,
অন্য কথা নিয়া গল্প করিতে লাগিল।
চল্লিশ স্বর্ণ মুদ্রা মোরে দিয়া তার পরে,
উঠিয়া সেখান হৈতে চলিলেন ঘরে।
পাইয়া অধিক দ্রব্য ভাবি চমৎকার,
এত যে দিলেন মোরে কি ভাব তাহার?
তাবৎ বস্তু পসরার ছিল যত জন,
কেহ নাহি দিত এক স্বর্ণমুদ্রা পণ।
বিক্রয় করিতে পুন গিয়া পরদিন,
দেখিলাম সেই স্থানে বসিয়া প্রবীণ।
চাঙ্গারি তাঁহাকে আগে দিলাম খুলিয়া,
প্রাচীন লইল কিছু দিলেন তুলিয়া।
এক দিন বসাইয়া অতি সমাদরে,
পুনর্ব্বার পরিচয় জিজ্ঞাসিল মোরে।
বার বার উপরোধ এড়ান না যায়,
অতএব সকল কথা কহিলাম তাঁয়।
আদ্যন্ত বৃত্তান্ত সব কহিলে তাহাকে,
সমস্ত শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল আমাকে।
"মহামারি [illegible] আমি [illegible],
[illegible]।
সম্বাদ শুনিয়া দুঃখ হইল আমার,
বিশেষে অধিক স্নেহ তোমাতে আমার।
সন্তান সন্ততি বিধি দেন নাহি মোরে,
সম্ভবো না হয় আর হইবেক পরে।
পুত্র রূপ ভাবি আমি দর্শনে তোমার,
অদ্যাবধি পোষ্যপুত্র হইলে আমার।
অতএব দুঃখ তুমি করিয়া সান্ত্বনা,
ভাবনা নাকর আর পূর্ব্বের যন্ত্রণা।
[illegible] হৈতে আমি বহু ধনধারী,
আমি পরে হবে তুমি সর্ব্ব অধিকারী।"
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য আনন্দিত মন,
নমস্কার করিলাম তাঁহাকে তখন।
সমস্ত পসার মুক্তা রাখাইয়া পরে,
আমাকে লইয়া সাধু চলিলেন ঘরে।

দিবস এক বাটীতে থাকিত সদাগর,
আমাকেও সেইখানে দিল এক ঘর.
নিযুক্ত করিল দাস সেবার কারণ,
আনাইয়া দিল পরে উত্তম বসন,
পরম আনন্দে আমি থাকি সেই স্থানে,
মনে করি যেন পিতা আছে বর্ত্তমানে.
কিছু দিনে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বেচিয়া,
আসিলেন বশরায় আমাকে লইয়া.
পূর্ব্বের বাসের গৃহে ছিলেন যাঁহারা,
চমৎকার ভাবিলেন সৌভাগ্যে তাঁহারা.
যে সাধু নগর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী মানী,
পোষ্যপুত্র করিয়াছে করে কানাকানী.
সদা আমি থাকি সেই বৃদ্ধকে তুষিয়া,
আচরণ দৃষ্টে তুষ্ট আমাকে পোষিয়া.
কহিত সদাই "শুন আবল কাসম,
ভাগ্য বশে পাইয়াছি তোমাকে উত্তম.
বৃদ্ধদশা মম দুঃখ শেষ অবস্থায়,
না হইল ক্লেশ কিছু পাইয়া তোমায়"
এই কথা বার বার কহিতেন কত,
আমি সেবা করি নিজ সন্তানের মত.
এ কারণ ভাবিয়া সকল বন্ধুবর্গে,
থাকিতাম অনেক সাধুর সংসর্গে.
উদরেতে পীড়িত হইল সদাগর,
বৈদ্য আনি চিকিৎসায় তাহাতে কাতর.
কাল উপস্থিত কালে নির্জ্জন হইয়া,
কহিল আমাকে সাধু কাছেতে লইয়া.
"শুন পুত্র এই মোর অন্তিম সময়,
কহিব তোমাকে এক গোপন বিষয়.
করিয়াছি জন্মাবধি যাহা উপার্জ্জন,
জীবনের পক্ষে তাহা কর নিরীক্ষণ.
কিন্তু আছে যেই ধন পূর্ব্বের সঞ্চিত,
তাহার নিকটে ইহা হয় না কিঞ্চিৎ.
অতুল ঐশ্বর্য্য আছে গোপিত যথায়,
বলিতেছি তাহা আমি এখন তোমায়.
কোন্ কালে কোথা হৈতে হৈল এত ধন,
জানি নাহি উপার্জ্জন করে কোন্ জন.
শুনিয়াছি পিতামহ আপনি থাকিয়া,
মৃত্যুকালে দিয়া যান পিতাকে ডাকিয়া.
জনক নিজ করে দিলেন আমায়,
দিতেছি সে ধন আমি এখন তোমায়.
পরামর্শ বলি কিন্তু শুনরে সন্তান,
স্বভাবতঃ হও তুমি অতি দয়াবান.
তাতে হৈলে এত ধন পুঞ্জ দেখিয়া,
করিবে আতিথ্য বহু যত্নেতে রাখিয়া.
অনাথেরে বস্ত্র ভোজ্য উড়াইবে কত,
স্বর্ণ দান তাতে দিবে যে চাহিবে যত.
উত্তম বটে হেন দয়ালু স্বভাব,
যদ্যপি তাহাতে হয় বিপদ সম্ভব.
কিন্তু তাহা হবে তব বিনাশের মূল
বিলক্ষণ দেখিতেছি নাহি তায় ভুল.
ধনেতে রাজার মনে ঈর্ষা বোধ হবে,
অথবা উজীরগণ পড়িবেন লোভে.
গুপ্ত ধন পাইয়াছ সন্ধান পাইবে,
ছলে বলে লইবারে অবশ্য চাহিবে.
কিন্তু তা এড়াইতে এই যুক্তি সাজে,
চলিবে আমার মত ব্যবসায় কাযে.
আমাদের পূর্ব্বাবধি ইহাই প্রকাশ,
বাণিজ্য করিয়া থাকি লোকের বিশ্বাস.
নিরুদ্বেগে করি কিন্তু সেই ধন ভোগ,
প্রকাশের ভয়ে নাহি করি গোলযোগ"
অঙ্গীকার করিলাম বৃদ্ধের কথায়,
তবে তিনি কহিলেন ভাণ্ডার যথায়.
পরেতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল যখন,
পাইলাম আমি তাঁর যত সব ধন.
এক দিন ভাণ্ডারেতে দেখিয়া ঐশ্বর্য্য,
কহিতে নাপারি কত হইল আশ্চর্য্য.
যদিও প্রচুর ধন কভু নিত্য নয়,
তথাপি করিতে সীমা আয়ুঃ শেষ হয়

যদ্যপি বয়স ভর দেই দুই করে,
তথাপি মাকমে তাহা এত আছে ঘরে.
ভাবিলাম এত ধন সঞ্চয় থাকিতে,
কোন্ ব্যক্তি যুক্তি দেয় না দিয়া রাখিতে ?
অতিথিরা এই ধন যদি নাপাইবে,
তবে কিসে ভাগ্যধর তাহারা কহিবে ?
অতএব অঙ্গীকার নাকরি পালন,
করিলাম আরম্ভ করিতে বিতরণ.
দীন দরিদ্রের প্রতি দ্বার অবারিত,
যে আইসে সেই যায় হৈয়া আনন্দিত.
বশরা নগরে কোথা নাহি হেন জন,
কহিতে পারিবে মোর লয় নাহি ধন.
অতিশয় ধন দান দেখিয়া আমার,
নগরস্থ তাবতে ভাবিল চমৎকার.
কেহ বলে বশরার রাজার ভাণ্ডার,
পাইলেও পরিতোষ হয়না আমার.
কেহ বলে পাইয়াছি অতুলিত ধন,
কেহ বলে পুন চারথারের লক্ষণ.
এইরূপ কানাকানী করে সর্ব জন.
কিন্তু দেখে হ্রাস নহে বৃদ্ধি পায় ধন.
গুপ্ত ধন পাইয়াছি তুলিলেক রব,
সমস্ত নগর মধ্যে উঠিল গুজব.
আসিতে লাগিল কাছে যত লোভিগণ,
কোথাও নাছিল আর পেটুক কৃপণ.
এক দিন দারোগা আসিয়া মোর কাছে,
“বলে দেও দেখাইয়া ধন কোথা আছে.
তোমার উমরাই গিরী যেধন হইতে,
আসিয়াছি রাজদূত তাহাই লইতে”
দারোগার বচনেতে হইয়া স্তম্ভিত,
মুখে নাহি সরে কথা ভাবি আচম্বিত.
দারোগা এরূপ দেখি বুঝিল নিশ্চয়,
শহরে গুজব যাহা মিথ্যা কভু নয়.
অতএব নম্রভাবে বলিল আমায়,
“আবল ক্ষসন চিন্তা না কর ইহায়.
আমরা পেটুক জাতি লোভের অসীম,
তাহাতেই আসিয়াছি এই এক দিন.
গুহ্যের যোগ্য মুদ্রা কর মোরে দান,
আর না চাহিব কিছু, করিব প্রস্থান”
একথা শুনিয়া মোর ঘুচল বিষাদ,
কহিলাম কত দিলে হইবে আহ্লাদ.
দারোগা বলিল ‘ যদি করিলে জিজ্ঞাসা,
প্রতিদিন দশ স্বর্ণমুদ্রা করি আশা.”
কহিলাম দশ মুদ্রা অত্যল্প হইবে,
প্রত্যহ শতেক স্বর্ণ মোহর পাইবে.
মহা আনন্দিত হৈল একথা শুনিয়া,
বলিল আমাকে অতি প্রফুল্ল হইয়া.
“কাঞ্জার রাজার তব নাহক ভাণ্ডার,
বিঘ্ন নাহি দিব ভোগ কর তুমি তার”
একথা কহিয়া অর্থ লইয়া তখন,
বিদায় হইয়া গৃহে করিল গমন,
কিছু দিন পরে রাজমন্ত্রি ডাকাইল,
সমাদরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল;
“গোপন ঐশ্বর্য্য নাকি পাইয়াছ তুমি ?
ভাল ভাল আহ্লাদিত হইয়াছি আমি,
কিন্তু জান সেধনের পঞ্চমাংশ যাহা,
শাস্ত্রে লেখে নৃপতিকে দিতে হয় তাহা,
অতএব সেই অংশ ভূপতিরে দিয়া,
ভোগ কর অবশিষ্ট চারি অংশ নিয়া.”
একথায় বুঝা গেল মন্ত্রির মনস্থ,
অভিপ্রায় লইবেন আপনি সমস্ত.
তারপরে কহিলাম মন্ত্রির নিকটে,
গুপ্ত ধন পাইয়াছি ইহা সত্য বটে,
কিন্তু নাহি প্রকাশিব সেধন যথায়,
সহস্র সহস্র খণ্ড করিলে আমায়;
তবে যদি মোরে নাহি কর প্রাণ হীন,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিব প্রতি দিন.
একথা শুনিয়া মন্ত্রি হৈল আনন্দিত;
লোক পাঠাইয়া দিল আমার সহিত,

যাহারে ভাণ্ডারী ত্রিশ হাজার গণিয়া,
প্রথম মাসের জন্য দিয়েছে আনিয়া।
অনন্তর উজীর পাইল এই ডর,
প্রতারণা পাছে টের পান নৃপবর,
সেকারণ ভূপতিরে করিল জ্ঞাপন,
পাইয়াছি বহু আমি গোপনীয় ধন.
একথায় নৃপবর আহ্লাদিত পরে
হাস্য মুখে জিজ্ঞাসিল ডাকাইয়া মোরে :—
"কেন যুবা বল দেখি জিজ্ঞাসি তোমায়,
ধনাগার দেখাইতে অনিচ্ছা আমায়?
আমাকে কি মনে কর এমনি কুজন,
দেখিয়া তোমার ধন করিব হরণ?"
আমি তারে কহিলাম শুন মহীপাল,
আপনার পরমায়ু হৌক দীর্ঘকাল.
ধনস্থান দেখাব না প্রতিজ্ঞা আমার,
অতএব নাচাহিবে দেখিতে ভাণ্ডার,
যদি চাহ দিব আমি তোমাকে আনিয়া,
ত্রিসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রত্যহ গণিয়া;
কিন্তু বাঞ্ছা সিদ্ধি যদি ইহাতে না হয়,
তবে মোর প্রাণদণ্ড কর মহাশয়."
ইহা শুনি নৃপবর নয়ন শঙ্কেতে,
জিজ্ঞাসিল উজীরেকে কি বলি ইহাতে.
"উজীর বলিল প্রভু করি নিবেদন,
যুবা যাহা দিতে চায় অঙ্গীকৃত হন.
স্বচ্ছন্দে থাকুক যুবা আপনার সুখে,
তোমাকে দিবেক যাহা বলিয়াছে মুখে"
উজীরের পরামর্শ নৃপতি লইয়া,
আলিঙ্গন দিল মোরে সন্তুষ্ট হইয়া.
এইরূপে দেই আমি বৎসর বৎসর,
একাদশলক্ষ ষোল হাজার মোহর.
বিবরণ কহিলাম শুন মহাশয়
এখন উচিত নহে করিতে সংশয়.
অতএব করিয়াছি যেসব প্রেরণ
আপনি লইবা তাহা না করি হেলন."

প্রস্তাব সমাপ্ত যদি হইল যুবার,
ভাণ্ডার দর্শনে স্পৃহা হইল রাজার.
নৃপতি কহিলা "ধন শুনিয়া তোমার
অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল আমার;
কিন্তু সদা বিতরণে নাহি হয় ক্ষয়,
এ কথা আমার মনে কভু নাহি লয়.
তবে যদি কৃপা করি দেখাও ভাণ্ডার,
দেখিলে সংশয় দূর হইবে আমার;
শপথ করিয়া বলি করিলে প্রত্যয়,
কদাচিত না হইবে ইহাতে ব্যত্যয়"
শুনিয়া ভাবিয়া কহে বণিক কুমার,
"বাসনা হইল তব হেরিতে ভাণ্ডার;
তোমার কথায় কিন্তু দুঃখী হৈল মন,
করিয়াছি এ বিষয়ে নিদারুণ পণ."
রাজা বলে "চিন্তা তুমি না করিও তার,
যে কেন না হয় পণ করিব স্বীকার"
একথা শুনিয়া বলে বণিক নন্দন,
"করিব তোমার তরে নয়ন বন্ধন.
আচ্ছাদন বস্ত্র আদি না রহিবে গাতে,
নিতে না পারিবে কোন অস্ত্র শস্ত্র হাতে.
আমি যাব সঙ্গে তব তীক্ষ্ণ খড়্গ নিয়া,
ব্যত্যয়ে করিব হত্যা সেই খড়্গ দিয়া,
অতএব প্রতিজ্ঞার মহা ভয় বটে,
কি জানি ইহাতে পাছে মন্দ ফল ঘটে,
যাহা হৌক বিশ্বাসিয়া তোমার কথায়,
অবশ্য লইয়া যাব ভাণ্ডার যথায়"
যুবার বচনে রাজা কহিলা তখন,
"মনোরথ পূর্ণ তবে করহ এখন"
আবল কাসম বলে "শুন মহাশয়,
স্থির হও উতলার কর্ম্ম ইহা নয়,
গৃহের কিঙ্কর সব গেহিলে নিদ্রায়,
গোপনে ভাণ্ডারে নিয়া দেখাব তোমায়"
এইরূপে নৃপতিকে বুঝাইয়া পরে.
দাসগণে আলোক আনিতে আজ্ঞা করে.

শুনিয়া কিঙ্করগণ কৃতকৃত্য মানে
আনিল সুগন্ধ বাতি স্বর্ণ শামাদানে,
ভূপতিরে নিয়া যুবা উঠিয়া তখন
অপূর্ব্ব শয়নাগারে করিল গমন,
সেই স্থানে সমাদরে রাখি নৃপবরে,
শয়ন করিতে গেল আপনার ঘরে,
ভূপালের জামা যোড়া খুলি দাসগণ,
শুয়াইয়া পালঙ্কোপরি করায় শয়ন।
সুগন্ধি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পরে,
শয্যার নিকটে দিয়া গেল স্থানান্তরে,
ভাবনায় নৃপতির নিদ্রা নাহি হয়,
কতক্ষণে দেখিবেন গুপ্ত ধনালয়;
ভাণ্ডার দেখিতে পাব আসিলে আবস,
নিদ্রা নাই নৃপতির ভাবিছে কেবল.
অর্দ্ধ রজনীতে যুবা বাক্য অনুসারে
আপনি আসিয়া তথা ডাকিল রাজারে,
"বিলম্ব না কর আর উঠ মহাশয়,
নিদ্রিত সকল প্রাণী এইত সময়,
যদি পার পূর্ব্বমত প্রতিজ্ঞা রাখিতে,
তবে মোর সঙ্গে চল ভাণ্ডার দেখিতে.
নৃপতি বলেন "তুমি নিয়া চল তবে,
আমার শপথ কভু মিথ্যা নাহি হবে,
বসুমতি আদি স্বর্গ যাঁহার সৃজন,
তাঁহারি শপথ করি না হবে লঙ্ঘন,"
শুনিয়া রাজার কথা যুবক ত্বরায়,
আপনি উদ্যোগী হৈয়া বসন পরায়,
নৃপতির দুই চক্ষু করিয়া বন্ধন,
মিনতি করিয়া কহে বণিক নন্দন—
"বিশ্বাসের পাত্র তুমি বট মহাশয়,
তথাপিও ব্যবহারে ইহা যুক্ত হয়,
বান্ধিতে তোমার চক্ষু মনে নাহি লয়,
কিন্তু কি করিব দেখ নাচারিতে নয়,"
রাজা বলে "উচিত হইতে সাবধান,
এতে কোন অপরাধ নাহি করি জ্ঞান"

এ কথা শুনিয়া যুবা নৃপতিকে নিয়া,
অধোভাগে চলিলেন গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া,
বাগানেতে বক্র পথে ঘুরাইয়া তারে,
উপনীত হইলেন ভাণ্ডারের দ্বারে,
প্রস্তরেতে মুখ ঢাকা আচ্ছাদিত যত,
তাহার নীচেতে আছে ভাণ্ডারের পথ,
প্রস্তর করিয়া মুক্ত প্রবেশিয়া তায়,
অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গেতে দুই জন যায়
অন্ধকারে সেইপথে গিয়া কিছু পর,
সম্মুখেতে পাইলেন বড় এক ঘর,
স্থানে স্থানে মণিগণে শোভা অপার,
আলোকে তাহারি পূর্ণ তুলনা নাহি তার,
এইখানে খোলে পরে বণিক নন্দন,
ঘুচাইল ভূপতির চক্ষের বন্ধন,
আঁখি মেলি নরপতি আশ্চর্য্য হইল,
প্রস্তরে নির্ম্মিত গর্ত্ত দেখিতে পাইল,
পঞ্চাশৎ হস্ত তার চৌদিগে প্রসর,
অনুমান কুড়ি হাত নীচেতে গভীর,
এই গর্ত্ত সুবর্ণের মোহরে পূরিত,
চৌদিগে দ্বাদশ স্তম্ভ কাঞ্চনে নির্ম্মিত,
অমূল্য রত্নের মূর্ত্তি শোভে তদুপরি.
আশ্চর্য্য শিল্পতা কিবা আহা মরি মরি.
রাজার করে ধরি বণিক নন্দন,
গর্ত্তের নিকটে আসি কহিল তখন,
এই যে প্রশস্ত গর্ত্ত দেখিতেছ কাছে,
ইহাতে নির্ণয় নাই কত স্বর্ণ আছে,
অদ্যাপি অঙ্গুলী দ্বয় কমে নাহি যায়,
ইহাতে কি মনে লয় ক্ষয় হবে তায়?
চৌবাচ্চা দেখিয়া পরে কহে নৃপবর,
"সম্পত্তি অধিক বটে নহে স্থির তর"
আবার বলেন "ক্ষয় হৈলে এই ধন,
আর এক পাত্রে হস্ত করিব অর্পণ"
এত বলি ধনপতি লইয়া রাজারে,
অন্য এক ঘরে যায় ধন দেখিবারে,

প্রবেশ করিবা মাত্র সেই রম্য ঘরে,
দেখিয়া হরিষ রাজা হইলা অন্তরে,
প্রথম কুঠরি হৈতে হয় হেন জ্ঞান,
এ ঘর অধিক রম্য আরো দীপ্তিমান,
স্থানেং শোভা পায় শোভিত আসন,
রক্তবর্ণ কিংখাব অম্বরে শোভন,
ঝালরে ঝালরে মতি কিবা তার শোভা,
হিরার খচিত তায় অতি মনোলোভা,
অন্য যে পাষাণ পাত্র দেখে সেই স্থানে,
স্বর্ণাধার হৈতে কিছু ক্ষুদ্র লয় মনে.
কিন্তু হিরা মতি পান্না অমূল্য পাথর,
মণি চুণি পরিপূর্ণ পাত্রের ভিতর
অতুল ঐশ্বর্য্য হেরি বিস্ময় নরেশ,
মনে ভাবে আছে বুঝি নিদ্রার আবেশ,
কি জানি কুহক হবে ধনাগার নহে
পাত্র হেরি নৃপবর মনে মনে কহে
আরো দেখাইল যুবা স্বর্ণ সিংহাসন,
করিয়াছে দুই ব্যক্তি তাহাতে শয়ন.
আবল কহিল এই পূর্ব্ব রাজা রাণী,
ইহাঁরাই ধনপতি এইরূপ জানি.
দীর্ঘাকারে শয়ন করিয়া দুইজনে,
সজীব মনুষ্য যেন এই লয় মনে,
হিরার মুকুট শিরে উভয়েরি আছে,
কেন্দুকাষ্ঠ কৃত মেজ চরণের কাছে,
তাহাতে নীচের কথা অতি মনোহর,
শ্রেণীমত লেখা আছে সুবর্ণ অক্ষরঃ—

এই যে প্রচুর ধন, বহুকালে উপার্জ্জন,
করিয়াছি সমর্থ সময়,
লইয়াছি কত দেশ, তাহার নাহিক শেষ,
মম জয় সমস্ত ভূময়.
কৃতান্ত যখন ধরে, সব গর্ব্ব খর্ব্ব করে,
তার দর্প কিছুতে না ঘাটে,
কালবশে অবশেষে, রহিলাম নিদ্রাবেশে,
দেখ লোক শব দেহ খাটে,
আমাকে দেখিয়া জনে, নিশ্চয় জানিবে মনে,
কালপাশ এড়ান না যায়,
পাইলে এ সব ধন, আর কার্য্য বিবরণ,
দান কুণ্ঠ হইবে না তায়,
গ্রাহকে চাইবে যত, দিবে তার ইচ্ছামত,
তবু ধন না হইবে ক্ষয়,
থাকিতে আপন বশ, কেবল কিনিবে যশ,
সম্পদ কাহারো সঙ্গী নয়.
কৃতান্ত যখন পাবে, একান্ত লইয়া যাবে,
তাতে রক্ষা করিবেনা ধনে,
অতএব যুক্ত দান, ত্যজি দম্ভ অভিমান,
ভ্রমক্রমে ভুলিবানা মনে,

কবিতার কয় পংক্তি পড়িয়া, যুবারে
রাজা কহে দোষ দিতে পারিনা তোমারে,
স্বচ্ছন্দে করহ দান, কিন্তু সেই বৃদ্ধ
পরামর্শ দিল যাহা নহে যুক্তি সিদ্ধ,
জানিতে রাজার নাম বড় ইচ্ছা ছিল,
কোন্ রাজা এত ধন সঞ্চয় করিল.
আবল কাসম পরে ভূপতি সহিত,
আর এক স্থানে গিয়া হন উপস্থিত
অমূল্য অদ্ভুত নিধি আছে নানা মত,
দেখিলেন প্রাগুরূপ তরু আরো কত,
রাজার বাসনা ছিল নয়ন ভরিয়া,
সারা রাত্রি দেখেন ধন পরীক্ষা করিয়া,
কিন্তু আবলের ভয় হইল তখন,
ধনাগার টের পায় পাছে দাসগণ,
অতএব না সহিল বিলম্ব করিতে,
রাজাকে লইয়া যুবা চলিল ত্বরিতে,
বিবস্ত্র করিয়া শির চক্ষু ঢাকা দিয়া,
চলিল রাজার সঙ্গে খড়্গ হস্তে নিয়া,

উদ্যানে হইয়া পার গুপ্তপথ দিয়া
উপনীত হইলেন শয়নাগারে গিয়া,
দেখিল তথায় বাতি জ্বলিছে তখন
বসিয়া উভয়ে করে কথোপকথন।
সমস্ত দেখিয়া রাজা কহিলা যুবারে,
“পূর্ব্বে যে রমনী তুমি দিয়াছ আমারে,
মনে করি সেই রূপ আরো কত নারী,
তোমার ভবনে আছে পরম সুন্দরী,,
আবল কাসম বলে বটে মহাশয়,
সুন্দরী অনেক আছে কথা মিথ্যা নয়;
কিন্তু কারো প্রতি মোর প্রাণ নাহি চায়
দার্দেনী জাগিছে হৃদে পাসরা না যায়,
মনকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে চাই,
মরিলে ভাবিয়া তারে, প্রয়োজন নাই.
তথাপি অবোধ মনে প্রবোধ না জাগে;
সদাই দার্দেনী রূপ হৃদয়েতে জাগে,
তাহার বিহনে তনু হইতেছে ক্ষীণ,
থাকিতে অতুল ধন দুঃখের অধীন.
অতঃপর থাকিয়া ধন যদি তারে পাই,
সে সহস্র গুণে প্রিয় এত নাহি চাই”
জানিয়া যুবার মন দৃঢ এই মত
তাহাতে প্রশংসা রাজা করিলেন কত
কিন্তু বহু বুঝাইয়া কহিল রাজন,
নিস্ফল প্রেমের বাঞ্ছা উচিত বর্জ্জন.
অনন্তর বিদায় লইয়া নরপতি,
বোগদাদ নগরে যাত্রা করে শীঘ্রগতি.
শিশু নারী ভৃত্য আদি যুবা দত্ত ধন,
সমস্ত লইয়া রাজা করিলা গমন.

আবল ফটামন্ত্রির কুৎসিৎস্রোত

নরেন্দ্র আপন দেশে গমন করিল।
দুইদিন পরে সেথা প্রমাদ ঘটিল।
এ রাজার অধিকারে আবলের ধাম,
মন্ত্রি তার দুরন্ত আবল ফটা নাম.
কুমন্ত্রণা কত জানে সেই নরাধম,
দুষ্কর্ম্ম নাহিক হেন করিতে অক্ষম,
অর্থলাভ হয় যদি করিলে অধর্ম্ম,
স্বচ্ছন্দে করিতে পারে সহস্র কুকর্ম্ম।
অবিশ্রান্ত বিতরণ যুবার আগারে,
দেখিয়া সে দুরাচার সহিতে না পারে,
যুবা যে তাহারে ধন দিত প্রতি মাস,
তথাপি তাহাতে তার নাহি পুরে আশ.
আছে জানি কত ধন করি অনুমান,
প্রতিজ্ঞা করিল তাহা করিতে সন্ধান.
বাসকিসা নামে ছিল তাহার নন্দিনী,
অষ্টাদশবর্ষা, রূপে ভুবন মোহিনী।
বুদ্ধিমতী সুচতুরা মধুর ভাষিণী,
নানাগুণ ধরে বালা সুচারু হাসিনী;
নয়ন প্রেমের বাণ হানে অনুক্ষণ,
হেরিলে কটাক্ষে হরে পুরুষের মন:
নৃপতির ভ্রাতৃপুত্র আলী নাম যার,
কন্যাকে বিবাহ করে আকুঞ্চন তার,
আলীর সহিতে দিবে কুমারীর বিয়া
করিয়াছে মন্ত্রি ঠিক নিজে মত দিয়া,
তথাপি ডাকিয়া মন্ত্রি কন্যাকে কহিল,—
“ আজি তব পরিশ্রম করিতে হইল,
মনোহর বাস ভুষা বাহির করিয়া,
সাজিবে মোহিনী বেশে সমস্ত পরিয়া:
রজনী হইলে যাবে আবলের কাছে,
জানিয়া আসিবে ছলে ধন কোথা আছে।”
এ কথা শুনিয়া বালা বিরস বদনে,
মিনতি করিয়া বলে পিতার সদনে.
“ কন্যাকে এরূপ বলা উপযুক্ত নয়,
ভাবিয়া দেখুন পিতা ইহাতে কি হয়;
কুলেতে পড়িবে কালী করিলে এ কর্ম্ম,
কলঙ্কিনী হব আর যাবে কুল ধর্ম্ম,
আমার সতীত্ব নাশে কেন হৈল সাদ,
কেন বা আলীর প্রতি সাধিবে এ বাদ?

সতীধর্ম্ম প্রতি পতি সদা রাখে মন,
সে সতীত্ব রত্ন কেন করাবে হরণ ?
একথা শুনিয়া মন্ত্রি কহিল দাবিয়া,
" আগে আমি দেখিয়াছি এসব ভাবিয়া.
তোমার কথাতে আর প্রয়োজন নাই,
রাখিতে হইবে আজ্ঞা এই আমি চাই. "
এত শুনি যুবতীর চক্ষে ধারা বহে
কান্দিতে কান্দিতে পুন জনকেরে কহে.
" যোগাই ধর্ম্মের পিতা আমিবে মিনতি,
কেমনে যাইব আমি হইয়া যুবতী ?
ধনের আকাঙ্ক্ষা পিতা সমূলে বিনাশি;
পর ধনে কি লাগিয়া কর আত্মনাশ ?
স্বচ্ছন্দে থাকুক যুবা নিয়া নিজধন;
কি কায তোমার তারে করিতে বঞ্চন ;
একথা শুনিয়া ক্রোধে কহে দুরাচার;
" চুপ কর, কথা তোর না শুনিব আর.
ঠেলিস্ আমার কথা ভাবিয়া তামাসা,
প্রাণে কিছু ভয় নাই
যাইতে হইবে তোরে নাহি আর কথ,
আনিবা আসিবি তার ধন আছে যথা.
না দেখিয়া ধনাগার আসিলে ফিরিয়া,
খড়্গাঘাতে শিরশ্ছেদ করিব ধরিয়া "
অধোমুখে ভাবে নারী কি হইল দায়,
পিতা হৈয়া পাপকর্ম্ম করাইতে চায়.
একান্ত যাইতে হবে না দেখি উপায়,
বিমর্ষ হইয়া কন্যা নিজাগারে যায়.
পরিধান করে বালা বস্ত্র অনুপম,
বিবিধ জহর যুক্ত অতি মনোরম
যাহাতে রূপের ছটা বাকরে যুবতী;
অলঙ্কার ছাড়াই সে যেন কামরতী.
রজনী হইলে মন্ত্রি কন্যারে লইয়া,
আবদের গৃহদ্বারে আইল থুইয়া.
দাঁড়াইয়া দ্বারে নারী করে করাঘাত,
শব্দ শুনি দ্বারি দ্বার খুলে অকস্মাৎ.

পরে নিয়া যায় তারে যুবার সদনে,
আবদ তখন আছে মজলিসে শয়নে.
কন্যাকে দেখিবামাত্র উঠে দাঁড়াইল,
করে ধরি সমাদরে কাছে বসাইল.
জিজ্ঞাসা করিল কহ কি আশ বাসিয়া
মম গৃহে পদার্পণ করিলে আসিয়া.
বালিকা বলে " শুন বণিক কুমার,
সর্ব্বত্রে শ্রবণ করি প্রশংসা তোমার ;
সুজন ভাজন তুমি কহে সর্ব্বজনে
অতএব আসিয়াছি তব শরণে "
হঠাৎ ঘোমটা ধনী উঠাইল পরে
মেঘে হৈতে শশি যেন প্রকাশিল বরে.
যখন এরূপ তার আবদ হেরিল,
পরনারী প্রতি ঘৃণা কোথায় রহিল;
মোহিত হইয়া কহে " শুন বিধুমুখী;
কাঁহাকেও নাহি দেখি মমতুল্য সুখী
আজি কিবা সুপ্রভাত আপ্য ভাবি মনে,
পবিত্র হইল গৃহ তব পদার্পণে "
ধরিয়া নারীর কর যুবা তার পরে
সমাদরে নিয়া যায় ভোজনের ঘরে,
মৎস্য মাংস খাদ্যদ্রব্য কত তথা ছিল,
আসিয়া সুন্দরী সহ আহারে বসিল.
যুবতীকে দেখি পাছে কেহ টের পায়,
এই ভয়ে দাসগণে করিল বিদায়.
নিজে দিল খাদ্যবস্তু পরম কৌতুকে,
মণিময় পাত্রে সুরা রাখিল সম্মুখে.
যত দেখে তত তারে সুন্দরী দেখিল,
পলক নাফেলে যুবা চাহিয়া থাকিল.
প্রেমাভাবে যত ভাবে তাহার সহিত
উত্তরে রমণী করে ততই মোহিত;
ভোজনান্তে যুবতীর ধরি পদদ্বয়,
বিনয়ে আবদ তারে এইরূপ কয়.
" পূর্ব্বে বিধিয়াছিলে কেবল লোচনে,
এখন হৃদয় জয় করিলে বচনে.

অন্তরে যেমন শিখা প্রজ্বল হইল,
এঅনল চিরকাল দহিতে রহিল
অদ্যাবধি তব প্রাণ জানিবে আমার,
মনঃস্থির করিলাম তোমার সেবায়"
ইহা বলি পুষ্প দিল যুবতীর করে,
অমনি সিহরে ধনী পাছে যদি ধরে,
আতঙ্কে সোনার বর্ণ বিবর্ণ হইল
নয়নেতে বারিধারা বহিতে লাগিল.
বিস্ময় হইয়া যুবা জিজ্ঞাসে তখনি,
"এভাব ধরিলে কেন হে বিধু বদনি?
কিলাগি হইল তব বিরস বদন
সত্য কহ কেন তুমি করিছ রোদন;
দেখিয়া মলিন মুখ বিদরে হৃদয়,
তিলেকে হইল কেন এভাব উদয়?
কিবা জানি অপরাধ হৈয়াছে আমার,
একারণে চক্ষের জল পড়িল তোমার!
কিম্বা মোর কোন এক অযুক্ত বচনে
অভিমানে বহে বারি তোমার লোচনে?"
এতেক শুনিয়া কহে মন্ত্রির কুমারী,
"তোমাকে ছলনা আর ঢাকিতে না পারি
প্রবঞ্চনা লজ্জা শোক আর কুল ভয়
মনকে সকলে মিলে করেছে ক্ষয়.
বিশিষ্ট কুলেতে জন্ম জানিবে আমার
আসিয়াছি তব স্থানে আজ্ঞাতে পিতার;
পিতা জানে গুপ্ত ধন আছে তব ঘরে,
পাঠাইল মোরে তার সন্ধানের তরে.
বলিল কৌশলে ছলে যাহাতে পারিবে,
অবশ্য ভাণ্ডার দেখি ঘরেতে আসিবে;
কিন্তু যদি মায়ে শূন্য আসিবে ফিরিয়া,
নিশ্চয় কাটিব শির স্বহস্তে ধরিয়া.
অতএব আসিয়াছি না আসিলে নয়
পিতার কিরূপ জ্ঞান দেখ মহাশয়.
পূর্ব্বে এক রাজপুত্রে মন সমর্পণ
করিয়াছি, তার সঙ্গে হইবে মিলন.
যদিবা এরূপ কর্ম্ম না থাকিত আগে,
তথাপি এমন কর্ম্মে বড় ঘৃণা লাগে.
তবে মাত্র আসিয়াছি জীবনের দায়,
আসিতে এমন কর্ম্মে প্রাণ নাহি চায়"
শুনি যুবতীর বাণী বণিক নন্দন
তুষিয়া তাহারে কহে মধুর বচন.
"বলিলে বৃত্তান্ত মোরে বড়ই মঙ্গল,
এখন দুঃখের শিখা করহ শীতল.
থাকিবে সতীর ধর্ম্ম দেখিবে ভাণ্ডার,
নাযাবে পিতার হস্তে জীবন তোমার.
করিব তোমাকে আমি যোগ্য সমাদর,
নির্ভয়ে সুস্থিরা হও, নাহি আর ডর,
সত্য বটে হেরি তব রূপ মনোহর
চঞ্চল হইয়াছিল আমার অন্তর;
কিন্তু সে আশাতে আর নাহি প্রয়োজন
মনের মালিন্য তুমি ত্যজহ এখন,
স্বচ্ছন্দে পতিকে গিয়া করিবে দর্শন,
রাখিয়া [illegible] তার কারণ"
আবলের বাক্য শুনি মন্ত্রিসুতা কয়
"সত্য[illegible] তোমাকে [illegible] দয়াময়.
গুণের সাগর তুমি বণিক কুমার,
তব ব্যবহারে মন মোহিল আমার.
যত কাল না শোধিতে পারি এইধার,
তত কাল মনস্থির না হইবে আর"
আবল কাসম ইহা শ্রবণ করিয়া
শয়ন মন্দিরে গেল কন্যাকে লইয়া.
যুবতীর কাছে বসি থাকিল আবল,
একে একে নিদ্রা যায় কিঙ্কর সকল.
সমস্ত নিদ্রিত দেখি বণিক তনয়
নয়ন বাঁধিয়া কহে করিয়া বিনয়.
"বড় দুঃখ তব চক্ষু করিতে বন্ধন.
কি করি করিতে নারি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন.
ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাহি বরাঙ্গনা,
অতএব অপরাধ করিবে মার্জ্জনা."

রমনী অমনি বলে " শুন মহাশয়,
যাহা ইচ্ছা কর তুমি নাহি আর ভয়,
তোমার সরলাচারে করিয়া প্রত্যয়,
যথা বাঞ্ছা নিয়া যাও থাকিব নির্ভয়.
তবে মাত্র মনে এই করি শঙ্কাবোধ,
পাছে এগুণের ধার নাহি হয় শোধ "
আবল তাহার কর ধরিয়া তখন,
গোপনীয় সিড়ি দিয়া করিল গমন.
উদ্যান ত্যজিয়া, পরে প্রবেশি গহ্বরে,
নয়ন হইতে তার বস্ত্র দূর করে.
রাশি রাশি হিরা মুক্তা স্বর্ণ আর মণি,
বিচিত্র অদ্ভুত দ্রব্য হেরিল রমনী
হারুন্ হেরিয়া ধন যাতে মোহ যায়
বাল্‌কিসী মূর্চ্ছা যাবে কি সন্দেহ তায় ?
যাহা দেখে তাহা হৈতে যাইতে না চায়.
রাজারাণী দর্শনেতে আরো মূর্চ্ছা প্রায়.
স্বর্ণের শিখর ধর্নী পড়িল যখন,
যেরূপ হইল তাহা না যায় বর্ণন.
কপোতের ডিম্বাকার গজ মুক্তাহার
মহিষীর গলে ছিল দৃষ্টি হৈল তার,
অদ্ভুত ভাবিয়া নারী দাঁড়াইয়া থাকে,
আবল খুলিয়া সেই হার দিল তাকে,
কন্যারে কহিল " তব জনকের মন
হবে দৃষ্টে বিশ্বাসিবে দেখিয়াছ ধন.
আরো তব জনকের সন্তোষের তরে,
আভরণ রত্ন কিছু নিয়া যাও ঘরে. "
যুবতীকে এই কথা আবল বলিয়া
বাছিয়া জহর দিল আপনি তুলিয়া.
ইতো মধ্যে তার মনে হৈল এই ভয়
রজনী প্রভাত পাছে সেই খানে হয়,
অতএব রমনীর চক্ষু আচ্ছাদিয়া,
আনিল শয়নাগারে গুপ্ত সিড়ি দিয়া.
কহিতে লাগিল কথা বসিয়া সে ঘরে,
প্রকাশিল দিবাকর কিছুকাল পরে.

রমনী তখন উঠি বিস্ময় বদনে
বিদায় হইয়া যায় আপন ভবনে.
এখানে জনক তার ভাবিয়া অধৈর্য্য
কখন আসিবে কন্যা দেখিয়া ঐশ্বর্য্য.
মনে মনে এক বার এইরূপ বলে
ভুলাইতে পারে নাহি বুঝি কোন ছলে.
এইকালে আগমন হইল কন্যার,
গলদেশে ঝুলিতেছে গজমতি হার.
হিরা পান্না যুবতী পিতারে দিয়া দিল,
আনন্দিত হৈয়া পরে মন্ত্রি জিজ্ঞাসিল.
" কি করিয়া আসিয়াছ বল দেখি সার,
যে কার্য্যেতে গিয়াছিলে কি হইল তার? "
কন্যা বলে " দেখিয়াছি যুবার ভাণ্ডার,
কিন্তু নাহি দিতে পারি উপমা তাহার.
একত্র করিলে সব রাজাদের ধন,
এধনের তুল্য তবু হবেনা কখন.
আরো আবলের নীত উত্তম যেমন
ভুসনাতে ধন তার নাহক এমন "
এত বলি বাল্‌কিসী নিকটে পিতার
কহিতে লাগিল গুণ সমস্ত যুবার.
আহ্লাদে ভাষিল মন্ত্রি দেখিয়াছে ধন,
সদ্‌গুণ শুনিতে আর নাহি দিল মন.
ধনের নিমিত্তে যদি ব্যভিচার কায
দুহিতা করিত তবু না হইত লাজ.

হারুন রাজার স্বদেশে আগমন।

বশরাতে এইরূপ ঘটনা যখন,
হারুন ভূপতি দেশে আসিলা তখন.
পুরি প্রবেশিয়া ভূপ করি আড়ম্বর
উজিরের কারাবদ্ধ তখনি ঘুচান.
যেরূপ বিশ্বাস পাত্র ছিলেন জাফর
ততোধিক বিশ্বাস করিল নৃপবর.
ভ্রমণের বিবরণ সমস্ত কহিয়া,
জিজ্ঞাসে হারুন তারে সচিন্ত হইয়া.

“কিন্তু রে আব্দুর কত মিনতি তোমারে,
দিয়াছে অমূল্য ধন আবল আমারে.
খলিফের দাসে খাট হইয়া রহিব,
রাজা হৈয়া এত লজ্জা কিরূপে সহিব. ?
দুষ্প্রাপ্য অমূল্য দ্রব্য যে আছে ভাণ্ডারে,
কোথা নাহি পাবে তাহা দিলে ও তাহারে,
কি দিয়া তাহারে পুত্রি বাধিত করিব,
বল দেখি কিপ্রকারে দায়েতে তরিব ?”
শুনিয়া রাজার কথা মন্ত্রিবর কয়
“পরামর্শ বলি তবে শুন মহাশয়.
বশরার রাজা আছে কহতে তোমায়
এইরূপ লেখ তারে সনন্দ আমার.
আবলেকে বশরার রাজ্য করে দান,
ইহা হৈলে মহারাজ থাকে তব মান.
এইপত্র দিয়া দূত অবিলম্বে যায়,
আমিও সনন্দ নিয়া যাইব ত্বরায়”
শুনিয়া মন্ত্রির কথা হারুন রাজন
হৃষ্ট হৈয়া উজিরেকে কহিলা তখন.
“বলিয়াছ পরামর্শ যথার্থ উত্তম,
ইহাতে বাধিত হবে আবল কাসম.
বরঞ্চ হইবে দেখি আর এক কাম,
রাজা আর মন্ত্রি দোঁহে পাবে প্রতিফল.
এই দুই পাপিষ্ঠ যুবারে ধন লয়,
রাজপদে ইহাদের রাখা যুক্ত নয়”.
একথা বলিয়া পত্র তখনি লেখিয়া,
বশরায় পাঠাইলা দূতকে ডাকিয়া.
ভিতর মহলে রাজা গিয়া তার পরে,
বসিয়া কহিলা সব মহিষীর ঘরে,
রমণী বালক শিশু আর তরুবর
আনাইয়া মহিষীরে দিলা নরেশ্বর
মহিষী হইয়া তুষ্টা রমণীর রূপে,
ভাসে সুখে পরিতোষ আনন্দিলা কূপে.
পানপাত্র মাত্র রাজা রাখিয়া আপনি,
উজিরেকে আর সব দিলেন তখনি.

অপর রাজার মন্ত্রি করে আয়োজন
বশরা নগরে শীঘ্র করিতে গমন.

মন্ত্রি কর্তৃক আবলের কবর বন্ধন।

এই দিগে রাজদূত বশরায় গিয়া,
কথামত নৃপতিকে পত্র দিল দিয়া.
লিপি পাঠে সেই রাজা বিস্ময় হইল,
উজিরেকে ডাক দিয়া সমস্ত কহিল.
“দেখ মন্ত্রি কিপ্রকার অনুজ্ঞা রাজার,
পরামর্শ বল দেখি কি করি ইহার,
রাজ রাজেশ্বর হন হারুন ভূপতি,
মান্য কি অমান্য তাঁরে করিব সংপ্রতি ?
মন্ত্রি বলে “মহারাজ কিছু না ভাবিবে,
আবলের সর্বনাশ করিতে হইবে
না মারিয়া সংগোপনে রাখিব কেবল,
শব্দ হবে লোকালয়ে মরিল আবল.
ইহাতে রাজত্ব তব সুস্থির থাকিবে,
অধিকন্তু তার যথা সর্বস্ব পাইবে.
আনিয়া যখন হস্তে রাখিব তাহারে,
বাহির করিয়া ধন লইব প্রকারে.
রাজা বলে “যাহা বুঝ করিবে তখন,
সম্প্রতি কি নৃপতিকে লিখিব এখন ?”
মন্ত্রি কহে “মহারাজ ভয় নাই আর,
আমাকেই রাখিয়া দেও উত্তরের ভার
সকলেরে বুঝাইব যেই সব কলে,
রাজাকেও বুঝাইব সেইরূপ ছলে.
যে সনন্দ করিয়াছি শুন মহারাজ,
আগে তাহা সিদ্ধি করি পরে আর কায”
ইহা বলি রাজসভা নিয়া তার পরে,
চলিল আপনি ঘটা আবলের ঘরে,
মন্ত্রির মন্ত্রণা নাহি জানে সভাগণ.
আবলের ঘরে যেন করিল গমন,
সকাতর সবে যুবা দেখি মন্ত্রিবরে.
সকলেকে বসাইল যোগ্য সমা[illegible]

শিষ্টাচার কহে কত মন্ত্রি বিনয়বাকে,
হইবে যে সর্ব্বনাশ স্বপ্নে নাহি জানে.
ভোজন সময়ে সবে বসিয়া ভোজনে,
আরম্ভিল সুরাপান আহ্লাদিত মনে
যুবার নির্ম্মল মন আছে গোলমালে,
মন্ত্রির কুকর্ম্ম দেখ আনন্দের কালে.
আম্মানি কেমন চূর্ণ সঙ্গে তার ছিল,
আবলের মদ্যে তাহা মিশাইয়া দিল.
সেই যে অদ্ভুত চূর্ণ যেইজন খায়,
ইন্দ্রিয় অবশ হৈয়া পড়ে শবপ্রায়
আবল কাসম যেই সুরাকরে পান,
অমনি ভূমিতে পড়ে হারাইয়া জ্ঞান.
মূর্চ্ছাগত দেখি যত দাসগণ ছিল,
প্রতিকার হেতু সবে ত্বরিতে আইল.
কিন্তু দেখি মৃত্যু চিহ্ন তিলেক ভিতরে
শয়ন করায় তুলে পালঙ্ক উপরে.
গৃহে হাহাকার শব্দ তখনি পড়িল,
লোকেরা দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলি হইল.
কুমন্ত্রি কপট ছল ধরিল তখন,
অন্তরে হরিষ বাহ্যে কপট ক্রন্দন,
বসন ভূষণ ছিঁড়ি বাড়াইল শোক,
তাহার ক্রন্দনে আরো কান্দে দাসলোক,
তদন্তর দুরাচার আজ্ঞাদান করে.
সিন্দুক প্রস্তুত কর শব রাখিবারে,
এবং সঙ্গে যত ধন আবলের ছিল,
রাজার বাখরা সব শঠ কাড়ি নিল.
ইতোমধ্যে আবলের মৃত্যু সমাচার,
তাবত নগর মধ্যে হইল প্রচার.
শুনিয়া সকল লোক হাহাকার করে,
শিরমাথা থাবড়ায় ধায় তার ঘরে,
প্রবীণ, নবীন, বৃদ্ধ যুবতী সকলে
কান্দিয়া বিদীর্ণ করে গগন মণ্ডল.
পথে ঘাটে হাটে মাঠে সর্ব্বত্রে ক্রন্দন,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ কান্দে সর্ব্বজন,
কেহ কান্দে যেন তার সন্তান মরিল,
কেহ যেন ভ্রাতা কেহ পতি হারাইল.
দুর্ভাগা যতেক ছিল আর ভাগ্যবান
উভয়ে তাহার শোক পাইল সমান,
বন্ধু গেল বলি কান্দে জগৎবন্ধু মনে.
দীনদুঃখী শোক করে অন্নাভাব হবে.
ক্রন্দনের মহাগোল চৌদিকে হইল,
নগরে রোদন ছাড়া কেহ না রহিল.

এদিগে আবলে মন্ত্রি সিন্দুকে রাখিয়া,
গোরস্থানে নিয়া যাও কহিল ডাকিয়া.
মন্ত্রির পৈতৃক ছিল কবর যথায়
শবের সিন্দুক নিয়া রাখিল তথায়
বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রি নানা ছল জানে,
কান্দিতে লাগিল কত গিয়া সেই স্থানে
ক্ষণেকে হাঁটুতে মাথা ক্ষণে হাত গালে,
ক্ষণেকে আঘাত বুকে ক্ষণে বা কপালে
এইরূপে অস্তাচলে গেল দিনমণি,
নগরে সকলে যায় দেখিয়া রজনী.
উজির আপনি সেই কবরে থাকিল
দুই জন বন্ধুর সঙ্গেতে রাখিল,
যুবাকে সিন্দুক হৈতে করিয়া বাহির,
উষ্ণ জলে ধৌত করে তাহার শরীর.
তাহাতে বণিক পুত্র পাইয়া চেতন
কহ মন্ত্রি কোথা আছি বলিল তখন.
" আমি আনিয়াছি হেথা (কহে মন্ত্রাধম)
আজি তোরে দেখাইব আবল কাসম.
বল কোথা আছে ধন এত গর্ব্ব যাতে,
না কহিলে তোর প্রাণ যাবে মোর হাতে ".
শুনিয়া আবল বলে " ওহে মন্ত্রিবর
পাইয়াছ অবসরে যাহা ইচ্ছা কর.
কিবা মোরে বধ কর কিম্বা সংহার,
তথাপি না দেখাইব ধনের ভাণ্ডার.
একথা শুনিয়া মন্ত্রি বহ্নি হেন জ্বলে,
দড়া চাবুক আন দূতদিগে বলে.

সিংহচর্ম্ম বিনির্ম্মিত চাবুক লইয়া,
মারিতে লাগিল তারে নির্দ্দয় হইয়া.
আরো মারে২ তবু নাহি ছাড়ে
মূর্চ্ছাগত হৈল্লা যুবা ধরাতলে পড়ে.
অজ্ঞান দেখিয়া তবে মন্ত্রি দুরাচার,
আজ্ঞা দিল সিন্দুকে রাখিতে পুনর্ব্বার.
কবরের দ্বার বন্ধ করিয়া তখন,
নিজাগারে ভৃত্য সহ করিল গমন.
পরদিন রাজার হুজুরে মন্ত্রি গিয়া
প্রহারের বিবরণ কহে বিস্তারিয়া.
যেরূপ নির্দ্দয় পাত্র রাজা সেইমত,
শুনিয়া মন্ত্রির প্রতি তুষ্ট হৈল কত.
কহে "যুবা এ যন্ত্রণা কভু না সহিবে,
কোন্ খানে ধনাগার অবশ্য কহিবে.
কিন্তু সে রাজার দূত বলিয়া রহিল,
অদ্যাপি উত্তর কিছু স্থির না হইল.
বল দেখি ভূপতিকে কিবা লেখা যায়?
উপস্থিত মহা দায় দেখিনা উপায়"
মন্ত্রিবলে "মহারাজ নিশ্চিন্তে থাকুন,
এইরূপে এক লিপি রাজাকে লিখুন.
রাজস্ব পাইবে যুবা সম্বাদ জানিয়া,
করাইল নাচগান আহ্লাদে মাতিয়া.
অবিশ্রান্ত মদ্যপানে হইল মরণ.
এই লিখি রাজদূতে করহ প্রেরণ"
ইহা শুনি পত্র রাজা লিখিয়া ত্বরিত,
দূতকে বিদায় করে হৈয়া আনন্দিত,
পুনর্ব্বার আবুলকে প্রহার করিতে,
কবরে চলিল মন্ত্রি নগর হইতে,
মনেতে আহ্লাদ বড় হইল তাহার,
কোন মতে আজি তার দেখিব ভাণ্ডার.
কিন্তু সেই কবরের সন্নিকটে গিয়া,
দেখিল্লা কপাট খোলা উঠে
হতাশে কবরে গিয়া বসে হৈল ছ
সিন্দুক নিয়া দেখে যুবা নাহে

ভাবিয়া উড়িল প্রাণ তাহাতে মন্ত্রির,
অজ্ঞান পাগল যেন হইল অস্থির.
রাজার নিকট মন্ত্রি শীঘ্র গতি গিয়া,
এসব বৃত্তান্ত নৃপে কহে বিস্তারিয়া.
শুনিয়া রাজার হৈল মৃত্যু সম ত্রাস,
বলে "মন্ত্রি ঘটাইলে একি সর্ব্বনাশ
পলায়ন করিয়াছে বণিক তনয়,
কি উপায় আমাদের জীবন সংশয়.
বোগ্দাদ নগরে যুবা নিশ্চয় যাইবে,
মহারাজে বিবরণ সকল কহিবে"
ভাবিয়া অজ্ঞান মন্ত্রি স্থির নাহি পায়,
মুখে বলে হায় হায় হইল কি দায়.
হায় যদি কালি তারে করিতাম বধ,
তবে আজি হইত না এমন বিপদ.
মন্ত্রি কহে মহারাজ ভাবিয়া কি হবে,
চল দেখি অন্বেষণ করি গিয়া সবে.
ছাড়াইতে পারে নাহি এখনো নগর,
সৈন্য নিয়া দেখি গিয়া হইয়া সত্বর.
রাজার বিপদ কালে মন্ত্রি যাহা বলে,
একত্র করিয়া সেনা রাখে দুই দলে.
দুই দিগে দুই জন দুই দল নিয়া,
ছাইয়া ফেলিল গ্রাম সৈন্যগণ দিয়া.
এরূপ যখন তারা যুবার কারণ,
পাহাড় পর্ব্বত বন করে অন্বেষণ.
হেথায় জাফর মন্ত্রি রাজাকে কহিয়া,
চলিলেন বশরায় প্রফুল্ল হইয়া.
পথে গিয়া দেখা হৈল দূতের সহিতে,
প্রণাম করিয়া দূত লাগিল কহিতে.
দূত কহে মহাশয় করি নিবেদন,
বৃথা আর বশরায় করিবে গমন.
হইয়াছে পরলোক আবুল যুবার,
আত্ম চক্ষে দেখিয়াছি কবর তাহার.
মন্ত্রির মনেতে ছিল কতই আনন্দ,
যুবাকে দিবেন গিয়া রাজার সনন্দ,

কিন্তু এই কুমন্ত্রণার শুবণের পরে,
সজল নয়নে মন্ত্রি চলিলেন ঘরে.
দেশে আসি মন্ত্রিবর বিরস বদনে,
উপনীত হইলেন রাজার সদনে,
মুখ দেখি অমঙ্গল ভাবিয়া রাজন,
কহে শীঘ্র ফিরিয়াছ কিসের কারণ?
"মন্ত্রি কহে মহারাজ কি কহিব আর,
আনিয়াছি বড় এক মন্দ সমাচার,
যে আবল মহা দাতা দুঃখির শরণ,
হইয়াছে শুনিলাম তাহার মরণ"
একথা শুনিবা মাত্র চারুন রাজন
বোধ করে শিরে বজ্র হইল পতন,
অমনি ভূমিতে পড়ে হারাইয়া জ্ঞান
অভিভূত থাকে যেন দেহে নাহি প্রাণ,
সভাসদ আর মন্ত্রি যত কেহ ছিল
ভূবিতে আসিয়া সবে রাজাকে তুলিল.
অনেক বিলম্বে রাজা চেতন পাইয়া
লইল দূতের ঠাঁই লিখন চাইয়া
মনোযোগে পত্র পাঠ করিয়া ভূপতি
পুবেশিল কুঠরিতে উজীর সংহতি
পত্র দেখাইয়া রাজা মন্ত্রি প্রতি কয়,
ইহাতে আমার কিন্তু জন্মিল সংশয়.
বশরার রাজা বুঝি কুমন্ত্রিকে নিয়া
মারিয়াছে আবলেকে রাজত্ব না দিয়া.
মন্ত্রি কহে "মহারাজ সত্য লয় মনে,
যুক্ত হয় বান্ধিয়া আনিতে দুইজনে.
রাজা কহে "তাই মনে ভাবিয়াছি আমি,
দশহাজার সৈন্য নিয়া শীঘ্র যাও তুমি.
তোমাকে যুবার মৃত্যু ক হবে কান্দিয়া,
কিন্তু তাহা না শুনিয়া আনিবে বান্ধিয়া"
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা উজির জাফর
দশহাজার সেনা নিয়া চলিল সত্বর.
সৈন্যসহ যায় মন্ত্রি পুকোপ করিয়া,
অবশ্যই তাহাদিগে আনিবে ধরিয়া

আবলকাসমের কবর মোচন।

অপর বৃত্তান্ত শুন আবল যুবার,
যেরূপ কবর হৈতে পাইল উদ্ধার
মন্ত্রির পুহারে যুবা অজ্ঞান হইয়া
সিন্দুকেতে বহুক্ষণ রহিল পড়িয়া.
চেতন পাইতে বোধ হৈল যেন কেহ
নামাইল সিন্দুক হইতে তার দেহ.
আবল ভাবিল বুঝি আসিল উজির,
পুহার কারণ পুন করিল বাহির
এরূপ চিন্তিয়া কহে বণিক নন্দন,
"পুনর্বার আসিয়াছ ওরে দস্যুগণ.
একেবারে নষ্ট কর দয়া যদি থাকে,
এসব যন্ত্রণা বৃথা দিওনা আমাকে"
শুনিয়া তাহার কথা একজন কয়,
"করিবানা আমাদিগে কিছুমাত্র ভয়.
আমাদের বাঞ্ছা নহে তোমাকে মারিতে,
মিত্রভাবে আসিয়াছি উদ্ধার করিতে"
একথা শুনিয়া যুবা সাহস পাইয়া,
মুক্তকারি বন্ধুগণে দেখিল চাইয়া.
দেখে তাহাদের মধ্যে আছে সে রমণী
যাহারে সে দিনে ধন দেখায় আপনি.
নারীকে দেখিয়া কহে বণিক নন্দন,
তুমি কি সুন্দরি মোরে বাঁচালে এখন?
নারী বলে "আমি আর আঙ্গী যুবরাজ
আসিয়াছি করিতে তোমার এই কায.
শুনিয়া আমার মুখে রাজার কুমার,
আইলেন এ বিপদে করিতে উদ্ধার.
আঙ্গী বলে "সে কথা যথার্থ মহাশয়,
তোমার কারণ আমি মরিব নিশ্চয়.
সহস্র সহস্র দুঃখ বরঞ্চ সহিব,
তোমা হেন জনে তবু মরিতে না দিব,
একথা বলিয়া তবে তারা দুই জন,
পেয় দ্রব্য আনি তাঁরে করায় ভক্ষণ.

বিশেষ কেমন তাহে হইবে তাহার,
অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুবা করে নমস্কার
আহ্লাদিতে যথেষ্ট করিয়া সাধুবাদ,
জিজ্ঞাসিল কিপ্রকারে জানিলে সম্বাদ?
শুনিয়া যুবার কথা বাজকিলী কয়,
" রাজ মন্ত্রি পিতা মোর শুন মহাশয়,
বহু ধন পাইয়াছ তুমি অতি দানি,
তোমাকে বেঁধিবে ফেরে আমি তাহা জানি.
পুত্রের কহিল পিতা মরণ তোমার,
তাহাতে সংশয় বোধ হইল আমার.
আমি এক জনকের অনুচরে দিয়া,
জানিলাম তার কাছে ঘুস কিছু দিয়া.
কবরের চাবি ছিল তাহার জিম্মায়,
তার খুলিবারে তাহা দিলেক আমায়.
দিবাভাগে সমাচার তখনি আলীরে,
আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিলা অচিরে
পরে যাত্রা করি কোহে আসিয়া সংশয়,
আসিয়াছি সুলক্ষে মঙ্গল বিষয় "
আবদুল কাসম বলে একি চমৎকার,
নিজের পিতার কন্যা জন্মে এপ্রকার
আলী বলে " বিলম্ব নাকর মহাশয়,
শীঘ্র গতি পলায়ন যুক্তিসিদ্ধ হয়.
প্রভাত হইলে যদি আসিবে নগরে,
অবেষিবে তোমার খোজ করিবে শহরে.
জন ২ গৃহে দিয়া রাখিব তোমায়,
অন্বেষণ কেহ নাহি পাইবে তথায় "
ইহা বলি আবলেরে কুতৎ সাজাইয়া,
কবর হইতে তারা চলিল লইয়া
বাজকিলী বাজকিলী আসিয়া ভবনে,
কবরের চাবি দিল কুতকে গোপনে.
আলী আবলেকে নিয়া গৃহেতে রাখিল,
কেহ নাহি জানে যুবা তথায় থাকিল.
রাজা আর মন্ত্রি পরে নগর খুঁজিয়া,
দেশেতে আসিল ফিরে পাবে না বুঝিয়া.

পরে এক অশ্ব আলী করি আনয়ন,
যুবাকে কহিল তুমি কর আরোহণ.
কিছুমূল্য ধন দিয়া তাহার সহিতে.
বিনয় বচনে আলী লাগিল কহিতে,
" আর নাহি শত্রু তব করে অন্বেষণ
দেশে ফিরে আসিয়াছে নিয়া সেনাগণ
অতএব পরামর্শ বলি মহাশয়
পলায়ন কর তুমি যথা মনে লয় "
শুনিয়া আলীর কথা বণিক তনয়,
ধন্যবাদ করি তারে প্রণমিয়া কয়
" ধরণীতে যতকাল জীবন ধরিব,
প্রাণরক্ষা করিয়াছ স্মরণ করিব "
আলিঙ্গন দিয়া আলী কহিল যুবারে,
ঈশ্বর বিপদে রক্ষা করুন তোমারে
পরে যুবা অশ্বোপরি করি আরোহণ
বোগদাদ নগর লক্ষে করিল গমন,
বিশ্রাম না করে পথে চলে দিবা নিশি,
কয়দিন মধ্যে তথা উত্তরিল আসি
নগর প্রবেশ করি যায় হাট পানে,
সদাগর লোক সঙ্গে মিলে যেই খানে.
মনে করে দেখা হবে সেই সাধুসনে
যারে আমি বসরায় তুষিয়াছি ধনে.
বলিব তাহার কাছে এ দুঃখের কথা
তাহাতে সান্ত্বনা পাব যাবে মনো ব্যথা.
এই ভাবি সাধুপল্লী খুঁজিল সকল,
না দেখিয়া সদাগরে হইল বিকল.
ক্রমে অন্বেষণ করে তাবত্ নগর,
যারে দেখে তারে ভাবে হবে সদাগর,
ভ্রমিয়া সকল দেশ কাতর হইয়া
রাজপুরি সম্মুখেতে বসিল আসিয়া:
দৈবের ঘটনা কভু না যায় খণ্ডন,
যুবাদক্ষ শিশু ছিল গবাক্ষে তখন.
কন্দর্পে দেখিতেছে পূর্বে মাহিজানে,
হঠাৎকার দৃষ্টি হৈল আবলের পানে

তাহাকে দেখিয়া কত আনন্দ হইল,
তাড়াতাড়ি গিয়া ভূপে সম্বাদ কহিল
শুনিয়া ভূপতি বলে হবে তব ভ্রম,
মরিয়াছে বহু দিন আবল কাসম
হবে বুঝি তার মত হেরিয়া কাহারে,
ভুলিয়া বলিছ দৃষ্টী হইল তাহারে.
শিশু বলে শুন প্রভু ভ্রান্তি ইহা নয়,
আবলকাসম সেই জানিবে নিশ্চয়.
তথাপি সন্দিগ্ধ রাজা বিশ্বাস না যায়,
সত্য মিথ্যা ভৃত্য দিয়া দেখিতে পাঠায়
আবলও দেখিয়াছিল বালকে তখন,
গবাক্ষে থাকিয়া তারে দেখিল যখন
সম্ভাবনা ছিল পুন দেখিবে আসিয়া,
আসিবার প্রত্যাশায় ছিলেন বসিয়া
এমন সময়ে শিশু নিকটে আইল,
দেখামাত্র পরিচয় তখনি পাইল.
আপন প্রভুর পদে প্রণাম করিয়া,
ভূমিষ্ঠ রহিল দুই চরণ ধরিয়া.
আবল তুলিয়া তারে জিজ্ঞাসে তখন,
নৃপতির কাছে তুমি আছ কি এখন?.
একথা শুনিয়া শিশু করিল উত্তর,
"যথার্থ এখন আমি রাজার কিঙ্কর.
মহা পরাক্রান্ত যিনি হারুন রাজন
অতিথি তোমার গৃহে হইল যখন,
তখন আমায় তাঁরে করিলে অর্পণ,
অতএব শুন আমি তাঁহারি এখন.
আপনি চলুন প্রভু আমার সহিত,
দেখিয়া তোমাকে রাজা হবে পুলকিত"
আশ্চর্য্য হইয়া যুবা শিশুর কথায়
চলিল তাহার সঙ্গে নৃপতি যথায়
স্বর্ণ সিংহাসনে রাজা ছিলেন বসিয়া,
ভাসিলেন সুখার্ণবে আবলে হেরিয়া.
তখনি উঠিয়া রাজা নামি ভূমিতলে,
আলিঙ্গন করিলেন ধরিতার গলে,
অচৈতন্য কলেবর হৈল প্রেম ভরে,
ইন্দ্রিয় অবশ মুখে বাক্য নাহি সরে.
পরে কিছু ধৈর্য্য হৈয়া কহেন রাজন
"অতিথি তোমার দেখ তুলিয়া নয়ন.
আমি সেই সেই তুমি করিছিলে যাঁরে,
দিয়াছিলে হেন দ্রব্য রাজা নাহি পারে."
আবল আশ্চর্য্য অতি একথা শুনিয়া,
কহিল ভূপাল প্রতি নয়ন তুলিয়া.
"তোমার প্রতাপে প্রভু ক্ষিতি ভয় করে,
তুমি কিসে গিয়াছিলে এদাসের ঘরে?
একথা বলিয়া যুবা ভূমিষ্ঠ হইয়া
রহিল রাজার পদ মস্তকে লইয়া.
ভূমি হৈতে [illegible] তুলিয়া রাজন
[illegible] আসনে দিয়া বসাইয়া তখন.
যুবাকে জিজ্ঞাসে রাজা কোথায় আছিলে,
কেহ শুনি মৃত্যু হৈতে কেমনে বাঁচিলে?
আবল সকল কথা বিস্তারিয়া কয়,
যেরূপে মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ হয়.
[illegible] বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজন,
কহিলা "দুর্দশা এত আমার কারণ
তোমার আলয় হৈতে আসিয়া পুরীতে,
বশরা নগরে দূত পাঠাই ত্বরিতে.
নৃপতিকে লিখিলাম যেপত্র পড়িয়া,
তখনি তোমাকে রাজ্য দিবেক ছাড়িয়া;
দুরাচার না শুনিয়া সেকথা আমার,
জীবন বধিতে চেষ্টা করিল তোমার.
সত্য সে আবলফটা করিয়া প্রচার,
ধনের সন্ধান নিয়া করিল সংহার.
এক্ষনে রাখিয়া ছিল তোমায় বন্ধনে,
ভয় নাহি তার দর্প ভাঙ্গিব এক্ষণে.
গিয়াছে জাফরমন্ত্রী নিয়া সেনাগণ,
আনিবে তাহার দিগে করিয়া বন্ধন.
সেপর্য্যন্ত মোর পুরে কর তুমি বাস,
রাজার সমান সেবা করিবেক দাস."

অতঃপরে নৃপবর সত্বর হইয়া,
চলিলা কুসুম বনে যুবাকে লইয়া.
বহুবিধ পাদপের শোভা শোভন,
নানা জাতি মীন তাহে করিছে ভ্রমণ.
মনোজ্ঞ বাংশ কুঞ্জ আছে মধ্যখানে,
সুন্দর গাঁথনি তার অসীত পাষাণে,
তাহার উপর ছাত গোম্বুজ আকার,
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠে খিলান তাহার
ঝুকরে ঝুকরে আছে সুবর্ণের জাল,
তার মধ্যে নানাজাতি পক্ষি পালপাল.
তাহারা মৃদু২ স্বরে করে যেন গান,
বাগান গায়নে পূর্ণ হয় অনুমান.
তাহার নীচেতে অতি রম্য সরোবর,
যুবাকে লইয়া স্নান করে নৃপবর
অন্তর নৃপতির যত দাস গণ,
উত্তম বসনে অঙ্গ করিল মার্জন.
আবশেষে পরাইয়া অপূর্ব বসন,
পুরী প্রবেশিল রাজা করিতে ভোজন.
যেজে ছিল মাংস আদি নানা উপহার,
বসিলেন দুইজনে করিতে আহার
ভোজন হইলে পরে সুরা করি পান
আবলে লইয়া রাজা অন্তঃপুরে যান.
স্বর্ণ সিংহাসনে রাণী বসিয়া তখন,
সারিদিয়া দুইপাশে ছিল সখীগণ.
কাহার হস্তেতে বীণা কার সপ্তসরা,
কাহার মুখেতে বাঁশী হস্তেতে সেতারা.
আপনি উত্তম রূপে রাখি তার মান,
মনোহরা এক নারী করে এই গান—

গীত আড়া তেতালা

“ পিরিতি করিবে যদি ইহাই উচিত তার,
একেবারে করো যেন অন্ত নাহি পড়ে আর;
পুতিজ্ঞা করিলে জোর, প্রাণ যায় যাক যা'ক,
বিচ্ছেদে উপেক্ষা করি সেই প্রেম আমার.”

নৃপতিকে দিয়াছিল যুবা যে রমণী,
বাঁশীতে সে গীতমাত্র করিছে অমনি.
আর সবে বাদ্য যন্ত্র স্বহস্তে ধরিয়া,
শুনিছে মধুর গান আদর করিয়া.
হেনকালে দুইজন গেলা সেই স্থানে,
রাজারে দেখিয়া রাণী নামিল সম্মানে.
রাজা বলে “শুন প্রিয়ে সেই যুবা ইনি,
বশরায় সমাদর করিলেন যিনি.”
বণিক কুমার রাজরাণীরে হেরিয়া,
রহিলেন দণ্ডবত প্রণাম করিয়া.
কিন্তু যুবা মহিষীকে প্রণামে যখন,
অদ্ভুত চিৎকার শব্দ হইল তখন
সকলে মোহিত ছিল যে নারীর গানে,
সেনারী পড়িল ভূমে হেরি যুবা পানে.
অচৈতন্য শবাকার বাক্য নাহি সরে,
কি হৈল কি হৈল সবে হাহা কার করে.
এদিগে আবল যুবা প্রণাম করিয়া,
পতিতা নারীর পানে দেখিল ফিরিয়া.
রমনীর মুখচন্দ্র হেরিয়া অমনি,
জ্ঞানশূন্য হৈয়া যুবা পড়িল তখনি.
ঊর্দ্ধ ভাগে দুই চক্ষু হইল তাহার,
বদন পাংশাস বর্ণ শবের আকার.
অমনি কি হৈল বলি রাজা কোলে নিল
অনেক যতনে তার জ্ঞান উপজিল.
চৈতন্য হইয়া নৃপে কহিল আবল
“ শুনিয়াছ কেরো দেশে ঘটে যে সকল
এই সে রমনী প্রভু আমার প্রসঙ্গে,
পতিতা হইয়া ছিল সমুদ্র তরঙ্গে.
এই সে দার্দেনা মোর শুন মহাশয়,
দিবানিশি যার জন্যে শোক চিন্তা হয়.”
আশ্চর্য্য হইয়া রাজা কহেন তখন,
“ চমৎকার দেখিলাম দৈবের ঘটন.
কত শত ধন্যবাদ দেই বিধাতায়,
প্রাণাধিক দার্দেনীকে দিয়া পুনরায়.”

চেতন পাইয়া পরে মার্জেনী যুবতী,
আসিল রাজার পদে করিতে প্রণতি।
প্রণামিতে নাহি দিয়া জিজ্ঞাসিল ভূপ,
কহ শুনি বিবরণ বাঁচিলে কি রূপ?
মার্জেনী উত্তর করে "শুন মহীপাল,
জল হইতে ধীবর তুলিতেছিল জাল।
হেন কালে দৈবযোগে সমুদ্রে ভাসিয়া,
পড়িলাম সেই জালে আপনি আসিয়া।
ধীবর তুলিয়া জাল পাইতে আমায়,
কেমন আশ্চর্য্য হৈল কহা নাহি যায়।
শ্বাস মাত্র আছে মোর দেখিয়া ধীবর,
গৃহে আ[illegible] প্রাণে যত্ন করিল বিস্তর।
তাহার সাহায্যে আমি পাইয়া নিস্তার,
কহিলাম বিবরণ করিয়া বিস্তার।
কিন্তু সে শুনিয়া হৈল প্রকম্পিত ডরে,
নৃপতি জানিয়া কি বা সর্ব্বনাশ করে।
মরিবে আমার লাগি ভাবি এই ভয়,
দাসী বিক্রয়ির কাছে করিল বিক্রয়।
বোগ্দাদে আসিয়া মোরে সেই মহাজন,
বেচিল রাণীর স্থানে নিয়া কিছু ধন"।
যাবৎ যুবতী কথা কহিতে থাকিল,
মনোযোগে রাজা তারে দেখিতে লাগিল।
পরম লাবণ্যবতী হেরিয়া তাহারে,
কাহিনী হইলে শেষ কহিলা যুবারে।
"এরূপ সুন্দরী সদা জাগে তব মনে,
একথা আশ্চর্য্য নহে তুচ্ছ বোধ ধনে।
কিবা ইচ্ছা বিধাতার ধন্য বলি তাঁরে,
সময় দিলেন বাধ্য করিতে তোমারে।
রাণীকে ডাকিয়া রাজা কহিলা তখন,
"ছাড়িতে হইল প্রিয়ে সখীরে এখন।
অদ্যাবধি মার্জেনীর দাসীত্ব বারণ,
মনে না করিবে কিছু ইহার কারণ।"
মহিষী কহিলা "প্রভু সন্দেহ কি মনে,
বাঞ্ছা করি চিরসুখে থাকে দুই জনে।"

নৃপতি বলেন "তাহে হবে না কেবল,
করাইব ইহাদের বিবাহ সকল।
নৃত্য গীত মহোৎসবে তিন দিন যাবে,
মহানন্দে বিবাহেতে লোক জন থাবে।"
শুনিয়া রাজার কথা বণিক তনয়,
পদানত হৈয়া বলে "শুন মহাশয়,
পদেতে যেমন তুমি নরের প্রধান,
সৌজন্যে তোমাকে দেখি তাহার সমান।
অতএব ভাণ্ডারের যোগ্যপাত্র তুমি,
সে ধন তোমাকে দিতে বাঞ্ছা করি আমি।"
রাজা বলে "না হইবে কখন এমন,
লইব তোমার ধন কিসের কারণ?
স্বচ্ছন্দে কাটাও কাল সুখী হও ধনে,
বাঞ্ছা করি দীর্ঘ কাল থাক দুই জনে।"
নায়িকা নায়কে রাজমহিষী তখন,
কহিলেন বল শুনি বৃত্তান্ত কেমন।
অনন্তরে দুই জনে কহিতে থাকিল,
রাণীর লেখক গল্প লিখিয়া রাখিল।
তারপর নৃপবর হরিষ অন্তরে,
বিবাহের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা করে।
বিবাহ দিলেন ঘটা করি অতিশয়,
কোলাহল পড়িল এবং দেশময়।
অনিবার তিন দিন হয় নৃত্য গীত,
চতুর্থ দিবসে আসি মন্ত্রী উপস্থিত
আনিল আবলফটা মন্ত্রিরে ধরিয়া,
হস্তপদ শৃঙ্খলেতে বন্ধন করিয়া।
রাজাকে যে জালে নাই করি এপ্রকার,
আবল অভাবে ভয়ে মৃত্যু হৈল তার।
সমাচার শুনি ভূপ করি আজ্ঞাদানে
পুরীর সম্মুখে মঞ্চ করিল নির্ম্মাণ।
আবলফটার তবে তাহার উপরে,
কহওয়াল দাড়াইল অসি নিয়া করে।
দেখিতে আইল দেশে ছিল যত লোক,
আনন্দে উল্লাস করে না ভাবিয়া শোক।

কতওয়াল রাজমুখ করে দরশন,
মন্ত্রিরে কাটিতে আজ্ঞা দেন ততক্ষণ.
হেনকালে নৃপতিকে বণিক তনয়
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়.
"যদিও আবলফটা দুরাচার হয়,
তথাপি ইহার প্রাণ রাখ মহাশয়.
তোমার করুণাদৃষ্টি আমাতে দেখিয়া,
পাইবে কতই দুঃখ জীবনে থাকিয়া.
মোর সুখ দেখি দুঃখে জ্বলিয়া মরিবে,
ইহার অধিক আর শাস্তি কি করিবে?"
শুনিয়া আশ্চর্য্য রাজা কহিলা যুবারে,
জানিলাম তব দয়া যথার্থ এবারে.
বশরার রাজ্য দান করিব তোমাকে,
যথার্থ শাসনে তুমি রাখিবে প্রজাকে"
যুবা কহে "মহারাজ রাজ্যে নাহি কায,
প্রাণ রক্ষা করিয়াছে আলী যুবরাজ.
আর যে উদ্ধার করে বাস্‌কিসী নারী,
ইহাদিকে রাজ্য দেন এই ভিক্ষা করি"
নৃপতি ভাবিল আলী বাঁচায় যুবারে,
রাজ্যদান পুরস্কার উচিত তাহারে.
আলীকে রাজত্ব আর উজীরের প্রাণ,
আবলের বাঞ্ছামতে দিল দুই দান.
কিন্তু মন্ত্রী দুরাচার ছাড়া নহে তারে,
রাখিল জীবনাবধি বদ্ধ কারাগারে
আবলের বাক্যে মন্ত্রী পাইল জীবন,
একথা শহরে রাষ্ট্র হইল তখন,
শুনিয়া প্রশংসা করে যত প্রজা গণ,
আবলের ধন্যবাদ হইল ঘোষণ.
কিছুকাল বাস করি রাজার ভবনে,
আবলের বাঞ্ছা হৈল স্বদেশ গমনে.
নৃপতির কাছে গেল দার্দেনী সহিতে
বশরায় গমনের বিদায় লইতে.
অশ্ব গজ সৈন্য বহু দিলেন ভূপতি,
চলিল পরম রঙ্গে যুবক যুবতী.
বশরায় উত্তরিয়া বণিক নন্দন,
লাগিল সুখেতে কাল করিতে যাপন.

সেথা আবলের গল্প সমাপ্ত হইল,
ধাত্রীরে সকল সখী প্রশংসা করিল.
কেহ বলে আবল কাসেমে বলি ধন্য,
ঐশ্বর্য্য যেরূপ তার তেমনি সৌজন্য,
হারুনের ধন্যবাদ কোন সখী কহে,
প্রশংসার পাত্র রাজা দানে কম নহে.
আর সখী বলে যুবা যথার্থ প্রেমিক
এক ভাবে দার্দেনীকে ভাবিত ক্রমিক,
ইহা শুনি রাজকন্যা কহে ততক্ষণ,
"কেমনে যুবার যশ কহ সখীগণ?
দার্দেনীকে পাসরিয়া বাস্‌কিসী যার
মনেতে লাগিয়াছিল প্রশংসা কি তার?
চাহি যে পুরুষ হবে প্রেমিক এমন,
নায়িকা মরিলে তবু না টলে কখন,
নিরন্তর এক ভাবে ভাবিবে তাহারে,
ভ্রান্তে কভু ইচ্ছা নাহি করিবে কাহারে
কিন্তু বোধ নাহি হয় আছে হেনজন,
এত ক্লেশ লইয়া রাখিবে নিষ্ঠ মন"
ধাত্রী বলে "ক্ষমা কর অগো ঠাকুরাণি,
বিশ্বস্ত পুরুষ বহু বহু আমি জানি.
অটল সরল মন এপ্রকার রাখে,
সকল সময়ে তার সমভাব থাকে.
শুন আরো বলি তবে প্রমাণ ইহার,
শুনিয়া বিশ্বাস হবে পুরুষে তোমার"

রাজা রজবনশাহ ও চেরেস্থানী রাজকন্যার ইতিহাস।

চীনরাজ্য অধিপতি, রজবনশাহ খ্যাতি,
একদিন গিয়া মৃগয়ায়,
দেখে মৃগী মনোহর, স্বর্ণবর্ণ কলেবর,
নীল পীত চিহ্ন শোভে তায়,

কনক নূপুর পায়, অপরূপ শোভাপায়,
মণিময় বাস পৃষ্ঠোপরে,
হেরিয়া হরিণী রূপ, হয়ে আরোহিত ভূপ,
ধাইলেন সমীরণ ভরে.
প্রাণভয়ে মৃগী তায়, পলাইয়া বেগে ধায়,
অবিলম্বে অদৃষ্টা হইল.
নৈরাশ হইয়া রায়, কহিলেন আপনায়,
হায় মোর কিখেদ রহিল,
মৃগী না হেরিব আর, ক্লেশ মাত্র হৈল সার,
আকুঞ্চন সকলি বৃথায়,
মনেতে বিষাদ কত, ভাবে রাজা অবিরত,
মৃগী দেখে পুনশ্চ তথায়.
শ্রম শান্তি করিবারে, ক্ষুদ্র এক নদীধারে,
কুরঙ্গিনী করিয়া শয়ন.
তারে হেরি পুনরায়, আহ্লাদে ভাষিলা রায়,
দুঃখে সুখী হইল নয়ন,
নৃপে দেখি দূরভাগে, ভয়ে কুরঙ্গিনী ভাগে,
লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া জলে,
অশ্ব ত্যজি নৃপবর, তটে গিয়া শীঘ্রতর,
জলে নামি খুজে কুতূহলে.
কিন্তু মৃগী অদর্শনে, চমকিত হৈয়া মনে,
বলে এ সামান্যা মৃগী নহে,
হবে কোন বিদ্যাধরী, হরিণীর রূপ ধরি,
শিকারি ছলিতে বনে রহে
ভূপতি বিস্ময় যত, সঙ্গিগণ সেইমত,
সবে ভাবে হবে বিদ্যাধরী,
নৃপতি তাপিত মনে, শ্বাস ছাড়ে ক্ষণেক্ষণে,
জল পানে চক্ষু স্থির করি.
মন্ত্রিকে বলেন " শুন, হরিণী হেরিতে পুন,
অদ্য হেথা রজনী থাকিব,
লইতেছে মনে এই, থাকিলে এখানে, সেই
কুরঙ্গিনী অবশ্য দেখিব."
হেন স্থির করি মনে, আজ্ঞা দিল সঙ্গিগণে,
গৃহে পুন করিতে গমন,

মন্ত্রি মাত্র সঙ্গেকরি, বসি তথা তৃণোপরি
হরিণীর কথোপকথন.
রবি যায় অস্তাচলে, নরপতি ঘুমে টলে,
মন্ত্রিবরে কহিলা তখন,
" নিদ্রায় নয়ন ভারি, আর না বসিতে পারি,
বাঞ্ছা করি করিতে শয়ন.
উজীর জাগিয়া থাক, জল পানে দৃষ্টি রাখ,
যাহা দেখ বলিবে আমায়."
এত বলি নৃপবর, নিদ্রা যায় ঘোরতর,
পরে পাত্র মোহিল নিদ্রায়.
আচম্বিত বাদ্য শুনি, মন্ত্রী আর নৃপমণি,
নিদ্রাভঙ্গে উভয়ে উঠিল,
চক্ষু মেলি দেখে পাছে, মনোহর পুরী কাছে,
দৈবে যেন তখনি ঘটিল.
মৃদুস্বরে রাজা কয়, " একি দেখি আলোময়,
কেন বা শুনিতে পাই গীত,
এই যে ভবন রম্য, নাহি হয় বোধ গম্য,
বল দেখি আছ কি বিদিত ?
মেজিন উজীর কয়, " কিবা দিব পরিচয়,
না বুঝি এ সামান্য ঘটনা,
হবে কোন মায়াধর, মজাইতে নৃপবর,
মায়াজাল করিল রচনা."
রাজা কহে মন্ত্রিবরে, " যাহা হয় হবে পরে,
যুক্তিসিদ্ধ নাহয় ফিরিতে ;
চল পুরী প্রবেশিয়া, কি আছে দেখিব গিয়া
বুঝিব কে পারে কি করিতে.
ভাবি মন্দ প্রকাশিয়া, মিথ্যাভয় দেখাইয়া,
শঙ্কোচিত করিও না তায়,
কদাপি না ভীত হব, মানিব না মানা তব,
যোরতাহে যদি প্রাণযায়."
রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি, উজীর প্রমাদ গণি,
বিষাদিত হইলা অন্তরে,
কোন কথা নাহি বলে, রাজার সঙ্গেতে চলে,
পুরিদ্বারে উভয় উত্তরে,

খোলিয়া কপাট মুক্ত, হইয়া নির্ভয় যুক্ত,
পুবেশিল দালানের মাঝে,
গন্ধবাতি জ্বলে কত, আসবাব নানামত,
তাহে ঘর অপরূপ সাজে.
ভবনে বিবিধ গন্ধ, বায়ু বহে মন্দ মন্দ,
আঘ্রাণেতে উত্তরে শিতরে,
কিন্তু তথা লোকনাই, আশ্চর্য্য ভাবিয়া তাই,
উপস্থিত কুঠরি ভিতরে.
দেখে এক মনোহরী, স্বর্ণ সিংহাসনোপরি,
অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত,
হিরামতি চুণিতায়, নানা মণি শোভাপায়,
অভরণ জালেতে খচিত.
পঞ্চাশত সহচরী, নানা বাদ্য যন্ত্র ধরি,
দাঁড়াইয়া কন্যার সম্মুখে,
মুক্তায় চিত্রিত করা, গোলাপি বসন পরা,
গানকরে পরম কৌতুকে.
এহেন বাদ্যের ধ্বনি, শুনে নাহি নৃপমণি,
তথাপিও মোহিত না হন,
একান্ত কেবলভাবে, কিরূপে কন্যাকে পাবে,
তাহাতেই সমুদায় মন.
রাজাকে দেখিয়া ঘরে, গানভঙ্গ দিলেপরে,
নৃপবর প্রণমিয়া তথা,
কন্যার সম্মুখে গিয়া, প্রেমবাক্যে সম্বোধিয়া,
কহিতে লাগিলা এই কথা,
“ শুন বলি শশিমুখি, তোমাতে জগত সুখী,
তুমি প্রাণ হারিণী সবার,
হেরিয়া তোমার আঁখি, চীনঅধিপতি পাখি
বদ্ধ প্রেম পিঞ্জরে তোমার
কেগুমি কামিনীহেন, সাক্ষাৎ চপলা যেন,
রূপে কর ত্রিভুবন জয়,
শুনিব তোমার নাম, কোথায় নিবাস ধাম.
কহ মোরে তব পরিচয়.”
সহাস্য বদনে ধনী, কহে “ শুন নৃপমণি
কাননে সতত করি কেলি,
হরিণী ভাবিবা মোরে, কিন্তু শুন নিজ জোরে
মৃগরাজে সদা ফাঁদে ফেলি.
ধরিতে যে হরিণীরে, গিয়াছিলে নদী তীরে,
পরে জলে অন্তর্দ্ধান হয়,
সেই সে হরিণী আমি, শুন ওহে নরস্বামি,
কহিলাম সত্য পরিচয়.”
রাজা বলে ” হেসুন্দরি, কেমনে বিশ্বাস করি
একহে সামান্য তব মায়া.
শুনি প্রেমে ভর লাগে, দেখিয়া এখন আগে,
বুঝি এসকল মিছা ছায়া.’
নারী কহে “ ওহেভূপ, এইস্বাভাবিক রূপ,
যাহা তুমি দেখিছ এখন.
কিন্তু হেন শক্তি ধরি, যেই রূপ ইচ্ছা করি,
অচিরায় করিতে ধারণ.
শুন হে বিশেষ তত্ত্ব, এই শক্তি দেব দত্ত
পাইয়াছি জনম সময়,
ইহার বিশেষ কথা, আর কি কহিব হেথা.
ইচ্ছায় মানস পূর্ণ হয়.”
ইহা বলি বিদ্যাধরী, সিংহাসন পরিহরি,
করে কর ধরিয়া রাজার,
নিয়া যায় অন্য ঘরে, সেইস্থা.ন শোভাকরে
নানাজাতি অপূর্ব্ব আহার.
রাজা আর মন্ত্রিবরে, বসাইয়া সেই ঘরে,
মধ্যস্থানে আপনি বসিল,
উজীর পাইয়া ভয়, মনে মনে এই কয়,
নাজানি কি বিপদ আসিল.
কিন্তু চীন অধিপতি, হইয়া মোহিত অতি,
দেখে তারে নয়ন ভরিয়া,
পাইয়া অমূল্য রত্ন, স্থাপিতে কতই যত্ন,
করে অতি বিনয় করিয়া
কন্যা বলে মহাশয়, “ খাইতে উচিত হয়,
হইয়াছে ভোজনের সাধ,
আমরা অপ্সরী নারী, গন্ধেতে আহার করি,
মুখে নাহি ভোজনের কায.”

পরে রাজা মন্ত্রি সঙ্গে, বসিয়া পরম রঙ্গে,
জাগিলেন করিতে আহার,
আসি দুই সহচরী, মণিময় পাত্র করি,
সুরা দেয় ঢালিয়া দোঁহার.
কন্যার কারণ পরে, সুরা আনয়ন করে,
ঘ্রাণ তার লইল রমণী,
ভক্ষণের গুণ যাহা, ঘ্রাণেতে হইল তাহা,
হৃদয়েতে বর্দ্ধিল তখনি.
চঞ্চল হইয়া ভূপ, রমণীরে নানা রূপ,
প্রেমবাক্য কহিতে লাগিল,
সুন্দরী শ্রবণ করি, রাজকর করে ধরি,
তুষ্ট হৈয়া পশ্চাতে কহিল.
“ শুন ওহে নৃপবর, যদিও আপনি নর
নীচ বট জাত্যংশে আমার,
হইলে কি হয় তায়, ঘটিয়াছে মহা দায়,
পড়িয়াছি পিরিতে তোমার.
করিয়াছ ভাগ্য জয়, বলি যদি পরিচয়,
বড়ভাগ্য মানিবে এবার,
অতএব শুন কহি, সামান্যা রমণী নহি,
পাইয়াছ বড়ই শিকার,
আছে দ্বীপ চেরেস্থান, দৈত্যদের বাসস্থান,
সাগরের মধ্যস্থ বিস্তার,
তথা ভূপ মেমটার, কন্যা মাত্র আমি তাঁর,
চেরেস্থানী উপাধি আমার.
হইয়াছে তিন মাস, দেখিতে নরের বাস,
ছাড়িয়াছি পিতার ভবন,
দেশ দেশান্তরে ফিরি, অরণ্য অর্ণব গিরি,
সবস্থানে করিয়া গমন.
হইল মানস পূর্ণ, গগণে উঠিয়া তূর্ণ,
যাইতেছি পিতার আলয়ে,
হেনকালে মহারাজ, করিয়া সমর সাজ,
ভ্রমিতেছ মৃগীর আশয়ে
হেরি রূপ চমৎকার, যাইতে না পারি আর,
একেবারে মন উচাটন,
আনু আনু হৈল বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
হব প্রেমে পতিয়া তখন.
মনে কহি একি লজ্জা, মানবে করিয়া সজ্জা,
আমারে করিল এত খর্ব্ব ?
শেষেকি আমায় তবে, মনুষ্য ভজিতে হবে
তার কাছে যাবে সব গর্ব্ব ?
জানিয়া চঞ্চল মতি, হইয়া লজ্জিতা অতি,
ইচ্ছা করি করি পলায়ন,
কিন্তু পদ নাহি চলে, যেন কোন জাদুবলে,
রাখে মোরে করিয়া বন্ধন
কি করি তখন আর, সাধ্য নাহি পলাবার,
মানবেতে পিরিতি করিয়া,
মনে ভাবি তব মন, কিসে করি আকর্ষণ,
ভুলাইব কিরূপ ধরিয়া
অতএব মৃগীসাজ, করিয়া হে মহারাজ,
চলিলাম তোমার সাক্ষাতে,
আমাকে দেখিয়া অতি, হৈলে তুমি হৃষ্টমতি,
ধরিবারে চলিলে পশ্চাতে
সৌভাগ্য ভাবিয়া মনে, আগেভাগে প্রাণপণে,
পরে নীরে হই অদর্শন,
নামিয়া যখন জলে, অন্বেষিলে কুতূহলে,
ভাবি মনে সুখের লক্ষণ
হইল দ্বিগুণ সুখ, ঘুচিল মনের দুঃখ,
এই কথা শুনিলাম কাণে,
যখন কহিলে তুমি, ‘ হরিণী হেরিতে আমি,
অদ্য নিশি থাকিব এখানে ’
তুমি আর মন্ত্রিবরে, নিদ্রাগত দেখি পরে,
হইলাম আহ্লাদে পূর্ণিত,
তখনি সত্বর মনে, আজ্ঞা দিয়া দৈত্যগণে,
করিলাম এপুরী নির্ম্মিত ”
চেরেস্থানী এইরূপে, ইতিহাস কহে ভূপে,
হেনকালে আচম্বিতে ঘরে,
দেখে এক দৈত্যসুতা, হৈয়া অতি খেদযুতা,
প্রবেশিল মহাবেগ ভরে।

তাহার স্লান মুখ দেখি, চেরেস্থানী অনুমানে,
    বুঝিল যে অমঙ্গল বার্ত্তা,
শিরে করে করাঘাত, নেত্রে হয় বারিপাত,
    শোকেতে হইল অতি আর্ত্তা,
ইহা দেখি চীনেশ্বর, হইলেন কি কাতর,
    তাঁর দুঃখ বলিবার নহে,
জিজ্ঞাসিতে যায় কথা, হেনকালে নারী তথা,
    কন্যার সম্মুখে আসি কহে,
"মানব হইতে দৈত্য, দীর্ঘজীবী হয় সত্য,
    তবু দাস কৃতান্তের নামে,
তোমার জনক ভূপ, ত্যজিয়া অনিত্য রূপ
    গিয়াছেন সেই নিত্য ধামে.
মিলি সব প্রজাগণ, করিয়াছে এই পণ,
    বসাইবে তোমাকে আসনে,
অতএব গুণবতি, চল তুমি শীঘ্রগতি.
    রাখ গিয়া প্রজাকে শাসনে.
জনক আমার যিনি, প্রধান উজীর তিনি,
    পাঠাইলা লইতে তোমাকে,
বশীভূত প্রজাগণে, দেখিতেছে পথ পানে,
    পাঠাইয়া এখানে আমাকে"
শুনি রাজকন্যা কয়, যাব আমি নিজালয়,
    বলিতে না হইবেক আর
তুমি আর মন্ত্রিবর, যথার্থ আত্মীয় মোর,
    উভয়েকে দিব পুরস্কার,
নৃপকরে কর আনি, কহে পরে চেরেস্থানী.
    এইক্ষণে ছাড়িব তোমাকে.
যদ্যপি কৃতজ্ঞ হও. মমপ্রেমে বন্দী রও.
    কোন দিন পাইবে আমাকে"

আশা দিয়া রাজকন্যা করিল গমন,
তেজ বিনা দীপ্তিহীন হইল ভবন.
অন্ধকারে মন্ত্রি সঙ্গে থাকে নৃপবর,
প্রভাতে চমক লাগে দেখি প্রভাকর.
পুরীতে বসিয়া আছি স্থির ছিল মনে
কিন্তু দেখে বন মধ্যে বসি দুই জনে.
নরপতি মেজিনেরে কহেন তখন
"বুঝি মন্ত্রি এসকল হইবে সপন".
মন্ত্রী কহে "মহারাজ নিবেদন করি
বোধ হয় স্বপ্ন নহে মায়াময় পুরী.
কুহকিনী হবে সেই দেখিয়াছি যারে,
কতই কুহক জানে সব কর্ম্ম পারে.
অপ্সরার রূপ ধরি আসি এই বনে
তোমাকে করিতে বশ বাঞ্ছা ছিল মনে।
দেখিলে যতেক সখী গান বাদ্য করে,
সেই সব দৈত্যগণ নারী বেশ ধরে"
এরূপে প্রবোধ বাক্য মন্ত্রী যত কয়
প্রেমে মত্ত মহারাজ না করে প্রত্যয়.
ভুলিতে না পারে সেই রমনীর রূপ
হেন স্থির করি গৃহে আসিলেন ভূপ.
যে ভাব জাগিছে হৃদে তাহার অভাবে
সে ভাবে অভাব নাহি হইবে স্বভাবে.
প্রত্যহ বুঝায় মন্ত্রী বিবিধ বচনে,
তথাপি প্রবোধ বোধ নাহয় শ্রবণে.
যদিও কন্যার বার্ত্তা শুনিতে না পায়
তথাপি তাহার ভাব ছাড়িতে না চায়.
সুখালাপ রঙ্গ রস সকল ত্যাগিল
মৃগয়ার ছলে রাজা ভ্রমিতে লাগিল.
যেই খানে সেই মৃগী দেখিয়াছে আগে,
সেই খানে পাবে তারে এই ভাব জাগে.
এরূপে দ্বাদশ মাস হইল অতীত,
বৃথা প্রেম উপদেবে ভাবিল নিশ্চিত.
অতঃপরে নরপতি পাইলেন ভয়,
বুঝিয়া মায়ার কর্ম্ম ভাবিল বিস্ময়.
প্রতিজ্ঞা করেন পরে করিব ভ্রমণ,
বহু বিধ দ্রব্য হেরি স্নিগ্ধ হবে মন..
যে দাগেতে দাগি মন হৈয়াছে এখন
ভ্রমণেতে ক্রমে তার হইবে শোধন.

এরূপ চিন্তিয়া রাজা মন্ত্রিরে ডাকিয়া
শাসন করিতে রাজ্য দিলেন সঁপিয়া.
আরোহণ করিলেন মনোহর ঘোড়া,
তাহার লাগাম জিন জহরেতে মোড়া
রাজবস্ত্র অলঙ্কার নিলেন যতেক,
মণি চুনি হিরা মতি তাহাতে অনেক.
কক্ষদেশে লম্বমান খড়্গ দীর্ঘাকার
হিরকে মণ্ডিত কোষ মণিময় তার.
এই মত বাস ভূষা পরিয়া রাজন,
অশ্বে চড়ি নিশি যোগে করিলা গমন.
একাকী যাইতে মন্ত্রী কত বাধা দিল,
কিন্তু রাজা তার বাক্য কর্ণে না শুনিল,
যাইতে টিবেট দেশে নরপতি ধান
ক্রমেতে কতক পথ এড়াইয়া যান.
পাওয়া যাবে রাজধানী দুই দিন পরে
এই খানে থাকিলেন বিশ্রামের তরে.
নিকটে হেরিলা এক পরম রূপসী
মেঘাচ্ছন্ন শশি যেন বৃক্ষ তলে বসি.
শিরে কর দিয়া ভাসে নয়নের নীরে
মুখচন্দ্র ঢাকিয়াছে বিষাদ তিমিরে.
অষ্টাদশ বর্ষা হবে যৌবন প্রথম
অনুমান ঘটিয়াছে বিপদ বিষম.
পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন মলিন সকল
স্বাভাবিক রূপে তবু করিছে উজ্জ্বল
হেরিয়া কন্যার ভাব ভাবিছে ভূপতি
নাহবে সামান্যা এই পরম যুবতী.
নিকটে যাইয়া তারে জিজ্ঞাসেন ভূপ
"কে তুমি সুন্দরি কেন হেথা এই রূপ"?
উত্তর করিল নারী "শুন মহাশয়
রাজকন্যা রাজভার্য্যা মোর পরিচয়.
পড়িয়াছি দুঃখে কিন্তু বিধির বিপাকে
স্থূলকথা কহিলাম সংক্ষেপে তোমাকে."
শুনিয়া তাহার বাক্য রাজা মনে ভাবে
জানাভাব বুঝি তার দুঃখের প্রভাবে.

এই রূপ নৃপবর বিচারিয়া মনে,
যুবতীরে কহিলেন বিনয় বচনে.
"যে ভাব তোমার দেখিবিপরীত অতি
অনুতাপে হইয়াছ উদাসীন মতি.
রোদন ছাড়িয়া তুমি ধৈর্যরূপ ধর
জ্ঞানজলে দুঃখানল নির্বাপন কর."
শুনিয়া প্রবোধ কথা রাজকন্যা কহে
"আপনি যে কহিলেন অযথার্থ নহে.
কিন্তু হেন জ্ঞান নাহি করিবে তখন
দুঃখের কাহিনী মোর শুনিবে যখন.
অধীনীর প্রতি যদি হইলে সদয়,
বলি শুন যাহে দুঃখ হৈয়াছে উদয়."

টিবেট রাজা ও রাণীর ইতিহাস।

নামেতে নৈমান জাতি বড়ই প্রচণ্ড,
তাহাদের রাজা অতি প্রতাপে দোর্দণ্ড
একা মাত্র আমি হই তাঁহার দুহিতা,
এই হেতু বড় ভাল বাসিতেন পিতা.
মহানন্দে রাজ্য ভোগ করিয়া রাজন,
বিধির নির্বন্ধ মতে ছাড়িলা জীবন.
রাজার পঞ্চত্ব হৈলে যত প্রজাগণ,
সকলে মিলিয়া মোরে দিল সিংহাসন
অবোধ বালিকা আমি ছিলাম তখন
চারি বর্ষ বয়ঃক্রম কি জানি শাসন.
আলী নামে ছিল তার উজীর পণ্ডিত,
(যাহার বিবাহ মোর ধাত্রীর সহিত.)
শিশুকালে রাজ কার্য্য হইল তাঁহার
অধিকন্তু শিক্ষা ভার লইল আমার.
উপদেশ দিলা মন্ত্রী বিবিধ প্রকারে
রাজনীতি ধর্ম্মকর্ম্ম জানিতে আমারে.
কিছু নাহি বুঝা যায় অদৃষ্টের লেখা
এক ভাজে আর গড়ে এই মাত্র দেখা.
রাজকার্য্য চালাইতে পারিব যখন
দুরদৃষ্ট প্রতিবাদী হইল তখন.

শুনিয়াছি পূর্ব্বে ছিল পিতার কনিষ্ঠ
মওয়াফেক নামে বীর মহান বলিষ্ঠ.
পরস্পর এই কথা বলিত সকলে,
তাঁহাকে মারিয়াছিল যুদ্ধেতে মগলে
কিন্তু দেখ অচিন্তিত দৈব সাধ্য কায,
অকস্মাৎ উপস্থিত করি রণ সাজ.
রাজ্যের প্রধান বহু তার বন্ধু ছিল
তাহারাও সেই পক্ষে যুদ্ধ ভার নিল.
মিলিয়া খুড়ার সঙ্গে হৈয়া সেনাপতি,
আরম্ভ করিল যুদ্ধ নিয়া অনুমতি.
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র বিপক্ষ সকল,
জ্বালিল সংগ্রাম রূপ বিষম অনল.
আমার সপক্ষ মাত্র সেই মন্ত্রিবর,
বিধিমতে করিলেন যত্ন ঘোরতর.
কিন্তু তিনি নিবাইতে চেষ্টা পান যত,
অনিবার্য্য যুদ্ধানল বৃদ্ধিপায় তত
কিছু কাল মন্ত্রিবর যুঝি প্রাণপণে,
অবশেষে পরাজয় বিপক্ষের রণে.
মওয়াফেকে তার বাধ্য যত প্রজাগণ,
রাজ্যপতি করিলেক দিয়া সিংহাসন.
সঙ্কোচ করিল কিন্তু যদি সৈন্যচয়,
মোর জন্যে যুদ্ধ করি সিংহাসন লয়.
এইহেতু ছলে বলে নিয়া রাজপদ,
আরম্ভিল চেষ্টা মোরে কিসে করে বধ.
বুঝিয়া উজীর ধাত্রী মৃত্যু হবে শেষ,
নিশিতে আমাকে নিয়া ছাড়িলেন দেশ.
ক্রমে ক্রমে এলবেসিন প্রদেশ ছাড়িয়া,
গুপ্ত পথে উপস্থিত টিবেটে আসিয়া.
রাজার নগর মধ্যে ভদ্র পল্লী যথা,
তিনজনে বাসস্থান কল্পিলাম তথা.
ছদ্মবেশে বাসকরি অতি দুঃখ যুতা,
মন্ত্রী হৈল চিত্রকর আমি তার সুতা.
সদা থাকি গুপ্তভাবে সামান্যের ন্যায়,
মনে ভয় লোকে পাছে পরিচয় পায়.

ছিল বটে জহরাদি আমাদের স্থানে,
পারিতাম ধনি সম কাটাইতে মানে.
কিন্তু আছিলাম অতি সামান্য হইয়া
উজীরের উপার্জনে নির্ভর করিয়া.
এইরূপে দুই বর্ষ অনায়াসে যায়,
পূর্ব্ব সুখ সমুদায় ভুলিলাম তায়.
অধিক দুঃখের ভোগ সহিলাম কত,
এজন্যে হইল দুঃখ স্বভাবের মত.
পাসরিয়া পূর্ব্ব মান রাজ সিংহাসন,
আপনাকে ভাবিলাম অতি সাধারণ.
স্মৃতি নাহি করিতাম পূর্ব্বের সম্পদে,
তথাপি ছিলাম সুখে পড়িয়া বিপদে.
তখন পূর্ব্বের কথা হইলে স্মরণ,
ভাবিতাম কষ্ট ভার গিয়াছে এখন,
রাজত্বে নানান চিন্তা থাকে উপস্থিত,
ভাগ্যে বিধি করিয়াছে সে দায় বঞ্চিত
হায় সেই দুঃখে যদি হইত বিয়োগ,
তবে না হইত পরে এত ক্লেশ ভোগ
কিন্তু নাহি ছিল শুন অদৃষ্ট তেমন,
বিধাতার লিপি কভু না হয় খণ্ডন.
অদৃষ্টের দোষ দেওয়া বিফল যেমন,
সাধ্যগতীত সেই রূপ করিতে মোচন.
দুঃখের বৃত্তান্ত কথা বিচিত্র অত্যন্ত,
বলিতেছি শুন তবে তাহার আদ্যন্ত.
বিচিত্র কয়েক চিত্র করিয়া উজীর,
দেশময় মহা খ্যাতি করিলা বাহির.
একথা টিবেটপতি করিয়া শ্রবণ,
আসিলেন সেই ছবী করিতে দর্শন.
দর্শাইলা মন্ত্রিবর আপনার কায,
দেখিয়া শুনিয়া তুষ্ট হৈলা মহারাজ.
দুইজনে শিষ্টালাপ করেন যখন,
রাজা দরশনে তথা গেলাম তখন
ভাবিলাম কন্যাভাবে যাই সেই খানে,
অন্যভাবে না চাইবে রাজা মোর পানে

কিন্তু হৈল মিথ্যা বুদ্ধি মনের সহিত,
আমাকে হেরিয়া রাজা হইলা মোহিত.
বুঝিয়া রাজার ভাব করি পলায়ন,
আরম্ভিলা দুইজনে অন্য আলাপন.
মোরে যেন হেরে নাহি এই ভাবে রহে,
কিন্তু সে কথার কথা মর্ম্মে তাহা নহে.
থাকিয়া থাকিয়া মন হয় বিচলিত,
নিশ্চিন্ত শরীরে চিন্তা হৈল উপস্থিত.
পরদিন পুনর্ব্বার নৃপতি আসিল,
এইরূপে যাতায়াত করিতে লাগিল.
চিত্র দেখিবার ছলে ফিরে সবঘর,
কিরূপ ভাবে কিপ্রকারে দেখা পাবে মোর
যেখানে আমাকে দেখে সেই খানে যায়,
কিন্তু আত্ম অভিপ্রায় কিছু না জানায়.
পিরিতি বাসনা কভু থাকেনা গোপীত,
বুঝিলাম নৃপবর আমাতে মোহিত.
একদিন কহে রাজা উজীরের কাছে,
"একজন চিত্রকরে প্রয়োজন আছে.
প্রশংসিত শিল্পকর্ম্মা একজন তুমি,
তোমাকে সভায় রাখি বাঞ্ছা করি আমি.
অতএব থাক যদি পুরীতে আমার,
নির্দিষ্ট করিব বহু বেতন তোমার"
যেই ভাবে এই কথা ভূপাল কহিল,
উজীরের তাহা বোধ তখনি হইল.
ভবিষ্যত ভাবি আলী বলিল আমায়,
"টিবেট নৃপতি ভাল বাসিল তোমায়.
চিত্রকর চাই যাহা নৃপবর কহে,
কেবল তোমার জন্যে ফলে তাহা নহে.
করিতে হইলে বাস রাজার ভবনে,
রক্ষিবে তোমার মন প্রেমের কথনে
শেষে তুমি প্রেমে বদ্ধ হইয়া রাজার,
দেখ যেন করিও না কলঙ্ক স্বীকার.
আপনার কুল মান রাখিও স্মরণে,
ভুলিওনা কোন মতে রাজার বচনে.
যদ্যপি রাজ্যের অংশী করেন তোমারে,
তথাপি কহিতে পারি ভজিতে রাজারে.
ইহা ভিন্ন হয় যদি অন্য ভাব তায়,
চিন্তিব আমরা সবে ভাঙ্গিতে উপায়."
মন্ত্রির মন্ত্রণা ভাল না করি হেলন,
অঙ্গীকৃতা হইলাম করিব পালন.
কহিলাম ভূপতির দেখি নাহি তাহা,
সংগোপন করিলাম ঘটিয়াছে যাহা.
সুন্দর পুরুষ রাজা নবীন যৌবন,
বাঞ্ছা হয় প্রেম করি করিয়া দর্শন.
হেরি ভূপ মনরূপ অনিবার্য্য যত
নরস্বামি দেখি আমি হইলাম তত.
কিন্তু ধর্ম্ম নিয়া রাজা পাছে দেয় ফাঁকি,
এহেতু মনেরভাব মনেতেই রাখি.
নিজ রাজা এসন্দেহ করিলা বিনাশ,
আপনি আপন ভাব করিয়া প্রকাশ.
রাজার পুরীতে বাস করিবার পরে,
আপন মানস ব্যক্ত করিলেন মোরে.
রাজা কহে" চন্দ্রানন হেরিয়া তোমার,
বিচলিত মন প্রাণ হৈয়াছে আমার.
তোমা হেরি স্থির থাকে সাধ্য আছে কার.
হৈয়াছি অস্থির, বুঝি মরি এইবার.
এমন ব্যাকুল কালে দয়া কর মনে,
অপ্রণয় কদাপি না হবে মোর সনে
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি না টুটিবে মান,
চীনার রাজার কন্যা তুল্য করি জ্ঞান
প্রেমরাজ্যে স্নেহরূপ দিয়া ভৃত্যগণ,
সুখ সিংহাসনে রাখি করিব সেবন."
একথা শুনিয়া আমি প্রণামি রাজারে,
কহিলাম সংক্ষেপেতে কাহিনী তাহারে.
শ্রবণান্তে নরপতি বিষাদিত মনে,
বলিল প্রবোধ মোরে এরূপ বচনে.
"যে কালে টিবেটে তব শুভ আগমন,
তোমার যে শত্রু তার করিব দমন.

মওয়াফেক তব রাজ্য নিয়াছে হরিয়া,
তার শাস্তি দিব আমি উত্তম করিয়া
পাঠাইব কালি লোক দুরাত্মার কাছে,
আপনি ছাড়িয়া দেয় নিয়া যত আছে,
সহজে যদি না রাজ্য ছাড়ে দুরাচার,
সমুচিত ফল আমি করিব তাহার.'
রাজার আশ্বাস বাক্যে মানিয়া বিশ্বাস,
করিলাম তাঁর কাছে মানস প্রকাশ
"রসিক প্রেমিক প্রভু করি নিবেদন,
হৈয়াছেন মোর জন্যে বিচলিত মন.
আমিও অধৈর্য্য বড় হইয়াছি তার,
জ্বলিয়াছে প্রেমানল হেরিয়া তোমায়"
একথা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত মন,
নিজ করে করে ধরি কহিল তখন,
"অদ্যাবধি করিলাম পিরিতি রোপন.
করিব না ভজরূপ খড়্গেতে ছেদন"
সাহস ভরসা রাজা এইরূপ দিয়া,
সেইদিন মহোৎসবে করিলেন বিয়া
নরনাথ পরদিন উঠিয়া প্রভাতে,
দূতগণে ডাকাইয়া আনিল সভাতে
তাহাদিগে সমাচার বলিয়া বিশেষে,
আজ্ঞাদিল শীঘ্র যাও নৈমানের দেশে
নৃপ স্থানে বিদায় হইয়া দূত গণ,
নৈমান রাজার রাজ্যে করিল গমন.
আমার বিয়ার কথা সে রাজার কাছে,
বলিয়া কহিল দূত এইকথা পাছে
"পাঠাইলা নৃপবর কহিতে তোমাকে,
ফিরাইয়া দেও শীঘ্র এরাজ্য রাণীকে,
অবিরোধে রাজ্য যদি নাহি ফিরে দেন,
তবে টিবেটাধিপতি যুদ্ধ করিবেন"
দুরাত্মার সংগ্রামের শক্তি নাহি ছিল,
তথাপিও দম্ভে দূত ফিরাইয়া দিল
ভূপতিকে দূতে আসি সম্বাদ কহিতে,
আজ্ঞা দিল সৈন্যগণ প্রস্তুত হইতে.

যখন যুদ্ধের সাজ সকল হইল,
নৈমানের লোকে আসি রাজাকে কহিল
"মহারাজ তব দূত আসিবার পরে,
মরিয়াছে মওয়াফেক তিনদিন জ্বরে
বশীভূত প্রজাগণ সবে মিলি তায়
সমর করিতে আর কেহ নাহি চায়"
এসম্বাদ শুনি রাজা করিলেন স্থির,
আমার স্বরূপে তথা যাইবে উজীর.
কিন্তু এক অচিন্তিত ঘটিল কারণ,
তাহাতে মন্ত্রির যাত্রা হইল বারণ
একদিন সন্ধ্যাকালে ঘরেতে আসিয়া,
করিয়া কোরাণ পাঠ পালঙ্কে বসিয়া,
পুস্তক বন্ধন করি উঠিয়া তখন,
করিতেছি শয়নার্থ শয্যায় গমন,
ভয়ঙ্কর একমূর্ত্তি আচম্বিত গিয়া,
দেখিলাম, লুকাইল দেখামাত্র দিয়া,
উঠিলাম মহাভয়ে করিয়া চাৎকার,
সেই শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল রাজার.
শীঘ্র উঠি নৃপবর আসিলেন তথা,
আমি তাঁরে কহিলাম আতঙ্কের কথা.
তাঁহাকে দেখিয়া পরে গেল সেই ভয়,
ভাবিলাম এই মূর্ত্তি সত্যরূপ নয়
পুস্তক ভাবিতে মোর ছিল অন্য মন,
বাতিকেতে হইয়াছে বিকট দর্শন,
শুনিয়া সকল কথা কহিলেন স্বামী,
"এইক্ষণে ঘোর দায়ে পড়িলাম আমি
পালঙ্কেতে তব রূপ আরো এক নারী,
একাকার দুইজন বুঝিতে না পারি
এইক্ষণে দেখিয়াছি তোমাকে তথায়,
বলদেখি কি প্রকারে আসিলে হেথায়"
চমৎকার বোধে আমি কহি নৃপবরে,
কিবল কিবল কহ বুঝাইয়া মোরে?
নৃপবর কহিলেন বুঝাব কি আর,
দেখ গিয়া পালঙ্কেতে একি চমৎকার.

শুনিয়া রাজার মুখে অদ্ভুত ঘটন,
করিলাম তাড়াতাড়ি তথায় গমন.
বিছানায় দেখি গিয়া করিয়া শয়ন,
অবিকল মমাকৃতি নারী একজন.
দেখিয়া আশ্চর্য্যরূপ কহিলাম তায়,
হায় বিধি হেরি আমি কাহারে হেথায়.
অবিলম্বে সমস্বরে কহিল সে নারী,
"কেরে তুই দুশ্চারিণী চিনিতে না পারি.
বল দেখি কুহকিনী কিরূপ সাহসে,
আসিছিস্ মায়াবেশে কিসের মানসে
কখন এমন আশা না করিস্ মনে,
থাকিবি মহিষী হৈয়া নৃপতির সনে.
আমারে করিয়া দূর লইয়া তোমায়,
থাকিবে না নৃপবর কদাপি শয্যায়,.
ভরসা হইল সার ছলনা নিষ্ফল,
রাজার অন্তর কবু হবে না বিকল."
সম্বোধন করি পরে ভূপতিরে কয়,
"ইহারে এখনি বন্ধ কর মহাশয়.
আজ্ঞাদিয়া কারাগারে রাখিবে এখন,
প্রায়শ্চিত্ত হবে পরে করিলে দাহন."
মম অবয়বা নারী দেখিয়া নিকটে,
আমারমনেতে অতি দুঃখ হৈল বটে.
কিন্তু আরো চমৎকার হইল আমার,
নিষ্ঠুর গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া তাহার.
উত্তর নাদিয়া তারে সমান বচনে,
অভিমানে বারিধারা বহিল নয়নে.
বলিলাম ভূপতিরে শুন মহাশয়,
যোগ ছিল গ্রহভোগ হইয়াছে ক্ষয়.
আরো এই অধিক বিশ্বাস ছিল মনে,
ভাগ্যবশে মিলন হইয়া তব সনে.
কিন্তু হায় হায় শেষে এই কি ঘটিল,
কোন ভূতে আসি মোর সুখ বিনাশিল
কোন শত্রু মোর সুখে বিদ্বেষ করিয়া,
আসিয়াছে মমতুল্য আকার ধরিয়া

এখন কামনা পূর্ণ হইল উহার,
বিভ্রমে চিনিতে মোরে নাহি পার আর।
সবিনয়ে মহারাজ করিহে মিনতি,
নিরীক্ষণ করি দেখ অধীনীর প্রতি,
যেনারী তোমার ভার্য্যা প্রিয়সী হইবে,
অন্তর তোমার তারে চিনিয়া লইবে.
নৈমানের রাজকন্যা আমি সেই রাণী,
ধর্ম্মসাক্ষি এই মাত্র সত্য রূপ জানি."
মায়ারূপা নারী মোর এরূপ বচনে,
কহিয়া উঠিল পুন লোহিত লোচনে
"নির্লজ্জ রমনি কেন প্রবঞ্চনা আর
আচরণে তোর সব হইল প্রচার.
খল দুষ্ট মনুষ্যের স্বভাবি এমত,
অক্লেশে করিতে পারে সহস্র শপথ
ভুলাইতে দুইচক্ষু অজ্ঞাবশ রাখে,
ইচ্ছামাত্র নেত্রে জল দেখাইয়া থাকে."
দুজনাকে কহিলেন রাজা এইকালে,
"কার্য্যনাই তোমাদের মিথ্যা গোলমালে.
দেখিতেছি উভয়ের অভেদ আকার,
একজন কুহকিনী অবশ্য ইহার;
মনে ভাবি হিতে হয় বিপরীত যদি,
দোষীরে বধিতে পাছে নির্দ্দোষীরে বধি."
নৃপবর কাহাকেও চিনিতে না পারে,
খোজাকে ডাকিয়া কাছে আজ্ঞাদিল তারে.
রাখনিয়া উভয়েকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে
কালি হবে বিবেচনা যুক্তিমত পরে.
প্রত্যুষে উঠিলা রায় রজনী থাকিয়া,
আনিলা উজীরে আর ধাত্রীকে ডাকিয়া.
বিস্তারিত বিবরণ সকল কহিল,
শুনিয়া আশ্চর্য্য কথা দেখিতে চাহিল.
মনেছিল মহিষীকে চিনিবে হেরিয়া,
কিন্তু না পারিল ধাত্রী পরীক্ষা করিয়া.
তুলাকার দুজনার দেখিয়া অভেদ,
উঠিল বিষম দায় করিতে প্রভেদ.

আঁটুতে আঁচিল ছিল চিহ্ন একমোর,
স্মরণ করিলে ধাত্রী ক্ষণকাল পর.
দেখিল দোঁহার আঁটু জানিতে নিশ্চয়,
পাইয়া সমান চিহ্ন ভাবিল বিস্ময়.
অবশেষে ধাত্রী মোরে চিনিবার ছলে,
জিজ্ঞাসিল নানা কথা লইয়া বিরলে
বাক্যেতে তিলেক ভেদ নাপায় কাহার,
এক কথা এক রব শুনিল দোঁহার
তথাপি আমার জন্যে বলিল রাজারে,
সত্য রাণী ইনি হন রাখিবে ইহাঁরে.
কিন্তু সে ধাত্রীর বাক্য শেষে না রহিল,
রাজার মন্ত্রিরা সবে বিপক্ষ হইল.
বলিলেক "ছিলা যিনি শয়ন করিয়া,
তিনি রাণী অন্যা আছে কুহক ধরিয়া."
আরো এই পরামর্শ দিলেক রাজাকে,
অগ্নিকুণ্ডে পোড়াইয়া মারিতে আমাকে,
কিন্তু এই পরামর্শ না শুনিয়া রাজা
কহিলা "উচিত নহে প্রাণ দণ্ড শাজা
দুর্জনে বধিতে যদি রাণী হত্যা হয়,
তার পরে মনস্তাপ হবে অতিশয়."
এইরূপ মনে চিন্তা করিয়া ভূপতি.
দেশান্তরে দিতে মোরে দিলা অনুমতি,
রাজার আজ্ঞায় পরে যত ভৃত্যগণ.
কাড়িয়া লইল মোর বস্ত্র আভরণ.
পুরাতন ভগ্নবস্ত্র পরিধান দিয়া,
রাখিলেক নগরের বাহিরেতে নিয়া
ঘটিয়াছে এইরূপ দুঃখের কারণ,
এখন ভিক্ষায় করি জীবন ধারণ
শুনিলেন মহাশয় আমার কাহিনী
জ্ঞানশূন্যা নহি আমি কিন্তু অভাগিনী.
ছিলাম রাজার কন্যা রাজা ছিল পতি,
এখন সেপদে নহি দেখ এই গতি.
শুনিয়া চীনীয় রাজা রাণীর যন্ত্রণা,
বুঝাইলা মহিষীকে করিয়া সান্ত্বনা.

" শুন রাণি ধৈর্য্যা হও চিন্তা নাহি আর,
দুঃখের রজনী শীঘ্র যাইবে তোমার
প্রসিদ্ধ কবিতা আছে বিজ্ঞের বচন,
অত্যন্ত বাড়িলে হয় অবশ্য পতন
মনুষ্যের দুঃখানল হইলে প্রবল,
উথলে সুখের সিন্ধু করিতে শীতল.
হইলে সুখের শেষ দুঃখে আসি ঢাকে,
শুকায় সুখের সিন্ধু বিন্দু নাহি থাকে.
ঘোরতর সর্বনাশে যখন ভাবিবে,
তখনি ভাবিবে সুখ পুনশ্চ আসিবে.
কিন্তু পরিপূর্ণ সুখ জানিবে যখন,
বুঝিবে বিপদ কোন ঘটিবে তখন
সুখ দুঃখ মনুষ্যের এইরূপ হয়,
বিধির লিখন ইহা খণ্ডিবার নয়.
শুন কহি আরো এক দৃষ্টান্ত ইহার,
তাহাতে বিশ্বাস বোধ হইবে তোমার,

কাবার্শা মন্ত্রির ইতিহাস।

…নিয়া দেশে রাজা খোদাবন্দ নাম,
কাবার্শা তাঁহার মন্ত্রী সর্ব গুণধাম.
এক দিন স্নানকালে টবে মন্ত্রিবরে,
অঙ্গুরী অঙ্গুলী হৈতে নাড়াচাড়া করে.
দৈবের নির্বন্ধ কভু নাহয় খণ্ডন.
জলমধ্যে অঙ্গুরিকা পড়িল তখন.
কিন্তু জলে না ডুবিয়া ভাসিয়া রহিল,
অদ্ভুত দেখিয়া মন্ত্রী আশ্চর্য্য হইল
অনিষ্ট ঘটনা হবে বুঝিল দেখিয়া,
আজ্ঞা দিল দাসগণে নিকটে ডাকিয়া
ঐশ্বর্য্য অন্যত্র নেও এস্থান হইতে,
আসিবে রাজার লোক এখনি লইতে
আজ্ঞা মাত্র ভৃত্যগণ তাড়াতাড়ি গিয়া,
রাখিতে লাগিল ধন স্থানান্তরে নিয়া
কিন্তু সে সমস্ত ধন সারা না করিতে,
আসিল রাজার সেনা মন্ত্রিকে ধরিতে

সেনাধ্যক্ষ বলে “ মন্ত্রি শুন অভিপ্রায়,
রাজ আজ্ঞা কারাগারে রাখিতে তোমায় ”
ইহা বলি মন্ত্রিবরে লইয়া চলিল,
কেহ না থাকিয়া গৃহ লুঠিতে লাগিল.
শত্রু অপবাদে মন্ত্রী পাপ না করিয়া,
রহিলেন কর বর্ষ শৃঙ্খল পরিয়া
কোন মতে সুখ তার কিছু না রহিল,
আত্ম বন্ধুগনে দেখা বঞ্চিত হইল
তাহে মহারাজ আজ্ঞা দেন প্রতি দিন,
উজীরেকে দিতে আরো যন্ত্রণা কঠিন
বহুদিনাবধি ছিল মন্ত্রির মনন,
রোমানসি নামে খাদ্য করিতে ভক্ষণ.
প্রত্যেদন চান যাহা খোজাদের স্থানে,
চাওয়া মাত্র সার তাঁয় কেহ নাহি আনে.
এক দিন কাবাশাল সদয় হইয়া,
কিঞ্চিৎ সেখাদ্য তারে দিলেক আনিয়া.
তৃষিত চাতক প্রায় ছিল মন্ত্রিবর,
খাইতে আশার দ্রব্য হইল তৎপর.
হেন কালে দুইটা মূষিক যুদ্ধে ছিল,
তাহার সাধের খাদ্যে আসিয়া পড়িল.
নৈরাশ হইয়া মন্ত্রী ডাকি ভৃত্যগণে,
বলিলেক “ ধন পুন আনহ ভবনে.
অবিলম্বে রাজা মোর বাড়াইতে মান,
পুনশ্চ উজীরি পদ করিবেন দান.
যেমন বলিল মন্ত্রী ঘটিল তেমনি,
রাজাজ্ঞায় কারা মুক্ত হইল তখনি.
সম্মুখে ডাকিয়া রাজা কহিলা মন্ত্রিকে,
“ ভাল রূপে জানিলাম নির্দোষি তোমাকে
অতএব বধিয়াছি তব শত্রু যত,
মন্ত্রি কার্য্য কর তুমি পূর্ব্বকার মত. ”
কাবাশা মন্ত্রির যত বন্ধুগণ ছিল,
শুনিয়া সকল কথা এই জিজ্ঞাসিল.
“ কেমনে জানিলে আগে কয়েদ থাকিবে,
কিসেবা বুঝিলে পুন বিমুক্তি পাইবে ?
ইহা শুনি মন্ত্রিবর কহিল হাসিয়া,
“ যেকালে উঠিল জলে অঙ্গুরী ভাসিয়া.
তাহা দেখি মনোমধ্যে বিচারি তখন,
সুখরবি অস্তাচলে করিল গমন.
তপন কিরণাভাবে হবে অন্ধকার,
অতএব দুঃখ নিশি হইল আমার.
তার পরে কারাগারে রক্ষকের ঠাঁই,
রমানসি খাইবারে সদা আমি চাই.
কিন্তু তাহা না পাইয়া ভাবনা হইল,
আরো বুঝি কিছুকাল এদুঃখ রহিল.
পরে সেই দ্রব্য কাছে আসিল যখন,
মূষিকা পড়িলে বোধ হইল তখন.
রজনী হইল ভোর দুঃখ না রহিবে,
আজি হৈতে সুখভানু উদয় হইবে.”
অতএব শুন রাণি কহে চীনপতি,
নৈরাশ হৈওনা আর ঘুচিবে দুর্গতি
দুঃখার্ণব হৈতে তুমি শীঘ্র পাবে কূল,
বোধ হয় বিধি আর নহে প্রতিকূল.
অতঃপরে শুন ধনি বলি বিবরণ,
ঘটিয়াছে আমারো যে তোমারি লক্ষণ.
হবে কোন বিদ্যাধরী ভালবাসি যারে,
জাদুতে ফেলিয়া দুঃখ দিতেছে আমারে.
এ কথা বলিয়া পরে চীনীয় রাজন,
নিজ পরিচয় দিল রাণীর সদন.
তদন্তর মৃগয়ার বিবরণ কয়,
যেই রূপে শ্বেত মৃগী দরশন হয়.
কথা সাঙ্গ হবা মাত্র দেখে দুই জনে,
আসিতেছে এক ব্যক্তি অশ্ব আরোহণে.
নবীন পুরুষ অতি সুন্দর বদন,
হইয়া বিবস্ত্র প্রায় করিছে গমন.
রাণী কহে “ বুঝি এই পতি মোর যায় ”
পলায় পুরুষ কিন্তু ফিরিয়া না চায়.
আগু পাছু দেখে ভয়ে সশঙ্কিত মন,
ধরিতে তাহাকে যেন ধায় কোন্‌জন.

পশ্চাতে পশ্চাতে দেখে আরো একজন,
অতিবেগে আসিতেছে অশ্ব আরোহণ.
বসন ভূষণ তার অতিশোভা পায়,
নিষ্কোষিত অসি হস্তে রক্ত চিহ্ন তায়.
বুঝিছে ধরিতে কারে হৈল অনুভব,
চমৎকার সুকুমার এক অবয়ব.
রাজার সঙ্গিনী কিছু বুঝিতে নাপারে,
"এই পতি বলি পুন ডাকিল তাহারে."
কিন্তু সে এমন ব্যস্ত কাছ দিয়া যায়,
তথাপি রাণীর ডাক শুনিতে না পায়.
চীনীয় নৃপতি কহে " একি চমৎকার,
উভয়েরি একচিহ্ন অভিন্ন আকার"
রাণী বলে" ইহাতেই বুঝিবে আপনি.
সত্যমিথ্যা যাহা হয় আমার কাহিনী"
এমন সময়ে পুন দেখে দুইজনে,
আসিল তৃতীয় ব্যক্তি অশ্ব আরোহণে.
নৃপতির মন্ত্রী এই আলী নামছিল,
রাণীকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল.
হয় হৈতে মন্ত্রিবর নামি শীঘ্রগতি,
মহিষীর চরণেতে করিল প্রণতি.
মন্ত্রী বলে" অগো মাতা হেরি কি তোমায়,
প্রত্যাশা ছিলনা দেখা হবে পুনরায়.
কোটি কোটি ধন্যবাদ দেই বিধাতায়,
বাঁচিয়াছ তুমি মাতা যাঁহার কৃপায়.
অধর্ম্মের বৃদ্ধি হেতু কুকর্ম্মির জয়,
সুজনের মন্দফল যদি কিছু হয়,
এইজন্যে ঘটে তাহা কেবল জানিবে,
অন্তেতে বিচার তার উত্তম হইবে.
সকল চাতুরী চুর হৈয়াছে এখন,
সেই কুহকিনী শত্রু হইয়া নিধন,
নিজ হস্তে রাজা তারে করিল সংহার,
অসিতে রুধির চিহ্ন দেখিবে তাহার.
আরো দায় উঠাইতে ভূপতি এখন
শত্রুকে কাটিতে পাছে করিছে গমন.

দুরাচার নৃপাকার ধরি মায়া বলে,
গিয়াছিল সিংহাসন লইবার ছলে.
এসকল কথা এক কাহিনী হইবে
বলিব তোমারে পরে সকল শুনিবে.
গেছেন ভূপতি বহু দূরে এতক্ষণ,
ধরি গিয়া তাঁরে অশ্বে কর আরোহণ."
ইহা শুনি চীনপতি মন্ত্রিবরে কয়,
"রাণীরে কিহেতু ক্লেশ দিবে মহাশয়.
এইস্থানে কিছুকাল থাক দুই জন,
আমি গিয়া নৃপতিরে করি আনয়ন"
এত বলি অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া ভূপতি,
চলিলা রাজার পাছে অতি শীঘ্রগতি.
জিজ্ঞাসিল মন্ত্রিবর রাণীরে তখন,
গেল এই নবীন পুরুষ কোন্ জন."
চীনপতি বলি রাণী দিলা পরিচয়,
উজীর আশ্চর্য্য মনে হৈল অতিশয়.
রাণী বলে" মন্ত্রিবর কহ সব শুনি,
কেমনে পড়িল ধরা সেই কুহকিনী"
মন্ত্রী বলে" শুন তবে তাহার বৃত্তান্ত,
বিশ্বাস করিয়া সভ্যগণের সিদ্ধান্ত.
সেই পাপিনীরে রাজা রমনী ভাবিয়া
রাখিলা রাণীর মত আদর করিয়া
পরে কিছু দিনাবধি তাহারে লইয়া
রাজ্য প্রান্তে দুর্গমধ্যে ছিলেন যাইয়া.
অদ্য রাজা আর আমি উঠিয়া প্রভাতে,
এক ভৃত্য সঙ্গে নিয়া যাই মৃগয়াতে.
পথ হৈতে ফিরে রাজা আইলা শিবিরে,
কি জানি বিশেষ কথা কহিতে রাণীরে
দুয়ারে থাকিতে রাজা কহিলেন মোরে.
আপনি চলিলা রাজ মহিষীর ঘরে
কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখি আসে একজন,
নৃপতির তুল্যাকার তাহার গঠন.
বসন ভূষণ দেখি ছিন্নভিন্ন যেন,
কহিলাম" মহারাজ এপ্রকার কেন?

উত্তর না করি কিন্তু আমার কথায়,
অশ্বে চড়ি দ্রুত যায় সশঙ্কিত প্রায়;
রাজার বিভ্রাট দশা ভাবি মনে মনে,
চলিলাম তাঁর পাছু অশ্ব আরোহণে.
সমকালে উচ্চরব শুনিলাম কাণে,
দাঁড়াও দাঁড়াও মন্ত্রি থাক এইখানে,.
ফিরে দেখি নরপতি শিবির হইতে,
খড়্গ হস্তে ধাবমান শত্রুকে বধিতে.
নিকটে আসিয়া মোরে কহে নরস্বামী,
"বড়ই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি আমি.
প্রাণাধিকা মহিষীরে দেশান্তর দিয়া,
কুহকিনী রাখিয়াছি রমণী ভাবিয়া.
মায়াতে ধরিয়া ছিল রাণীর আকার,
আসিতেছি তারে আমি করিয়া সংহার.
এবে ঐ দুরাচারে হইবে বধিতে,
মমাকার ধরিয়াছে রাজত্ব লইতে.?
ইহা বলি তুরঙ্গে চড়িলা নৃপবর,
চলিলা শত্রুর পাছে হইয়া সত্বর."

এরূপ সম্বাদ সব কহে মন্ত্রিবর,
রাজার পশ্চাৎ বেগে যায় চীনেশ্বর.
কোথায় টিবেট পতি তৎপর হইয়া,
কুহকির পাছু যান অশ্ব চালাইয়া.
অবিলম্বে গিয়া রাজা ধরিয়া পামরে
আঘাত করিলেন স্কন্ধের উপরে.
অকস্মাতে ভূমে শত্রু পড়িল তখনি,
ভূপতি তুরঙ্গ ত্যজি নামিলা অমনি.
তাঁহার চরণে ধরি দুরাত্মা এমন,
মিনতি করিয়া বলে রাখিতে জীবন.
নৃপতি কহিল "তবে না বধিব আর,
যথার্থ যে পরিচয় বল্ দুরাচার.
কে ওই কিজন্য বল কিসের কারণ
কেমনে আমার রূপ করিলি ধারণ.?"
যোড় করে নরবরে মায়াধার কয়,
"কৃপা করি যদি প্রাণ রাখ মহাশয়.
তবে পরাক্রমা আমি কিছু না করিব,
সরল স্বভাবে সব যথার্থ কহিব.
বরঞ্চ তোমার সত্য বোধের কারণ,
করিতেছি নিজরূপ করিয়া ধারণ."
এত বলি অঙ্গুরিকা খুলিয়া তখনি,
স্বাভাবিক বৃদ্ধরূপ হইল আপনি.
রূপান্তর হেরি ভূপ অত্যন্ত বিস্ময়;
"এই দেহ স্বাভাবিক মায়াধর কয়
যখন বৃত্তান্ত সব শুনিবে আমার,
আরো চমৎকার বোধ হইবে তোমার.

জাদুকরের আশ্চর্য্য ইতিহাস।

"ডামাসে আমার বাস শুন পরিচয়,
মকবেল নাম ধরি তাঁতির তনয়.
জনকের পুত্র কন্যা ছিল নাহি আর,
পাইলাম সবধন মৃত্যু হৈলে তাঁর.
দুরদৃষ্টে সেই অর্থে ঘটিল অনর্থ,
মনোভ্রমে হইলাম কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত.
যুবতী আছিল এক মম প্রতিবাসে,
মজিলাম তাহাতে হইয়া অভিলাষে.
রূপেতে তাহার কাছে অপ্সরী কে হবে,
গুণের তুলনা দিতে নারী নাই ভবে.
কিন্তু সেই গুণে ছিল অগুণ সঞ্চিত,
মুখেতে মধুর বাক্য অন্তরে বঞ্চিত.
মিথ্যা আলাপনে মন হরিত সবার,
প্রশংসা করিত লোকে সম্মুখে তাহার.
কোমল মধুর স্বরে করে আলাপন,
ফেলিয়া প্রেমের ফাঁদে হরে সব ধন.
যখন যাহাকে নিয়া থাকিত আপনি,
জানাইত তারে যেন তাহারি রমনী
আগে নাহি বুঝিলাম চাতুরী মন্ত্রণা,
অবশেষে কর্ম্মদোষে ঘটিল যন্ত্রণা.
কৌশলে কামিনী যত করে সমাদর,
মনে করি আমি বুঝি বড় ভাগ্যধর.

এইভাবে প্রেমে বশ ক্রমশ করিল,
ফেলিয়া পিরিতি জালে সর্ব্বস্ব হরিল.
নিত্য নিত্য এত ভেট দিলাম তাহারে,
চারি বর্ষ না যাইতে যাই ছার খারে.
আমা ভিন্ন অন্য যত ছিল উপপতি,
নজর বিস্তর দিত হৈতে প্রিয় অতি.
এরূপ প্রেমের লোভ সবে দেখাইয়া,
অমূল্য ঐশ্বর্য্য ধনী করে ফাঁকি দিয়া.
সতত আমার মনে ছিল এই ভয়,
দরিদ্র দেখিয়া পাছে কথা নাহি কয়
প্রেম পাশে মন বাঁধা বিচ্ছেদ না সবে,
এই চিন্তা ছিল সদা শেষ কিসে রবে.
কিন্তু সে চতুরা নারী বুঝিয়া আকারে,
নিজ মুখে এই কথা কহিল আমারে.
'নির্ধন বলিয়া প্রিয় চিন্তা কি তোমার,
এভাবে অভাব কভু হবেনা আমার.
যত উপপতি হৈতে তুমিই রসিক,
প্রেমেতেই ক্রমে দীন হৈয়াছ অধিক.
এহেতু কৃতজ্ঞা হওয়া আমাকে উচিত,
সুদ সুদ্ধা সব দেওয়া যথার্থ বিহিত.
অধিকন্তু অন্য হৈতে পরে যাহা নিব,
তাহাও তোমাকে আমি ভাগ মত দিব.'
ফলত দুঃখের কালে দিয়াছিল এত,
পূর্ণ হইল শতে বিলক্ষণ মত.
ক্রমশ ভিন্নতা বোধ না রহিল আর,
সর্ব্বময় কর্ত্তা আমি হইলাম তার
এইরূপে কিছু কাল হইলে বঞ্চন,
ক্রমেতে যৌবন কাল করিল গমন.
বৃদ্ধকাল কালপ্রায় আসিয়া ঘেরিল,
প্রেমিকেরা একে একে সকলে সরিল.
যে রমণী পুরুষের সঙ্গে সদা রহে,
তার প্রাণে এবিচ্ছেদ বল কিসে সহে.
একদিন মোর কাছে কহে দেলন ওয়াজ,
'বৃদ্ধা হৈলে রমনীর বাঁচিয়া কি কায?
যুবক সমাজে আমি থাকি নিরন্তর,
অন্তর হইলে তাহে বিদরে অন্তর.
এই শোক এড়াইব ত্যজিয়া জীবন,
নতুবা ফেরণে যাব বেদ্যার সদন.
জম্বুদ্বীপ মধ্যে সে প্রধান কুহকিনী,
মায়াতে অদ্ভুত সৃষ্টি করে একাকিনী
তাহার ইচ্ছায় নদ নদী শুষ্ক হয়,
অরুণ কিরণ ত্যজে কিম্বা লুপ্ত রয়
ইচ্ছায় চাঁদেরে পারে বাঁধতে গগণে,
টল মল করে ধরা যাহার বচনে.
যেস্থানে বেদ্যার বাস আছে নিদর্শন,
যাইব তাহারে আমি করিতে দর্শন.
হেন কোন দ্রব্য পাব হয় অনুমান,
যুবক সমাজে তাহে বাড়িবেক মান.'
একথা শুনিয়া তারে কহিলাম পরে,
'নিয়া গেলে সঙ্গে যাই বড় বাঞ্ছা করে'
অঙ্গীকার করি ধনী হইয়া তৎপর,
লইল বেদ্যার লাগি কাঞ্চন বিস্তর
আর কিছু খাদ্য দ্রব্য করি আয়োজন,
ফেরণ অরণ্যে সুখে যাই দুইজন.
প্রবেশিয়া বনমধ্যে হেরি গিরিবর,
তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড গহ্বর.
সেইখানে কুলক্ষণে পক্ষি শত শত,
ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি উড়ে অবিরত.
তার পরে দেখি দ্বীপ যাইয়া গহ্বরে,
খর্ব্বাকারা এক বৃদ্ধা বসিয়া প্রস্তরে.
বিকষিত পুঁথি এক রাখি উরু পরে,
সুবর্ণ তন্দুর কাছে তাহা পাঠ করে
রজত কড়াই পূর্ণ কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে,
ফুটিছে আপনি বহ্নি বিহীন আঘাতে.
বেদ্যার নিকটে গিয়া গৌরব করিয়া,
নমস্কার করিলাম নজর ধরিয়া
মাতৃ সম্বোধনে নারী কহিল বেদ্যারে,
'তোমার অদ্ভুত শক্তি বিদিত সংসারে.

আসিয়াছি দুইজন যেই জন্যে হেথা,
জ্ঞাত আছ সব তুমি অন্তরের কথা'
ইহা শুনি কুহকিনী তাহাকে কহিল,
'আমাতে আশয় বোধ সমস্ত হইল'
ইহা বলি বিদ্যাধরী উঠিয়া তখন,
দুইটী কাঁচের শিশি করে আনয়ন.
ভিতর বাহিরে আনি রাখিয়া ভূমিতে,
দুইটী অঙ্গুরী দিল এদুই শিশিতে.
তার পরে কিবা মন্ত্র তাহাতে পড়িল,
এক শিশি হৈতে বহ্নি আপনি উঠিল.
অন্য শিশি হৈতে ধূম উড়িল তখন,
উঠিয়া বিশাল শব্দে ঘুড়িল গগন.
তার পরে এ অঙ্গুরী হাতে করি নিয়া,
কহিল এরূপ জেনুনওয়াজেকে দিয়া.
'তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এখন,
সুখেতে যাইয়া কাল করিবে যাপন.
অঙ্গুলীতে এ অঙ্গুরী যাবত পরিবে
যে নারীর রূপ চাহ তখনি ধরিবে.
ইহাতে হইবে তব এমন অভেদ,
শক্তি না রহিবে কার করিতে প্রভেদ.'
তদন্তর হাতে মোরে সেই বিদ্যাধরী,
মম হস্তে দিয়া এই দ্বিতীয় অঙ্গুরী.
'রাও যেজনের রূপ ধরিতে চাহিবে,
স্বরূপ সম্বরি তাহা তখনি পাইবে'
লইয়া অমূল্য ধন আনন্দিত মনে,
প্রয়াণ করিয়া দেশে আসি দুইজনে.
ডামাসে আসিয়া জেনুনওয়াজ রমনী,
প্রেমিজনে মজাইতে লাগিল অমনি
নিজ রূপ ত্যজে ধনী ভুলাবার ছলে,
অপরূপ রূপ ধরে অঙ্গুরীর বলে.
এমত চাতুরী ফাঁদ করিল বিস্তার,
প্রেমিকের কোন মতে নাছিল নিস্তার.
এইরূপ কত খেলা খেলে বারাঙ্গনা,
আমিও অঙ্গুরীবলে করি প্রবঞ্চনা.

মধ্যে মধ্যে চুরি করি ছাড়ি মিত্রকায়া,
কখনো মুখের জন্যে ধরিতাম মায়া
এইরূপে কিছুকাল বঞ্চিয়া স্বদেশে,
বিদেশে যাইতে বাঞ্ছা হৈল অবশেষে.
দেশ দেশান্তর রোঁকে করিয়া ভ্রমণ,
করিলাম টৈমানের রাজ্যেতে গমন.
উত্তরিয়া সেইখানে এই কথা শুনি
বালিকা রাজার কন্যা হইয়াছে রাণী
আর্দ্দা নামে মন্ত্রী তার হৈয়া প্রতিনিধি
শাসন করেন প্রজা দিয়া নিজ বিধি
মন্ত্রির একাধিপত্যে বহু প্রজাগণ,
রাজ প্রতি রুষ্ট উঠে সদা এই মন.
মওয়াফেক নামে ছিল ভূপতির ভাই,
বহু দিন নিরুদ্দেশ তত্ত্ব কিছু নাই.
রাণীর পিতৃব্য সেই জানে সর্ব্বজনে,
লোকে বলে মরিয়াছে মগলের রণে
কিন্তু লোকে পর পর তাই ভাল বাসে,
এসময়ে মওয়াফেক যদি দেশে আসে.
একথা শুনিয়া মোরে জেনুনওয়াজ কয়
'লইতে রাজত্ব এই উত্তম সময়.
ইহাতে না চাই কিছু অধিক কারণ,
মওয়াফেক রূপ মাত্র করিলে ধারণ.'
ভাবিলাম এখেলাও খেলি এই ছলে,
হইলাম মওয়াফেক অঙ্গুরীর বলে.
এইভাবে সেইদেশে গিয়া উপস্থিত,
তার যত মিত্রগণ হৈল আনন্দিত
রাজ্য লব এমনস্থ করিতে প্রচার
সিংহাসন দিবে তারা করিল স্বীকার.
টৈমান জাতিকে মোর পক্ষেতে আনিল,
উজীরের শত্রুসবে আসিয়া মিলিল.
ক্রমেতে সেদেশ সুদ্ধ সব প্রজাগণ,
অস্ত্রধারা হইলেম আমার কারণ.
নগর বাসিরা সবে মুক্ত করি দ্বার,
রাজ্যেশ্বর করিলেক দিয়া রাজ্য ভার.

বিছানায় ভুষ্টীমারী দাঁড়াইয়া পরে,
প্রাণ দান প্রার্থনা করিল যোড় করে.
দুষ্টার ক্রন্দনে কর্ণ না পাতিয়া আর,
অঙ্গুরী সহিতে হস্ত কাটিলাম তার
কি আশ্চর্য্য তব রূপ মারণির পরে,
বিপরীত বৃদ্ধা হৈয়া দাঁড়াইল ঘরে.
কহিল কুলটা মোরে মাকরিয়া লাজ,
'মায়ার প্রভাব সব গেল মহারাজ.
অঙ্গুরীর বলে আমি স্বরূপ ছাড়িয়া,
ছিলাম মহিষীবেশে রাণীকে তাড়িয়া
যে পুরুষ পলাইল তব হস্তে হার,
হইতে তোমার রাজ্য বাঞ্ছা ছিল তার
ইহার যে শাস্তি মোর হইয়াছে আই,
এইক্ষণে রাখ প্রাণ এই ভিক্ষা চাই'
শুনিয়া ভুষ্টার কথা দিলাম উত্তর,
'আর যে বাচিঁবে প্রাণ বৃথা আশা তোর
আমারি কেবল যদি লাঞ্ছনা করিতি,
তথাপি এখন তুই নিস্তার পাইতি.
কিন্তু যেই প্রিয়তমা মহিষী আমার,
বিচ্ছেদ করিলি তুই প্রণয়ে তাহার.
কত দুঃখ দিলি তারে কুহকিনী বেশে,
বিধুমুখী মরি দুঃখে গেল কোন্ দেশে.
সেই জন্যে তারে আমি না হেরিব আর,
ইহা বলি শিরশ্ছেদ করিলাম তার.'
মহিষীকে এইরূপ বলিয়া রাজন,
রজবন শাহ প্রতি কহিলা তখন.
"শুনহে বিদেশি তুমি বড়ই সুজন,
পাইলাম প্রাণনিধি তোমার কারণ
বল কিসে পরিতোষ করিব তোমার,
তুমি এই সুখোদয় করিলে আমার"
একথা শুনিয়া রাণী কহিলা রাজারে,
"কে উনি বিদেশী বুঝি জাননা উঁহারে
সামান্য মনুষ্য নহে লোকের ভাজন,
রজবনশাহ এই চীনীয় রাজন"

রাজা বলে "ক্ষমা দান কর নৃপবর,
নাবুঝিয়া করি নাহি যুক্ত সমাদর."
এই বলি আলিঙ্গন করি তার সনে,
শিষ্টাচারে মিষ্টালাপ করে দুইজনে.
নৃপতি মহিষী মন্ত্রী একত্র হইয়া
গৃহে গেলা চীনদেশি রাজাকে লইয়া.
কিছুকাল থাকি তথা চীনীয় রাজন,
বিদায় হইয়া দেশে করিলা গমন.

রজবনশাহ ও চেরেস্থানীর ইতিহাসের পরিশেষ।

নিজ রাজ্যে চীনেশ্বর আসিয়া অচীরে,
টিবেট রাজার কথা কহিলা মন্ত্রিরে.
শুনিলেন আশ্চর্য্য মানে শুনিয়া বৃত্তান্ত,
এইরূপে ভূপতিকে দিলেন দৃষ্টান্ত.
"চেরেস্থানী কুহকিনী অবশ্য হইবে
কিম্বা দেলমওয়া জের সমান জানিবে."
মন্ত্রির প্রবোধ বাক্য শুনি এইরূপ,
তখন সন্দিগ্ধ কিছু হইলেন ভূপ.
এই দিগে চেরেস্থানী পিতার মরণে,
কিছুকাল ছিল রাজ্য আতঙ্ক কারণে.
পূর্ব্বাবধি প্রেমাঙ্কুর অন্তরেতে ছিল,
সময় পাইয়া প্রেম বৃক্ষ উপজিল.
চীনেশ্বর প্রেমিক সুজন ভাবি মনে,
তাঁহাকে আনিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে
রাণীর বচনে দৈত্য শীঘ্রগতি গিয়া,
নিশিতে আসিল হেথা নৃপতিকে নিয়া.
পর দিন সভ্যগণ প্রত্যুষে আসিয়া,
ভূপালের অপেক্ষায় ছিলেন বসিয়া.
হেনকালে আচম্বিত শুনে সর্ব্বজন,
কোথায় গেলেন রাজা নাহি নিদর্শন.
রজনীতে বিদায় করিয়া সভ্যগণে,
পালঙ্কে ঢালিয়া অঙ্গ ছিলেন শয়নে.
প্রত্যুষে উঠিয়া দেখে রাজা নাহি তথা,
অবাক হইল সবে শুনি এই কথা.

সন্তোরা তখনি উঠি অন্বেষিতে যায়,
কিন্তু কেহ কোনস্থলে উদ্দেশ নাহি পায়,
কিছুকাল এই রূপে হইল বিগত,
চিন্তানলে জ্বালাতন প্রজারা নিয়ত.
দিনে দিনে সে অনল হইল প্রবল,
কি সাধ্য নয়নবারি করিবে শীতল.
প্রাণের অধিক তারা বাসিতেন ভূপে,
মন্ত্রিবর শান্তনা না মানে কোন রূপে.
শোকেতে ব্যাকুল হৈয়া কহিল তখন,
হায় মহারাজ কোথা রহিলে এখন.
মনেতে না জানি তব অদৃশ্য কারণ,
পুন কি গিয়াছ তুমি করিতে ভ্রমণ.
কি আসিয়া এবিচ্ছেদ হইল আবার,
মায়ার প্রভাব কিম্বা ইচ্ছাই তোমার.
আমরা কৃতজ্ঞ দাস আছি চিরকাল,
এবাদ মোদের প্রতি কেন মহীপাল.
তবে কোন মায়াবর পাতি মায়াজাল,
তোমাকে ফেলিয়া তাহে করিল জঞ্জাল.
এই রূপে ভাবে সবে বিরস বদনে,
দৈত্যেরা আনিল ভূপে রাণীর সদনে.
রাজ্ঞীকে দেখিয়া রাজা কহেন তখন,
"অদৃষ্টে কি ছিল পুন হইবে দর্শন?
আশা নাহি ছিল আর হবে তব মনে,
ভুলিয়া বা গেলে এই ভাবি প্রতিক্ষণে."
শুনিয়া রাজার কথা চেরেস্থানী কহে,
"মানবের মত কভু দৈত্য জাতি নহে.
পিরিতি যদ্যপি দৈত্যে করে কার সনে,
ভাবের অভাব নাহি হয় অদর্শনে."
রাজা কহে "সত্য বটে মনুষ্য আকৃতি,
দৃষ্টে কিন্তু দৈত্য সম জানিবা যুবতি.
সে অবধি বিচ্ছেদ হইয়া তোমা সনে,
যখন দর্শন হবে সদা ভাবি মনে
যুগের সমান সেই কালে বোধ করি,
কেবল আশাতে আমি ছিলাম সুন্দরি"

রাণী বলে "দোষ কোন দেখি না তোমার,
সরল প্রেমিক তুমি হইল প্রচার.
অঙ্গীকার ছিল আমি দিব প্রাণদান,
এখন সে অঙ্গীকার করি সমাধান"
ইহা বলি সভাসদ যত দৈত্য ছিল,
সকলেকে ডাকাইয়া রাণী আনাইল.
"শুনহে যতেক দৈত্য (কহে চেরেস্থানী)
পিতার মরণে মোরে করিয়াছ রাণী.
পালিবে আমার আজ্ঞা আছে অঙ্গীকার,
অতএব এই কথা রাখ এই বার.
চীনপতি সনে মোর বিবাহ হইবে,
মুনিব বলিয়া তারে সকলে মানিবে"
ইহা বলি চিনেশ্বরে আনয়ন করি,
দেখাইল দৈত্যদিগে তখনি সুন্দরী.
দৈত্যেরা সন্তুষ্ট হৈয়া রাণীর কথায়,
দিলেক মুকুট আনি রাজার মাথায়.
রাজ অভিষেক সাঙ্গ হইল যখন,
বিবাহের সমারোহ করে সভ্যগণ.
এই কালে চেরেস্থানী নৃপতিকে কয়,
"অগ্রে এক অঙ্গীকার কর মহাশয়.
যদ্যপি পালন তাহা ভাল মতে হয়,
উভয়ের সুখ তবে জানিবা নিশ্চয়.
অন্যথা করিলে কিন্তু সুখ না রহিবে,
মনোদুঃখ পরস্পর পাইতে হইবে"
রাজা বলে "সুন্দরি কি বল অঙ্গীকার,
সম্মতি তাহাতে তুমি জানিবা আমার"
"তুচ্ছ কথা নয় তাহা (চেরেস্থানী কয়)
শেষ রক্ষা করা ভার করি এই ভয়.
আমি দৈত্য জাতি, তুমি মানব সন্তান,
পরস্পর ভিন্ন মত করি অনুমান.
আমাদের রীতি নীতি করণ কারণ,
তোমার সহিতে ঐক্য হবেনা কখন.
কিন্তু আমি যাহা বলি শুন যদি তাই,
রাখিতে পারিবে প্রেম তবে শঙ্কা নাই"

রাজা বলে " ইহা ভিন্ন আর কিছু নয়,
এই কি অসাধ্য মোর করিতেছ ভয়?
মানবে উত্তম জ্ঞান কর দৈত্যনারি,
পাইবে আমাকে সদা তব আজ্ঞাকারী.
তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছা মতে হবে মত,
সর্ব্বদা পালিব আমি তব আজ্ঞা পথ."
রাণী বলে " ভাল তবে কর অঙ্গীকার,
কথা না কহিবে কোন কর্ম্মেতে আমার.
যদ্যপিও বুঝ কিছু অন্যায় করিতে,
পারিবেনা মন্দ বোধে আমাকে ভৎর্সিতে "
রাজা বলে " প্রিয়ংমে বলি শুন সার,
মন্দ কর্ম্ম কর তবু প্রশংসিব তার
সরল পিরিতি ডোরে বান্ধিয়া তোমারে,
রাখিব পরম যত্নে হৃদয় মন্দিরে
বসাইয়া ভক্তিরূপ সিংহাসনোপরি,
মনকে করিব মন্ত্রী, আঁখিরে প্রহরি.
বিচ্ছেদ না পাবে স্থান জানিবে নিশ্চয়,
যদ্যপি না কর প্রিয়ে পলকে প্রলয় "
শুনিয়া রাজার কথা কহে চেরেস্থানী,
" হইল ভাবনা হ্রাস শুনি তব বাণী.
অতএব দেখ যেন না হয় অন্যথা,
কদাপি আমার কর্ম্মে না কহিবে কথা.
সন্ধান তোমাকে কহি শুন হে রাজন,
মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম মোরা করিনা কখন."
পুনর্ব্বার অঙ্গীকার করে চীনেশ্বর,
বিবাহের শুভক্ষণ হৈল তারপর.
স্বর্ণ সিংহাসনে ভূপে বসাইয়া আগে,
চেরেস্থানী বসিলেন তাঁর বাম ভাগে.
সম্মুখেতে দাঁড়াইল আসি দৈত্যচয়,
নারীগণ সাঁরি দিয়া দুই পাশে রয়;
সভাতে প্রধান যারা উপস্থিত ছিল,
দেশাচার ব্যবহারে সেই বিয়া দিল.
ক্রমাগত তিন দিন বিবাহের পরে,
মিলিয়া সকল দৈত্য মহোৎসব করে.

নৃপবর আপনার শুভাদৃষ্ট মানি,
চেষ্টা পান বশ যাতে হয় চেরেস্থানী.
সুখেতে মোহিত রাজা মহিষীর সনে
অবশেষ নিজদেশ ভুলিলেন মনে.
এই রূপে বার মাস অতীত হইল.
রাণীর গর্ব্ভেতে এক সন্তান জন্মিল.
রূপেতে হইল পুত্র আদিত্য সমান;
আনন্দেতে দৈত্যগণ করে বাদ্য গান.
প্রফুল্ল হইয়া রাজা সংবাদ শ্রবণে,
আইলেন অন্তঃপুরে দেখিতে নন্দনে,
অগ্নিকুণ্ড অগ্রে রাণী শিশুরে লইয়া,
কোলে করি স্তন পান করাণ বসিয়া.
পুত্র হেরি নৃপবর আহ্লাদ করিয়া,
চুম্ব দিলা সাবধানে তাহাকে ধরিয়া.
তার পরে পুত্র রাণী কোলে করি নিল,
তখনি সে অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দিল.
কি আশ্চর্য্য অবিলম্বে সেই হুতাশন,
শিশু সহ একেবারে হৈল অদর্শন.
দেখিয়া ভূপতি অতি পাইলেন ব্যথা,
কিন্তু সত্য আছে বলি না কহিলা কথা.
ধৈর্য্য হৈয়া শয্যাগারে আসিয়া ভূপাল,
কান্দিয়া কহিলা " মোর দুঃখের কপাল.
কৃপা করি বিধি নিধি দিলেন আমাকে,
জননী পাবকে ফেলি দিলেক তাহাকে,
হে নিষ্টুরে একি দেখ তব আচরণ,
এইজন্যে মোরে এত করিলে বারণ?
কেমনে জননী হৈয়া আপন বালকে,
হেলায় ফেলিয়া দিলি প্রদীপ্ত পাবকে.?"
কিন্তু অতি সাবধানে কহে নৃপবর,
পূর্ব্বে নারী করিয়াছে নিষেধ বিস্তর,
অতএব দুখ না জানাব তার কাছে.
কি জানি তাহাতে আরো মন্দ হয় পাছে.
যাহা হউক এই ভাবি মনে দেই পাড়া,
যেকর্ম্ম করিবে রাণী নহে মর্ম্ম ছাড়া.

[illegible] পুত্র [illegible] হইল,
[illegible] রহিল.
[illegible] এক বর্ষ [illegible],
[illegible] হইল.
[illegible] কন্যাটিরে [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] রূপবতী [illegible],
[illegible] উত্তরে.
দৈত্যেরা [illegible] এমন,
[illegible] দিলেন রতন.
[illegible] জামাতারে,
দিলাম লইয়া স্থান যাও নাদিনারে.
শুনিয়া কুকুরী তাহে দন্তে করি নিয়া
তখনি চলিয়া গেল কোন্ দিগ দিয়া.
কন্যাশোকে নৃপবর যত ক্লেশ পায়,
মুখেতে বিশেষ করি বলা নাহি যায়.
তিরস্কার করিতে উদ্যত হন ক্রোধে,
কিন্তু না কহিতে পারে অঙ্গীকার বোধে.
মৌনভাবে শয়নাগারে পুনশ্চ আসিয়া,
পুত্র কন্যামৃত্যু রাজা ভাবেন বসিয়া.
হায়রে নিষ্ঠুরা নারি দয়া নাহি প্রাণে
কেমনে জননী হৈয়া বধিলে সন্তান
ইহাতেই অহঙ্কার হইতে প্রধান,
দৈত্যজাতি ভাল বলি কর অভিমান?
ধিক ধিক দৈত্যেদের সকলি অধম,
মনুষ্যের ব্যবহার অনেক উত্তম
পূর্ব্বে মোরে কহ তুমি প্রতিজ্ঞা যখন,
মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম মোরা করিনা কখন,
যে কর্ম্ম করিলে তার মর্ম্ম কোন খানে?
দৈত্যদের ধর্ম্ম এই বুঝি অনুমানে.
বিবাহ করিলো দৈত্যে মানবের সনে,
[illegible] না তাহার বীর্য্যজাত সন্তানে.
পাষাণ সমান প্রাণ [illegible] ব্রত,
কেমনে ইহাতে আমি থাকি অনুগত.
এত যে পিরিতে বদ্ধ হৈয়াছি তোমার,
কিন্তু বিচ্ছেদতা সহ্য নাহি হয় আর.
আমাদের দেশেতে রাজ্য বড়ই দুঃখিত,
উজীর [illegible] নাহি [illegible] বর্জ্জিত.
[illegible] তেহেরানে [illegible],
স্বদেশে যাইতে রাজা মনস্থ করিয়া.
এক দিন রাণীকাছে কহে নরপতি,
"যাইব আপন দেশে দেহ অনুমতি,
[illegible] আমি আসিয়াছি না,
প্রজারা আমার তরে ভাবিতেছে কত."
রাণী বলে "[illegible] বাধা কিছু নাই,
প্রজা যাহে তুষ্ট থাকে কর গিয়া তাই.
বিশেষত এসময়ে যাইতেই হবে,
সাজিয়াছে মগলেরা তব রাজ্য লবে.
যাও দেশে আসিতেছে বিপক্ষের দল,
তোমাকে দেখিলে হবে সেনাদের বল"
ইহা বলি আজ্ঞা দিল দৈত্যকে ডাকিয়া,
আসগিয়া ভূপতিকে স্বদেশে রাখিয়া.
আজ্ঞা মাত্রে দৈত্যগণ আনন্দে ভাসিল,
নৃপতিকে চীনদেশে রাখিয়া আসিল.
মোজীন পরম তুষ্ট হেরিয়া রাজারে,
চরণে ভূমিষ্ট হৈয়া কহিল তাঁহারে.
"মানস সফল প্রভু হৈল এত দিনে,
তোমাকে আনিয়া বিধি দিল প্রজাগণে.
নৈরাশ হইয়া সবে না দেখি তোমায়,
শাসন করিতে রাজ্য দিলেক আমায়.
এ কারণ সিংহাসনে বসি কিছুকাল,
পুনর্ব্বার রাজ্যভার লও মহীপাল."
পরে রাজা মন্ত্রিরে কহেন বিবরণ,
আশ্চর্য্য শুনিয়া মন্ত্রী চমকিত হন.

পশ্চাৎ মগল জাতি আইল যুদ্ধেতে,
অসংখ্য অসংখ্য সেনা লইয়া সহিতে.
রাজ্যের ভিতরে তারা করিয়া প্রবেশ
ভাবিলেক একেবারে লইব এদেশ.
কিন্তু রুস্তমশাহ সম্বাদ পাইয়া
করিলেন যুদ্ধে যাত্রা সসৈন্য হইয়া.
প্রান্তরে ছাউনি করি আছে শত্রুগণ,
দেখিয়া দূরেতে তাম্বু ফেলিলা রাজন.
পশ্চাতে আসিল উট্ চাক্তারে হাজার,
জালা জালা মদ্য নিয়া সৈন্যের আহার.
নানা জাতি ফল মূল বিস্কুট মিঠাই,
বস্তা বস্তা কত যায় সীমা তার নাই.
ওয়েজী নামেতে রাজমন্ত্রী এক জন,
রক্ষক হইয়া দ্রব্য করে আনয়ন.
আচম্বিত সেই স্থানে চেরেস্থামী গিয়া
ফেলাইল সব দ্রব্য দৈত্যে আজ্ঞা দিয়া.
বিনাশ করিল খাদ্য দ্রব্য এপ্রকার,
কিছু না রহিল সৈন্য করিতে আহার.
ওয়েজী এরূপ দেখি আশ্চর্য্য হইল,
চেরেস্থামী দেখা দিয়া তখনি কহিল.
"বল গিয়া নৃপতিরে মহিষী তোমার,
করিলেন সব নষ্ট সৈন্যের আহার."
শুনি মন্ত্রী কহে গিয়া রাজার নিকটে,
"মরিবে সকল সেনা পড়িয়া সঙ্কটে."
ইহা বলি বিবরণ কহিল বিশেষ,
শুনিয়া রাগান্ধ অতি হইলা নরেশ.
প্রকোপ করিয়া রাজা আছেন যখন,
চেরেস্থামী দেখা দিল আসিয়া তখন.
রাজা বলে "তোমার অন্যায় বার বার,
না বলিয়া থাকা আর অসাধ্য আমার
কুমারে অনল কুণ্ডে ক্ষেপণ করিলে,
কুকুরীরে ডাকি প্রাণনন্দিনীরে দিলে.
ইহাতে অন্তরে আমি যত দুঃখ পাই,
——তোমারে তত কব না জানাই.

নিষ্ঠুরা রমনী তুমি কিছু নাহি লাজ
এই কি তোমার সঙ্গে পিরিতের কাজ?
কহ কিবা অভিপ্রায় করিয়া প্রকাশ,
এখন আহার বিনা হয় সর্ব্বনাশ.
বিনা যুদ্ধে বিপক্ষেকে করি অনুনয়
বুঝিলাম বাঞ্ছা তব এইরূপ হয়."
চেরেস্থামী বলে "শুন কহি মহাশয়
কথা না কহিলে ছিল ত্রাস অতিশয়.
কিন্তু যাহা করিয়াছ ফিরিবার নয়,
আপনি আনিলে পাপ ছিল যার ভয়.
দুর্ব্বল চঞ্চল বট কি কব তোমারে,
কেন না পারিলে জিহ্বা স্থির রাখিবারে?
কেমন সে হুতাশন বুঝ নাহি সার,
যাহাতে দিয়াছি আমি তনয় তোমার.
অনল নহেক তাহা শুন হে রাজন.
কাকলাশ হয় সেই অতি বিচক্ষণ,
তারে আমি করিলাম পুত্রকে প্রদান,
বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া করিবে বিদ্বান.
কন্যাকে যে নিয়া গেল দেখিলে কুক্কুরী,
কুক্কুরী না হয় সেই এক বিদ্যাধরী.
তাহাকে দিয়াছি কন্যা এই অনুভাবে,
রাজকর্ম্ম উপযুক্ত নীত শিক্ষা পাবে.
শুন বলি ওহে ভূপ এই দুই জনে
করিয়াছে পরিপূর্ণ যাহা ছিল মনে.
দিব্যজ্ঞান পাইয়াছে কুমারী তনয়,
সাক্ষাতে আনিলে তুমি দেখিবে নিশ্চয়."
ইহা বলি কহে ধনী "দৈত্যেরা কে আছে,
শীঘ্র আন কন্যা পুত্র নৃপতির কাছে."
আজ্ঞামাত্রে এক দৈত্য হইয়া তৎপর
আনি দিল পুত্র কন্যা রাজার গোচর.
বহু লোক জন ছিল তখন সভায়,
কিন্তু রাজা বিনা কেহ দেখিতে না পায়.
দ্রব্য নষ্ট হেতু রাজা এত রুষ্ট ছিল,
নন্দিনী নন্দনে হেরি সব পাসরিল.

আহ্লাদেতে পরিপূর্ণ হইয়া রাজন,
বাহু পসারিয়া দোঁহে করে আলীঙ্গন.
চেরেস্থানী কহে "আর শুন মহাশয়,
কেন করি দ্রব্য নষ্ট বলি পরিচয়.
ভাবিল মগল রাজা সন্ধান করিয়া,
বিনা যুদ্ধে রাজ্য লবে তোমাকে মারিয়া.
একারণ বশ করি মন্ত্রিকে তোমার,
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিল তারে পুরস্কার
বিশ্বাস ঘাতক মন্ত্রী ধনেতে সম্প্রীত,
আহারের দ্রব্যে বিষ করিল মিশ্রিত.
না নাশিলে সেই দ্রব্য করিয়া আহার
সেনাপতি সেনাগণ মরিত তোমার.
আমার বাক্যেতে যদি প্রত্যয় না হয়,
মন্ত্রিকে ডাকিয়া তবে আন মহাশয়.
আজ্ঞা কর সেইদ্রব্য করিতে ভক্ষণ,
তবেই কুকর্ম্ম ব্যক্ত হইবে এখন.
এসব শুনিয়া রাজা বিশ্বাস করিয়া,
আজ্ঞা দিল উজীরেরে আনিতে ধরিয়া.
উজীর হাজির হৈলে কহে নরপতি,
যাও কেন সেই দ্রব্য আন শীঘ্রগতি.
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনেক ধাইয়া,
মিষ্টান্ন পুরিত পেড়া দিলেক আনিয়া.
ভগ্ন করাইয়া তাহা সম্মুখে আপনি,
মন্ত্রিকে খাইতে আজ্ঞা করিল তখনি.
মন্ত্রী বলে "মহারাজ থাকুক এখন,
আহারের কালে আমি করিব ভক্ষণ."
রাজা বলে "এইক্ষণে না খাইলে বেটা,
কাটিব মস্তক তোর রক্ষা করে কেটা."
বিষম বিপদে মন্ত্রী পড়িলেন তবে,
খায় কিম্বা না খায় উভয়ে মৃত্যু হবে.
অতএব রাজ আজ্ঞা করিতে পালন
মিষ্টান্ন লইয়া কিছু করিল ভক্ষণ."
আহার করিবা মাত্রে পড়িল ভূতলে
মরিল তখনি দেখি অবাক সকলে.

তদন্তর চেরেস্থানী রাজারে কহিল,
"মন্ত্রির চাতুর্য্য দেখ প্রকাশ হইল
অবশ্য বিশ্বাস তুমি করিবে এখন,
মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম মোরা করিনা কখন."
রাজা বলে "সত্য মানি বাক্য আপনার,
ডা' ভয় নাই ভঙ্গ করি অঙ্গীকার.
কিন্তু বল দেখি এবে কি করি উপায়,
অনাহারে সেনাগণ মরিবে ত্বরায়.
না খাইয়া কালকষ্ট বাঁচিল যাহারা,
অ-লেলে কি নিরাহারে মরিবে তাহারা.?
রাণী বলে "চিন্তা কিছু না কর তাহার,
অদ্যবাত্রে শত্রুগণ হইবে সংহার.
প্রভাতে সকল খাদ্য সামগ্রী পাইবে,
বিজয়ী হইয়া রণে দেশেতে যাইবে."
যেমন কহিল রাণী হইল তেমনি,
অর্দ্ধরাত্রে যুদ্ধসাজ করিল আপনি,
চীনদল দৈত্যবল ঐক্য করি আনি
ঘোরযুদ্ধ আরম্ভ করিল চেরেস্থানী
মগলের সেনাপতি ক্ষণেক যুঝিয়া,
ত্যজিল সংগ্রামস্থল সঙ্কট বুঝিয়া.
প্রভাতে প্রান্তর দেখে শবে আচ্ছাদিত,
চীনপতি অতিশয় হৈলা আহ্লাদিত.
মোগলের দ্রব্যজাত যত কিছু ছিল,
খাদ্যবস্তু আদি সব সৈন্যগণে দিল.
চেরেস্থানী চীনেশ্বরে কহিছে তখন,
"হইল সমর শেষ শত্রুর নিধন.
স্বদেশে যাইয়া তুমি সুখে কর বাস,
আমি কিন্তু চলিলাম ছাড়ি তব আশ.
আর না হইবে দেখা করিলে নির্ব্বন্ধ
জানিবা জন্মের মত হইল বিচ্ছেদ.
যাহা বল সে কেবল দোষ আপনার,
কেননা পালিলে তুমি নিজ অঙ্গীকার.?"
রাজা বলে "হায় বিধি শুনি একি বাণী,
এমন মনস্থ তুমি ত্যজ চেরেস্থানী.

করি নাই তাদের্শ্ব অভিলাষ হীনা,
অপরাধ ক্ষমা দিয়ে [illegible]
শপথ করিয়া বলি শুনহে এখন,
আর তুমি কোন নারি পাইবে না শুন.
যেকর্ম্ম করিবে পরে বুঝ মনে সার,
বাক্যমনে অসংগ্রাব করিব না আর."
রাণী বলে " দিবং বৃথা কর মনস্থাপি,
ক্ষমা করি তেন শক্তি নাহি ধরি আমি.
দৈত্যশাস্ত্র কোনমতে হবেনা লঙ্ঘন,
তোমাকে ছাড়িতে হৈল তাহার কারণ."
কান্দিয়া রাজাকে আরো কহে নৃপদারা,
" একেবারে হৈলে পত্নীপুত্রকন্যা হারা.
সবকথা মহারাজ তোমাকে কহিয়া,
চলিলাম জন্মশোধ বিদায় হইয়া."
ইহা কহি অন্তর্ধান হইল রমনী,
সহিতে লইয়া নিজ কুমার নন্দিনী.
প্রাণাধিক প্রিয়গণে বঞ্চিত হইল,
বলা নাহি যায় রাজা কিশোক পাইল,
বিবর্ণ শরীর মুখ উন্মাদের প্রায়,
কুন্তল ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়
নিরানন্দে দৈনদৈন দেশে আসি ভূপ,
কহিলেন মেজিরউজীরে এইরূপ.
" শুন মন্ত্রি রাজ্যভার দিলাম তোমাকে,
আপন ভাবিয়া তুমি শাসিবে প্রজাকে.
আত্মদোষে হারাইয়া স্ত্রীপুত্র সকলে,
মরণ পর্য্যন্ত শোক ভাবিব বিরলে.
অন্যে যেন আসিতে না পারে এইখানে,
কেবল আসিবে তুমি মম বিদ্যমানে.
কিন্তু রাজকার্য্য কথা কিছু না কহিবে,
কেবল রাণীর বার্ত্তা সদা শুনাইবে."
দ্বার বন্ধ করি পরে রহিলেন রায়,
মন্ত্রী ভিন্ন কেহ কাছে যাইতে না পায়
নিত্য নিত্য গিয়া মন্ত্রী ভূপালের ঘরে,
দুঃখেতে তাঁহার মন সুরঞ্জন করে.

মনের ভাবে [illegible] শোকাগ্নির বিনাশ,
কিন্তু দিনদিন বৃদ্ধি পাইল হুতাশ.
অবিরত ভাবে যাহা কভু কর্ম্ম নয়,
মহাশোকে দশবর্ষ অতিবাহি যায়
একাকিত জীবনের শোক চিন্তা ভোগে,
ক্রমশ [illegible] আসি ঘোরতর রোগে
শিরে [illegible] কাল আগত হইল,
আচম্বিতে দৈত্যরাণী আসিয়া কহিল
" শুন রাজা আসিলাম পূর্ব [illegible],
করিতে শোকের শান্তি [illegible].
আমাকার ভঙ্গ হেতু [illegible]
রহিলাম দশবর্ষ ছাড়িয়া তোমারে.
কভু নাহি আসিতাম শুনহে রাজন,
প্রেমিকের পথ যদি করিতে সেবন.
অনুভব ছিল এই নানা সন্তান
পিরিতি কি রীতি তার জানেনা সন্ধান.
কিন্তু বিধি ঘুচাইল মনের বিবাদ,
তোমার চরিত্র হেরি জন্মিল আহ্লাদ
অতএব পুত্র কন্যা লইয়া সহিতে
আসিলাম পুনর্ব্বার তোমাকে দেখিতে."
একথা যখন কহে রাজার বনিতা,
আসিল পিতার কাছে কুমার দুহিতা.
দেখিয়া ভূপতি অতি আনন্দে ভাসিল,
ক্রমেতে পীড়ার শান্তি হইতে লাগিল
একত্রে মিলিয়া সবে থাকে কিছু কাল
সময়ে মরিল রাণী আর মহীপাল
পিতৃ সিংহাসনে পুত্র বসিলেন শেষে,
কুমারী হইল রাণী জননীর দেশে.

অতঃপর মন্ত্রী সমাপ্ত করিলে ইতিহাস,
সখীগণ স্বস্ব মত করিল প্রকাশ.
দৈত্য কুহকির কথা অতি আহ্লাদের,
প্রশংসিয়া কেহ কেহ নিন্দে আবদের.

আর মকড়ী সম্বন্ধে ইহার,
কহিল উত্তম কথা আবার যুবার.
এবার হাসিয়া পরে ফর্খনাজ কয়,
"মোর মতে চীনেশ্বর অপরাধী হয়.
এই কথা দেলেরাবী কহিল যখন,
[illegible] মোরা কহিলা কখন,
[illegible] রাণী [illegible] কেন না রাখিল,
পুত্রের [illegible] বাক্য প্রতীত হইল."
ধাত্রী বলে "ঠাকুরাণি কহ একেমন,
প্রাণ দিয়া কথা রাখে আছে হেন জন.
অনুমতি কর যদি শুনাই এখনি,
কৌলফ দেলেরা দুই প্রেমির কাহিনী."
ইহা শুনি রাজকন্যা অনুমতি দিল,
সটন্মিমী এইরূপে গল্প আরম্ভিল.

কৌলফ ও দেলেরার ইতিহাস

পূর্ব্বে আব্দুল্লা নামে সাধু এক জন
[illegible] নগরে বাস অতুলিত ধন.
দেশ দেশ ভ্রমি করে অর্থ উপার্জ্জন,
বড় ধনপতি কিন্তু পুত্র না জন্মিল
এই হেতু অবিশ্রান্ত বিতরণ করে,
অবাধায় ভিক্ষুকের যাতায়াত ঘরে
ফকিরেরে ধন দিয়া প্রতি দিন বলে,
পুত্রের প্রার্থনা মোর করিবে সকলে.
মসজিদ মন্দির মঠ বিবিধ স্থাপন,
করিল চিকিৎসালয় রোগীর কারণ.
কিন্তু এত আকুঞ্চন বিফল হইল,
পিতা হইবার আশা কিছু না রহিল.
একজন বৈদ্য ছিল অতি যশোধর,
একদিন তাহাকে আনিল সদাগর
আহারাদি করাইয়া প্রাচীন কহিল,
"কয় বর্ষ আকুঞ্চন পুত্র না হইল."
উত্তর করিল বৈদ্য শুন মহাশয়,
বিধাতার কৃপা বিনা পুত্র নাহি হয়.
[illegible] বিধি আছে আরীক বারণ,
উপায় দেখিবে যবে পুত্রের কারণ"
সদাগর কহে "[illegible] দেখি তবে
কিরূপে আমার এক পুত্র প্রাপ্ত হবে"
চিকিৎসক বলে "সাধু কর বিবেচনা,
[illegible] কর সুরূপা যুবতী একজন.
[illegible] হবে সেই নারী,
[illegible] জানি
[illegible] হবে [illegible] মধুর [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible] চল্লিশ দিন নিয়ম [illegible]
[illegible] মাংস [illegible] প্রয়োজন,
[illegible] দিবে মন.
এ [illegible] হয়,
[illegible] গর্ভে জন্মিবে তনয়"
বৈদ্যের এ সব কথা আব্দুল্লা শুনিয়া,
[illegible] একনারী আনিল কিনিয়া.
[illegible] তাহার.
[illegible] গর্ভে [illegible] কুমার.
কৌলফ রাখিল নাম [illegible] রাখি,
[illegible] সাধু [illegible]
পুত্রের [illegible] আনন্দিত মনে
বিতরণ করে বে নানা দুঃখি জনে.
বড় [illegible] শিশু বাড়িতে লাগিল,
[illegible] শিখিতে লাগিল.
[illegible] আবাসে,
হইলেন বিচক্ষণ [illegible] পাণ্ডিত্যে.
কোরাণ প্রভৃতি টীকা যাহা পাঠ করে,
স্বচ্ছন্দে নিগূঢ় অর্থ বুঝিবারে পারে.
পারস্য আরবদেশী যত ইতিহাস,
রাজাদের পূর্ব্বকাণ্ড করিল অভ্যাস.
নীতি জ্ঞান বৈদ্যশাস্ত্র হৈল অধিকার,
বিশেষত জ্যোতিষে বুৎপত্তি চমৎকার.

বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ না যাইতে,
কবিকর বিচক্ষণ হইল গাযিতে.
জন্মাইল এতাদৃশ নিপুণতা রণে,
কার সাধ্য যুদ্ধ করে আসি তার সনে
বিশেষিয়া গুণ তার কি কহিব আর,
হইল সাধুর পুত্র সর্ব্ব গুণাধার.
এতাদৃশ গুণসিন্ধু তনয় যাহার,
অসাধ্য বর্ণন্ করা যে সুখ তাহার
সদাগর প্রাণাধিক ভালবাসে তারে,
তিল আদ অদর্শনে থাকিতে না পারে,
কিন্তু না হইল ভোগ বহু কাল সুখ
দুরন্ত কৃতান্ত তাহে করিল বিমুখ.
অন্তকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া
পুত্রকে বুঝায় সাধু বিস্তর করিয়া.
অনন্তর লোকান্তর করিতে গমন,
সর্ব্বধন অধিকারী হইল নন্দন.
কিন্তু বহুযত্নে যাহা পিতা উপার্জ্জিল,
কুকর্ম্মে কুমার তাহা দিতে আরম্ভিল.
নির্ম্মাণ করিয়া এক মনোহর পুরী,
আনিয়া রাখিল কত বারাঙ্গণা নারী
লম্পট কএক বন্ধু নিয়া সেইস্থানে,
দিবানিশি বাদ্য গান মত্ত মদ্য পানে.
এই ভাবে কিছুকালে গেল সবধন,
বেচিতে হইল বাটী আর নারীগণ
ক্রমশ ভিক্ষার দশা তাহাতে হইল,
দেখিয়া সকল শত্রু হাসিতে লাগিল.
হইয়া দুঃখিত অতি কৌলক তখন,
পূর্ব্ব সখাদের কাছে করিল গমন.
" শুন ওহে মিত্রগণ (সাধু সুত কয়)
আমাকে দেখিয়াছিলে সৌভাগ্য সময়
আরো দেখ এই দুঃখ হৈয়াছে আমার,
এখন দুঃখের কালে করহ উদ্ধার.
মনে কর কত কথা বলিয়াছ আগে,
আমার বিপদ কালে দিবে যাহা লাগে."
এইরূপে কত কহে বন্ধুদের স্থানে,
কিন্তু তাহা কোন ব্যক্তি শুনিল না কাণে.
কেহ বলে ঈশ্বর ঘুচাবে এই দুঃখ,
কেহবা দেখিয়া তারে ফিরাইল মুখ.
সাধুপুত্র বলে " হায় ওরে বন্ধুগণ
দুঃখ কালে তোমাদের এই আচরণ?
যথার্থই ভালবাস ভাবিতাম যত,
উপযুক্ত শাস্তি মোর হৈল তার মত".
মিত্রদের উপচারে হইয়া নৈরাশ,
লজ্জা আর মনোদুঃখে ছাড়িল ডামাস.
আসিল কেরিটী দেশে কেরাকোর্ন বামে,
যেরাজ্যের নরপতি কাবলখাঁ নামে.
বাসা করি সরাইতে, সঙ্গে যাহা ছিল
তাহাতে পোষাক জামা পাগুড়ি কিনিল.
সারাদিন ফিরে পথে নগর দেখিয়া,
রাত্রি হৈলে থাকে নিজ বাসাতে আসিয়া.
এক দিন লোক মুখে শুনিল সম্বাদে,
দুই জন ক্ষুদ্র রাজা করিয়া বিবাদ
কাবলখাঁ ভূপে কর দিতে নাহি চায়,
অতএব যুদ্ধ সাজ করিছেন রায়.
শুনি এই সমাচার আব্দুল্লা নন্দন,
রাজাকে বলিল যুদ্ধে করিব গমন.
রণে যাবে অভিপ্রায় শুনিয়া রাজন
সৈন্য মধ্যে গণ্য তারে করিলা তখন.
সংগ্রামে শত্রুরে বীর করিলেক জয়,
বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হৈল সেনাচয়.
বহু ধন্যবাদ করে সেনাপতি গণ,
নিকটে রাখিল তারে রাজার নন্দন.
আরো কত ক্ষুদ্র রাজা কিছু দিন পরে,
রাজ প্রতিকূলে উঠি যুদ্ধ সাজ করে
পুনশ্চ তাহাতে রণ করিতে হইল,
কৌলক তাহার দিগে পরাস্ত করিল,
এরূপ ক্ষমতা কত দেখিয়া তাহার,
অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র ভাবিল কুমার.

কিছু কাল পরে হৈল রাজার পঞ্চত্ব,
মির্জান পাইল সব পিতার রাজত্ব.
করিয়া কৌলফে প্রিয়পাত্রের প্রধান
অনুগ্রহ ক্রমেত দেখায় মির্জান
অদৃষ্টের পরিবর্ত্ত দেখিয়া তখন,
ভাবিল আপন মনে সাধুর নন্দন.
আছে যত সুখাসুখ মানব জনমে,
দিয়াছেন বিধি মোরে সকলি প্রথমে
যখন তামাসে আমি ছিলাম সুখেতে,
তখন কি ভাবিতাম পড়িব দুঃখেতে.
কিম্বা কেরাকোর্ম দেশে আসি যেই কালে
কেজানে এমন সুখ ছিল মোর ভালে?
অদৃষ্টের শুভাশুভ কভু বাধ্য নয়,
খণ্ডাবে বিধির লিপি কার সাধ্য হয়?
অতএব আল্লা তুমি থাকিবে সকলে,
কপালের ভাল মন্দ যাবেনা বিফলে
এইরূপ যুক্তি করি আব্দুল্লা তনয়,
মনের আনন্দে সদা কাটায় সময়.
এক দিন পুরী হৈতে যাইয়া বাহিরে,
পথেতে দেখিল এক প্রাচীনা নারীরে.
মুখেতে ঘোমটা টানা ফিতা বাঁধা তাতে,
গলে গজমতি হার যষ্টি আছে হাতে.
তাহার সহিতে যায় নারী পঞ্চজন,
ঘোমটায় সকলের মুখ আচ্ছাদন.
জিজ্ঞাসিল প্রাচীনাকে সাধুর তনয়,
করিবে কি এসকল নারীকে বিক্রয়?
তাহার বচনে বুড়ী কহিলেক পরে,
"আনিয়াছি সত্য বটে বেচিবার তরে"
সবারি ঘোমটা খুলি করি বিবেচনা
দেখিল যুবতীগণ অতি সুলক্ষণা.
বিশেষতঃ একজন মনোজ্ঞা হইল,
এই নারী বেচ মোরে বৃদ্ধাকে কহিল.
বুড়ী কহে "দেখিতেছি সম্ভ্রান্ত আপনি,
আপনার যোগ্য নহে এমন রমনী.
পরম সুন্দরী কত আছে মোর ঘরে,
রূপে গুণে ইহা দগে তিরস্কার করে.
সঙ্গে চল সে সকল দেখাব তোমাকে,
বাছিয়া লইবে ভালবাসিবে যাহাকে.
একথা শ্রবণ করি সাধুর নন্দন,
প্রবীণার সঙ্গে সঙ্গে করিল গমন.
একটা মঠের কাছে গিয়া বুড়ী কয়'
"এই খানে ক্ষণেক দাঁড়াও মহাশয়."
একথা বলিয়া বৃদ্ধা গমন করিল,
সেইখানে দাঁড়াইয়া কৌলফ রহিল.
তিন দণ্ডাবধি প্রায় অপেক্ষা করিয়া,
তার পরে বুড়ী তথা আসিল ফিরিয়া.
আলখাল্লা ঘোমটাদি নারী যাহা পরে,
আনিল রমনী বেশে নিয়া যাবে ঘরে.
কৌলফেকে সেই বাস পরাইয়া কয়,
ইহাতে অশ্রদ্ধা নাহি কর মহাশয়.
দেখিছ বিশিষ্টা নারী আমরা সবাই,
গৃহে পরপুরুষে আনিতে লজ্জা পাই.
কৌলফ কহিল "চিন্তা না করি জননি,
ভাল যাহা বুঝ তাহা করিবে তখনি."
অপর ঘোমটা আর আলখাল্লা পরি,
চলিল বৃদ্ধার সঙ্গে নারীরূপ ধরি.
কতদূর গিয়া এক অট্টালিকা পায়,
সেইখানে তিনজনে প্রথমত যায়.
সকল প্রাঙ্গণ বাঁধা সবুজ পাষাণে,
তাহা ছাড়ি গেল এক প্রকাণ্ড দালানে.
সেখানে প্রস্তর পাত্র আছে পূর্ণ জলে,
তাহাতে মরাল গণ ফিরে কুতূহলে.
স্বর্ণের পিঞ্জর চারিদিগে শোভা পায়,
বিবিধ বিহঙ্গ বসি গান করে তায়.
এসব হেরিয়া হর্ষ আব্দুল্লা তনয়,
আসিলেক এক নারী এমন সময়.
ঈষদ হাসিয়া ধনী প্রণাম করিয়া,
বসায় বিচিত্রাসনে তাহারে ধরিয়া.

অপূর্ব্ব অম্বর হতে মড়াইয়া নিল,
কৌলফের মুখ অম্বু মুছাইয়া দিল।
কোথায় [illegible],
মনেতে চাঞ্চল্য অতি হইল তখন.
ইহাকে করিব ক্রয় এই মনে করে,
[illegible] অন্য এক নারী আনি পরে.
ইহার সৌন্দর্য্য দেখে আরো চমৎকার
পরম [illegible]
[illegible] পায়,
[illegible]
আনিয়া দুয়ার কাছে [illegible] নারী,
পদ পাখালিতে বসে নিয়া স্বর্ণ ঝারী.
কৌলফ তাহাতে করে নারীকে বারণ,
সহস্তে ধরিতে চায় তাহারি চরণ.
হেনকালে আসিল বিংশতি জন সখী,
একেবারে অজ্ঞান হইল তাহা দেখি
অপরূপা সর্ব্বগুণা যৌবন বয়সী,
মধ্যে বেরা আছে এক পরম রূপসী.
সকলে জিনিয়া তার রূপ অনুপম,
অঙ্গে কত মণি মুক্তা শোভে মনোরম.
তাহাকে দেখিয়া মনে ভাবে যুব নর,
নক্ষত্র বেষ্টিত বুঝি হবে নিশাকর.
মোহিত হইয়া পড়ে কৌলফ ভূতলে,
শীঘ্র আসি ধরে তারে সখীরা সকলে.
চেতন হইলে তার কহে সেই নারী,
“জালে পড়িয়াছে পাক্ষ আহা মরি মরি”
কৌলফেকে পালঙ্কেতে বসাইয়া নারী,
আনাইল মণিপাত্রে শর্করার বারি.
সুন্দরী লইয়া কিছু পান করি আগে,
সাধুপুত্রে পাত্র দিয়া বসে পার্শ্ব ভাগে
তাহাতে কৌলফ মনে ভাবিল সুখেতে,
উদাস হইয়া বাক্য না সরে মুখেতে.
নারী বলে “এ কেমন দেখিহে তোমায়,
অন্যাকার হইয়াছ কোন ভাবনায়.
আমাদের দৃষ্টি বুঝি কুদৃষ্টি কেমন,
নহিলে আপনি কেন হইলে এমন.
বিরলে কৌলফ কহে [illegible],
আর লজ্জা দিও না হে [illegible].
তোমার সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করে যেই জন,
কি যন্ত্রণা পায় মনে জান [illegible]
অতএব হের তব এ মুখ [illegible]
মন মোর [illegible]”
হাসিয়া কহিল ধনী “স্থির কর মন,
ভাব যেন নারী ক্রয় করিবে এখন”
ইহা বলি অন্য মন করিবার তরে,
হস্তে ধরি কৌলফের যায় আর ঘরে.
মেজেতে সাজান ছিল খাদ্যদ্রব্য কত,
মিঠাই মিষ্টান্ন ফল মূল নানামত.
উপনীত হৈয়া তথা সহ সখীগণ,
একত্রে বসিলা সবে করিতে ভক্ষণ
আহার করিয়া তারা উঠিল যখন,
স্বর্ণ ঝারী পুরি জল আনিল তখন.
বাদামের মঞ্চে হস্ত করি প্রক্ষালন,
রেশমের তোয়ালেতে মুছে নারীগণ
পরে সুরামন্দিরে প্রবেশ করে সবে,
স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধীয় কত পুষ্প শোভে.
মধ্যে প্রস্তরের পাত্রে জীবন নির্ম্মল,
সৌরভের বৃদ্ধি করে সুরাকে শীতল.
কৌলফে সকলে পান করিতে বলিল,
নিজে নিজে মদ্য পরে খাইতে লাগিল.
মত্ত হৈয়া দালানেতে আসি সখীগণ,
গান বাদ্য নৃত্যে সবে সমর্পিল মন
আনাইল বেহালা সেতারা বরবত,
তানপুরা বীণা বাঁশি যন্ত্র নানামত.
কেহ নৃত্য কেহ বাদ্য আরম্ভ করিল,
কেহ বা যন্ত্রেতে তান ছাড়িতে লাগিল.
গান বাদ্য সখীগণ করিল উত্তম,
কিন্তু প্রধানার কাছে সকলে অধম

মিত্র শুবে কৌলফেকে তুসাইতে চায়,
বাঁশী নিয়া বিশেষিয়া প্রধানা বাজায়.
লইয়া বেহালা পরে বরবত আর
বীণাতে ছাড়িল রাগ অতি চমৎকার.
গান বাদ্যে মনুষ্য নিপুণ হয় যত
রমণী উত্তম রূপে করিলেক তত.
সংক্ষেপেতে বলি শুন, কৌলফের মন
একেবারে বিমোহিত করিয়া প্রবন্ধ
"আর না থাকিতে পারি (কহিল তাহাকে,)
নিতান্ত অজ্ঞান প্রিয়ে করিলে আমাকে.
মস্তক তোমার পদে রাখিব এখন,
আজ্ঞা দেও করি তব করেতে চুম্বন."
উন্মাদের ন্যায় পরে পড়ি পদতলে
চুম্বিল নারীর কর ধরি নিজ বলে
কিন্তু সুন্দরীর তাহে হৈল মহাক্রোধ,
ঠেলিয়া ফেলিয়া কহে "একিরে নির্বোধ.
যে হৈস্ আছিস্ তুই থাক্ সাবধানে,
এত অহঙ্কার তোর কিলাগি এখানে.
কূলের কামিনী প্রতি করিস্ কামনা,
কখন না পূর্ণ হবে এমন বাসনা"
একথা বলিয়া ধনী গেল ততক্ষণ,
চলিল তাহার সঙ্গে সহচরীগণ.
রুষ্টা করি রমণীকে কৌলফ দুঃখিত,
অন্তরে কতই চিন্তা হইল উদিত.
ভাবিতেছে মনে কত একাকী বসিয়া,
হেনকালে বৃদ্ধা তারে কহিল আসিয়া.
"হায় হায় বল দেখি করিলে কি কায?
একেবারে বুঝি তুমি খাইয়াছ লাজ.
নারী বস্ত্রনায় করি বলিলাম বলে,
বাড়ী দেখি বিবেচনা কিছু না করিলে.
আনিলাম কিপ্রকারে নাকরিলে জ্ঞান,
ভাবিলে কি নিতান্তই বস্ত্রধারিণী?
করিলে এখন তুমি যার অপমান,
পিতা তার রাজসভ্য অতি মানমান."

বৃদ্ধার বাক্যেতে আরো বাড়িয়া উত্তাপ,
সেই কর্মে ততোধিক হৈল মনস্তাপ.
অপমান করিয়াছে বলিয়া কাতর,
আর না হেরিব তারে ভাবিল বিস্তর.
হেনকালে পুন কন্যা সহ সহচরী
আসিল তথায় বেশ পরিবর্ত্ত করি.
যুবার ভাবনা দেখি কহিলেক নারী,
"মনস্তাপ বুঝি তুমি পাইয়াছ ভারি.
ভাল ভাল একবার ক্ষমা করিলাম.
শিষ্ট হৈয়া কহ মোরে পরিচয় নাম."
কৌলফ বাসনা করে যাতে প্রীতা হয়,
অতএব আনন্দেতে রমণীরে কয়.
"কৌলফ আমার নাম শুনহে যুবতি,
আমাকে বাসেন ভাল মির্জান ভূপতি"
কন্যা কহে "তব নাম শুনিয়াছি কাণে,
বাখানে তোমার যশ সবে এই খানে.
বড়ই বাসনা ছিল দর্শন তোমার,
এখন সে আশা পূর্ণ হইল আমার."
সহচরী গণে পরে কহিল সুন্দরী
ইহাঁর সন্তোষ কর গান বাদ্য করি.
এরূপ তাহার আজ্ঞা সখীরা পাইয়া,
আরম্ভিল নৃত্য গীত প্রফুল্ল হইয়া.
উল্লাসেতে অস্তাচল গেল দিবাকর,
নিশিতে আলোক ময় করাইল ঘর
ভোজন প্রস্তুতে যায় সখীরা সকলে,
তারে ধনী নানাকথা জিজ্ঞাসে বিরলে.
"আছে কি সুন্দরী কেহ ভূপতির ঘরে,
কে কেমন কে প্রিয়সী কহত আমারে."
কৌলফ বলিল "আছে অনেক রূপসী,
তাহারা সামান্যা নহে যৌবন বয়সী.
তার মধ্যে এক জনে ভালবাসে ভূপ,
গোলেন্দাম নাম তার মনোহর রূপ.
যে পর্যন্ত দেখি নাই নয়নে তোমাকে,
ভাবিতাম অনুপমা রূপসী তাহাকে,

কিন্তু হেরি তব রূপ মনে ভাবি তাই.
বাসনা কোথায় দিব দেখিতে না পাই”
এইরূপ যত কথা কৌলফ কহিল,
শুনিয়া দেলেরা অতি সন্তুষ্টা হইল.
বৈরক নামক সভ্য মির্জান রাজার,
দেলেরা নামেতে এই কুমারী তাহার.
সভ্যকে কোরশী দেশে আপনি রাজন,
পাঠাইয়া দিল কোন কর্ম্মের কারণ.
এইহেতু পিতা তার থাকে দেশান্তরে,
পুরুষেকে ঘরে আনে আমোদের তরে,
দুষ্টি হেতু সভ্যসুতা তাহা দিগে দেয়,
বেচারি দেখিলে পরে যুক্ত শাজা দেয়.
অতএব কৌলফের স্তুতিবাক্য শুনি,
অতিশয় আনন্দিতা হইল রমনী.
রাজার প্রিয়সী হৈতে সুন্দরী রূপেতে,
ইহাতে আহ্লাদ বড় জন্মিল মনেতে.
ভোজনে বসিয়া ধনী করে কতরঙ্গ,
কৌলফেরে নানামত শুনায় প্রসঙ্গ.
রূপ হেরি যেই প্রেম মনে সঞ্চারিল,
প্রমোদে সে প্রেমশিখা দ্বিগুণ বাড়িল.
কৌলফ রসিকতম করে কত রস,
প্রেমালাপে যুবতীর মন করে বশ.
বিদায় সময়ে সাধু চরণে ধরিয়া
কহিল এরূপ তারে বিনয় করিয়া.
“শতেক বৎসর যদি থাকি তব সনে,
মুহূর্ত্তেক মাত্র জ্ঞান হয় মোর মনে.
যাহাহৌক ক্ষনি আমি হইয়া বিদায়,
আজ্ঞা যদি দেও কালি আসিব হেথায়”
নারী বলে “দাঁড়াইবে অদ্য যথা ছিলে.
বৃদ্ধা আনিবেক গিয়া সূর্য্য অস্ত গেলে”
ইহা বলি এক তোড়া আনায় রমনী,
পরিপূর্ণ তাহাতে জহর মুক্তা মণি
নারী বলে ‘এই কিঞ্চিৎ দিতেছি তোমারে,
গ্রহণ করহ যদি চাহ আসিবারে.’

লইয়া সে রত্ন থলি আবুল্লা কুমার,
বিদায় হইল তারে করি নমস্কার.
বুড়ীর সহিত বাচে সাক্ষাৎ হইল,
খিড়কী দ্বার খুলি পথ দেখাইয়া দিল.
রাজার পুরীতে গিয়া করিল শয়ন,
কিন্তু নাহি একবার মুদিল নয়ন.
প্রভাত হইলে রাত্রি সাধুর নন্দন,
ভূপালের স্থানে গিয়া দিল দরশন.
রাজা বলে “কোথা হৈতে আসিলে এখন,
বল কালি কেন ছিলে হইয়া গোপন?”
কৌলফ বলিল “প্রভু করি নিবেদন,
আশ্চর্য্য হবেনা যদি শুন বিবরণ.”
ইহা বলি কহিল সমস্ত ইতিহাস,
দেলেরার রূপ গুণ করিয়া প্রকাশ.
শুনিয়া আশ্চর্য্য রূপ কহেন ভূপতি,
সত্যকি সুন্দরী হেন দেলেরা যুবতী?|
কৌলফ উত্তর করে “শুন মহাশয়,
যেরূপ রূপসী নারী কহিবার নয়.
চিত্রকর যদি চায় চিত্রিয়া আঁকিতে
সাধ্যকি রূপের কণা কলমে রাখিতে.”
রাজাবলে “ভালকথা কহিলে আমারে,
বলদেখি কি প্রকারে দেখিব তাহারে.
আজিত তোমার তথা আছে নিমন্ত্রণ,
ভানু অস্তে একি সঙ্গে যাব দুইজন”
শুনিয়া রাজার বাণী কৌলফ চিন্তিত,
হায় বুঝি তার প্রেমে হৈলাম বঞ্চিত.
বলিল “কেমনে প্রভু লইয়া যাইব,
আপনি ভূপতি তাহা কাহারে কহিব”
রাজা বলে “কৌলফ কি চিন্তা আছে তার,
যাব আমি অনুচর হইয়া তোমার”
শুনিয়া সাধুর পুত্র রাজার একথা,
নাহি পারে কোনমতে করিতে অন্যথা.
দিনমণি অস্তগিরি করিলে গমন,
ভৃত্য সাজি পাত্র সঙ্গে চলিল রাজন.

দাঁড়াইয়া থাকে দোঁহে মঠ সন্নিধানে,
কিছুকাল পরে বৃদ্ধা আসিল সেখানে.
ভূপে হেরি সাধুর তনয়ে বুড়ী কহে,
"ভৃত্যকেন সঙ্গে, ওরে বল যায় গৃহে,"
কৌলক কহিল "মাতা ক্ষতি নাহি তায়,
অনুমতি কর তুমি ভৃত্য সঙ্গে যায়.
এই যুবা সুন্দর বহু গুণ ধরে,
গাইলে রসিক জন নানা রস করে.
কবিতা করিয়া নিজে অতি ভাল গায়,
শুনি তব ঠাকুরাণী তুষ্টা হবে তায়"
প্রবীণা আপত্তি পরে আর নাহি করে,
লইয়া চলিল দাসবেশী নৃপবরে.
কৌলক সাজিল নারী মির্জান কিঙ্কর,
প্রবেশিল তিনজনে পুরীর ভিতর.
উপরে আসিয়া দেখে গৃহ আলোময়,
মন্দ মন্দ সুগন্ধ সকল ঘরে বয়.
ভৃত্য হেরি জিজ্ঞাসিল দেলেরা সুন্দরী,
"আনিয়াছ কেন আজি দাস সঙ্গে করি?"
কৌলক বলিল "শুন কারণ ইহার,
আনিলাম দাসে মন রঞ্জিতে তোমার.
কিঙ্কর আমার কবি কাব্যকার হয়,
গান বাদ্য শুনি তব হবে সুখোদয়."
একথা শুনিয়া নারী করিল উত্তর
"ভাল তবে ক্ষতি নাই রহিল কিঙ্কর"
ভূপে বলে "দেখ ভাই থাক এইখানে,
কিন্তু সাবধান ত্রুটী নাহি হয় মানে."
এই বাক্যে নরপতি কত ছল ধরে,
মিষ্টভাষে পরিহাসে রঙ্গ ভঙ্গ করে.
নারী বলে "ভাল বটে আনিয়াছ দাস,
রসিক নাগর যুবা জানে পরিহাস
আচরণে আরো ভাল লাগিল আমাকে,
[illegible] যুগানে আজি রাখিব ইহাকে."
কৌলক বলিল "ভাল, তুষ্টা হৈলে যদি,
দিলাম তোমাকে দাস এখন অবধি".

ভৃত্যকে কহিল "শুন বচন আমার,
অদ্যাবধি কর্ত্রী হন দেলেরা তোমার."
নারীর সম্মুখে রাজা তখনি সরিয়া
বিনয়ে কহিল কর চুম্বন করিয়া.
"অদ্যাবধি ঠাকুরাণি আমি তব দাস,
করিয়া তোমার সেবা পূরাইব আশ"
আহ্লা নন্দনে পরে যুবতী কহিল,
"এ অবধি এই ভৃত্য আমারি হইল.
কিন্তু এরে রাখিতে না পারি এইখানে,
তোমার কিঙ্কর এই সব লোকে জানে.
যদি দেখে মোর ঘরে থাকিতে ইহাকে,
সবলোকে কলঙ্কিণী কহিবে আমাকে.
অতএব ভৃত্যে নিয়া রাখ তবস্থানে.
আসিবে যখন সঙ্গে আনিবে এখানে."
এইরূপ কিছুকাল বঞ্চিয়া কথনে,
দেলেরা কৌলক সঙ্গে বসিল ভোজনে.
নৃপতি যুগায় সুরা দাঁড়িয়া সম্মুখে,
নানা কাব্য কথা কহে পরম কৌতুকে.
তুষ্টা হৈয়া নারী কহে "সাধুর কুমার,
একত্রে বসিয়া ভৃত্য করুক আহার"
যুবা বলে "হয় নাহি এরূপ কথন,
ভৃত্যসনে একাসনে করিতে ভোজন."
নারী কহে "হৌক সেনে তাকে পারা যাবে.
কি দোষ ইহাতে বল সঙ্গে বসি খাবে"
কৌলক বলিল "তবে বস কামটাপন,
রমনীর মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ"
একে চায় আরে পায় একথা বলিতে,
তখনি বসিয়া রাজা লাগিল খাইতে.
বৈরক কুমারী সুরা আনাইয়া পরে,
পাত্র পুরি ভূপতির সম্মুখেতে ধরে.
"হেদে এই সুরাপাত্র নিয়া কামটাপন,
আমার কুশল অর্থে করহ ভক্ষণ"
সুরাপাত্র নরপতি হস্ত হৈতে নিয়া,
ভক্ষণ করিল তার হস্তে চুম্ব দিয়া.

আরো এক পাত্র সুরা দিয়া তার পরে,
আপনি করিল পান উৎসাহের তরে.
তদন্তর স্বর্ণপাত্রে সুরা পূর্ণ করি
হস্তে রাখি কৌশকেকে কহিল সুন্দরী.
"গোলেন্দাম প্রতি তব আছে যে আশয়,
পান করি যেন সেই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়"
লজ্জিত হইয়া যুবা যুবতীকে বলে,
"একি কহ বিপরীত কৌতুকের ছলে?
গোলেন্দাম রাজপ্রিয়া আমি তার দাস,
না করেন বিধি যেন তাতে হয় আশ"
দেলেরা হাসিয়া কহে "সে আর কেমন,
একেবারে পরি সিদ্ধ হও যে এখন.
কালি যাহা বলিয়াছ ভুলি নাহি মনে,
কাব্য নহে মজিয়াছ গোলেন্দাম সনে.
যথার্থ বলনা কেন কি ভয় হেথায়?
সেই রাজ প্রিয়া ভাল বাসেন তোমায়.
বল নাহি রঙ্গরস কর দুই জনে,
করিতেছি আমরা যেমন এইক্ষণে"
কৌশক এতেক শুনি মহা সশঙ্কিত,
পাছে কাব্য নৃপবর ভাবে বিপরীত.
"ক্ষমা কর হে সুন্দরি (বলে পুনর্বার)
মিথ্যা কেন পরিহাস কর এপ্রকার.
সত্য বলিতেছি শুন আমার বচন,
আলাপ তাহার সনে নাহি কদাচন."
এইরূপ সাধু পুরুষ অপ্রতিভ যত,
দেলেরার পরিহাস বাড়ে আরো তত.
বলে "হেথা লজ্জা কিবা সেকথা কহিতে,
ভয় কি আমরা ভূপে যাবনা বলিতে.
কাল তোপন জিজ্ঞাসত প্রভুরে তোমার,
আমাদিগে অপ্রত্যয় কিজন্যে ইহার?"
ভৃত্য কহে "মহাশয় কিসের ভাবনা,
সাধিছে রমণী এত পুরাও বাসনা.
কিরূপে হইল প্রেম জানিতে কেমন,
কি যোগে তাহারে বশ করিলে এমন.
কেমনে বা নৃপতিকে ভুলাইয়া ছল,
বিস্তারিয়া সব কথা যুবতীকে বল."
পশ্চাৎ কিঙ্কর কহে দেলেরার কাছে,
"আমারো শুনিতে বড় অভিলাষ আছে.
ইনি মোরে সব কথা করেন বিশ্বাস,
কিন্তু কিছু শুনি নাই এ প্রেম আভাস."
কৌশক রাজার বাক্যে স্তব্ধ একেবারে,
পরিহাসে কুলাঙ্গনা ভুলাইল তারে.
তাহারা কৌতুক কত করে সেই রূপ,
মদ্য পানে ক্রমে মত্ত হইলেন ভূপ.
আপনার ছদ্ম বেশ ভুলিয়া তখন,
দেলেরাকে বলে "গান করহ এখন.
শুনিয়াছি বড় নাকি কর তুমি গান,
অতএব প্রাণ প্রিয়ে স্নিগ্ধ কর প্রাণ."
রুষ্টা না হইয়া হাসি ভৃত্যের কথায়
বলে "ভাল গান আমি শুনাব তোমায়."
ইহা বলি এক বাঁশী আনিয়া তখনি,
অতি চমৎকার স্বরে বাজায় রমণী.
তদন্তর এক বীণা হস্তেতে লইয়া
গাইল উত্তম গীত যন্ত্রে মিলাইয়া.
শুনি তার গীত বাদ্য বিমোহিত ভূপ,
ভুলিল যে ধরিয়াছে কিঙ্করের রূপ.
দেলেরারে বলে "প্রিয়ে কি গান করিলে,
একেবারে প্রাণ মোর তাহাতে হরিলে.
মেজেন্নি গায়ক মোর বিখ্যাত এমন,
শুনি নাহি তার মুখে এরূপ কখন."
একথা শুনিবা মাত্র বুঝিল যুবতী,
ভৃত্য নহে আসিয়াছে আপনি ভূপতি.
লজ্জিতা হইয়া রামা উঠিয়া চলিল,
বলে "হায় আরে সখি বিপদ ঘটিল.
কৌশক আনিল যারে সাজাইয়া দাস,
ভূপতি আপনি তিনি একি সর্বনাশ."
বসনে ঢাকিয়া মুখ গিয়া তার পরে,
রাজার সম্মুখে রামা থাকে যোড় করে.

রাজা বলে " সুন্দরি বসিতে আজ্ঞা হয়,
তোমার সম্মুখে বসি উপযুক্ত নয়.
আমি দাস তুমি কর্ত্রী জানিবে আমার,
বসিতাম নাহি আজ্ঞা নহিলে তোমার."
দেলেরা একথা শুনি কান্দিতে কান্দিতে,
ধরিয়া রাজার পায় লাগিল কহিতে.
" দয়া কর মহারাজ অবলার প্রতি,
কিছুই না জানি আমি সরলা যুবতী.
স্বচক্ষে দেখিলে যাহা করিলাম ঘরে,
অতএব পাদ ধরি রক্ষা কর মোরে."
ভূমি হৈতে তুলি রাজা দেলেরারে কয়
" ভয় কিছু নাহি তুমি দেও পরিচয়."
শুনিয়া সুন্দরী নিজ পরিচয় দিল,
পরে রাজা পাত্রসনে বিদায় হইল.
কিন্তু যত পরিহাস করিল যুবতী,
সেসকল বিপরীত ভাবিল ভূপতি.
মির্জান তাহাতে এই ভাবিলেন মনে,
কৌলফ গোপনে বুঝি আছে তার সনে.
যদিসম্যক্ বিবেচনা করিত রাজন,
সন্দেহ অবশ্য তাঁর হইত ভঞ্জন.
কিন্তু ভূপতির মন ঈর্ষকের প্রায়
মন্দকথা কাণে গেলে প্রমাণ না চায়.
এহেতু সত্যের তত্ত্ব কিছুনাহি করে,
আজ্ঞাদিল ' একেবারে যাও দেশান্তরে.'
কৌলফ রাজার ভ্রান্তি দেখিতে পাইল,
কুকর্ম্ম বলিয়া কিন্তু চিন্তা নাকরিল.
তাতারে যাইতেছিল যাত্রী কয় জন,
সেসঙ্গে সমরকন্দে করিল গমন.
স্বচ্ছন্দে তথায় গিয়া থাকে সাধুসুত,
বারেক দুর্ভাগ্য জন্যে নহে দুঃখযুত.
অদৃষ্টেতে আছে যাহা নিশ্চয় ঘটিবে,
ভাবিয়া না দেখে তাহা পরে কি হইবে.
যত দিনধন ছিল সুখেতে রহিল,
শেষে এক মঠে গিয়া আশ্রয় লইল.

আমী দেখি মঠধারী, নিত্য খাইবারে,
দুইরুটী এক ভাঁড় জল দেয় তারে.
সেইরুটী জলে তথা আবুল্লা নন্দন,
পরম আনন্দে কাল করেন যাপন.
একদিন এক সাধু মজাফর নামে,
আসিল নমাজ হেতু সেই মঠ ধামে.
জিজ্ঞাসিল সদাগর কৌলফে দেখিয়া,
কেতুমি কোথায় থাক হেথা কি লাগিয়া?
কৌলফ বলিল " আমি বিশিষ্ট সন্তান
তামাস নগর মোর হয় জন্মস্থান.
তাতার হইতে আমি আসি এ নগরে,
পড়িল তস্কর পথে আমার উপরে.
অনুচর গণে সব সংহার করিয়া,
পলাইল মোর যথা সর্ব্বস্ব হরিয়া."
কৌলফের বাক্যে সাধু বিশ্বাসিল তাই,
আশ্বাস করিল তাহে চিন্তা কিছু নাই.
জানিবে মানব জন্মে সুখদুঃখ আছে,
কিছু দুঃখ পরে হবে সুখোদয় পাছে.
চল আজি মোর গৃহে তাহাকে বলিল,
কৌলফ তখন তার সহিতে চলিল.
গৃহে আসি মজাফর তারে বসাইয়া,
খাইতে পানীয় দ্রব্য দিল আনাইয়া.
তদন্তর মিষ্ট বস্তু বিবিধ প্রকার,
মদ্য মাংস আদি দোঁহে করিল আহার.
ভোজনান্তে শিষ্টালাপ করি মহাজন,
বিদায় করিল তারে দিয়া কিছু ধন.
পরদিন মঠে সাধু গিয়া পুনর্ব্বার,
কৌলফে আনিয়া করে সেই ব্যবহার.
দানেস্মন্দ নামে এক পরম পণ্ডিত,
সে সময়ে সেই স্থানে ছিল উপস্থিত.
কৌলফে বিরলে নিয়া কহে তার কাছে,
"তোমাকে সাধুর এক প্রয়োজন আছে.
আছয়ে টাহার নামে সাধুর তনয়া
রব অনুরাগে সদা রাগে মত্ত রয়.

বিবাহ করিল এক পরম রূপসী,
কুলেশীলে গণনীয়া যৌবন বয়সী।
কিন্তানি লাঞ্ছনা তারে করিলেন ক্রোধে,
রমণীও প্রত্যুত্তর দিল সম বোধে
তাহাতে সাধুর পুত্র রাগি একেবারে,
তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেক তারে.
পরম সুন্দরী নারী করিয়া বর্জ্জন,
থাকিতে না পারে যুবা সন্তাপে এখন.
কিন্তু অন্য কেহ তারে বিবাহ করিয়া
ত্যজে যদি, শাস্ত্রমতে পাইবে ফিরিয়া.
অতএব এই বাঞ্ছা করে মহাজন,
অন্য যুবতীকে তুমি করহ গ্রহণ.
সুখেতে তাহার সঙ্গে বঞ্চিবে রজনী,
ত্যজিয়া যাইবে কালি প্রভাতে আপনি.
পঞ্চাশত স্বর্ণ মুদ্রা পাবে পুরস্কার,
কহ শুনি এই কর্ম্মে কিমত তোমার."
কৌলফ উত্তর করে "কি বাধা ইহাতে,
মনের সহিত বাধ্য করিব তাহাতে"
দানেস্‌মন্দ ইহা শুনি তুষ্ট হৈয়া কয়,
"তোমার বাক্যেতে মোর জন্মিল প্রত্যয়
এনগরে আছে লোক বিস্তর এমন,
বিনাদারে হল্লা হৈতে প্রস্তুত এখন,
কারণ তাহার পত্নী সুন্দরীর শেষ,
সুখোৎপন্ন সুচমক অপ্সরী বিশেষ.
কিবা নয়নের ভঙ্গী ভুরু কামধনু,
বিষাক্ত কটাক্ষ বাণে জীর্ণ করে তনু.
ওষ্ঠাধর গোলাপ পুষ্পের মত হয়,
গৌর বর্ণ এমন বরফ তত নয়.
দেখহ সুজন তবে (দানেস্‌মন্দ কহে,)
এদেশে হল্লার কিছু অপুরূপ নহে.
কেবল বামনা পাত্র বিদেশীয় হবে,
এসব গোপন কর্ম্ম অপ্রকাশ রবে.
অতএব চাহ যদি করিতে বিবাহ,
কাজীর নায়েব আমি করিব নির্ব্বাহ."

কৌলফ বলেন "রূপ শুনি যেপ্রকার,
তার পতি হব অতি সৌভাগ্য আমার."
দানেস্‌মন্দ বলে "তুমি সত্য কর তবে,
প্রত্যূষে ছাড়িয়া তারে দেশান্তরী হবে.
এইখানে থাক যদি এ কর্ম্মের পর
পরিবার সুদ্ধ রুষ্ট হবে সজাকর"
সাধুসুত বলে "শুন মোর অঙ্গীকার,
কালি আমি এইদেশে না থাকিব আর.
প্রত্যয় না হয় যদি কেবল কথায়,
দিব্য করিতেছি যাব ত্যজিয়া ভার্য্যায়"
কৌলফের দিব্য শুনি সাধুর তখন,
সদাগরে গিয়া সব কহে বিবরণ.
"বিলম্ব অধিক আর না দেখি এক্ষণে,
পুত্রবধু আনি বিয়া দেও তার সনে.
পুত্র পরিজনে সাধু ডাকিল শুনিয়া,
কাজীর সভার মাঝে দিল তার বিয়া.
কিন্তু তাহাদের বাক্যে কৌলফে তখন,
না দিল নারীর মুখ করিতে দর্শন.
পরেতে এরূপ স্থির করিল তাহার,
অন্ধকারে রাত্রিবাস হইবে দোঁহার.
কেননা তাহারে যদি দেখে রূপবতী,
ছাড়িয়া যাইতে প্রাতে না হইবে মতি.
অনন্তর রাত্রিবাস করাবার তরে,
কৌলফেকে নিয়া গেল বাসরের ঘরে.
ঘোর অন্ধকার ঘর দেখা নাহি যায়,
যুবতী শয়নে এক অপূর্ব্ব শয্যায়.
দ্বার রুদ্ধ করি হল্লা বসন ত্যজিয়া,
শুইল নারীর পার্শ্বে পালঙ্ক খুঁজিয়া.
শয়নে সুন্দরী মনে ভাবেন বিষাদ
"কি হইল ধর্ম্ম গেল ঘটিল প্রমাদ,
চক্ষে নাহি দেখিলাম যাহার বদন,
হায় সে আমাকে আজি করিবে গমন"
অস্ত্যজেতে হল্লা হয় জানিয়া যুবতী,
ভাবেন কৌলফ বুঝি কদাকার অতি.

হেথায় কৌলফ রূপ শুনিয়া নারীর,
হেরিতে সেমুখ চন্দ্র হইল অস্থির,
বলে "হে সুন্দরি আজি পাইয়া তোমায়,
কি পর্য্যন্ত সুখ মোর কহা নাহি যায়.
কিন্তু এসাধের সুখে হয় বা বিষাদ,
তিমির চন্দ্রাস্য ঢাকি সাধিতেছে বাদ.
নয়ন চকোর মোর থাকিতে নাপারে,
কতক্ষণে রূপধন বরিষবে তারে
যেরূপ তোমার রূপ করিতেছি ধ্যান,
কি হইবে নাহেরিলে নাহি হয় জ্ঞান.
নাপাইয়া যে যন্ত্রণা পাইতাম মনে
পাওয়াতেও সেইরূপ তব অদর্শনে.
কিন্তু হায় যদি কালি হবেই বিচ্ছেদ
অন্যকাযে কেন তবে থাকে আর খেদ."
কহিয়া এসব কথা মৌন ভাবে থাকে
যুবতী তাহার পর জিজ্ঞাসিল তাকে
"ওহে হল্লা আজি স্বামী আনিয়াছে যায়
ভঙ্গ প্রীত স্থাপন করিতে পুনরায়
যেহও আমাকে সত্য পরিচয় কহ
তব বাক্যে স্পন্দন হইছে মোর দেহ.
শুনিয়াছি তব রব অনুমান হয়
অতএব কে আপনি দেও পরিচয়"
চমকিত হৈয়া হল্লা কহিল অমনি
"কোন স্থানে বাস তব কহনা রমনি
আমিও তোমাকে চিনি হয় অনুভব
কেরাটী নারীর ন্যায় শুনি তব রব
তুমি কি হইবে সেই রৈবক কুমারী
স্বপনে কখনো যারে ভুলিতে নাপারি
এমন কি ভাগ্য হবে সেই হারা নিধি
আনিয়া আমাকে হেথা মিলাইবে বিধি"
শুনিয়া উত্তর করে রমনী ত্বরায়
"তুমি কি কৌলফ কথা কহিছ আমায়."
সাধুর তনয় কহে "কৌলফ সে আমি
এখনো না হয় বোধ দেলেরা কি তুমি".

"আমি সে অভাগি নারী (কহিল যুবতী)
যাহার অন্যায় কাব্যে সন্দিগ্ধ ভূপতি.
এতেক যন্ত্রণা তব আমারি কারণ
দেশহৈতে বহিস্কৃত করিলা রাজন."
সাধুসুত বলে "প্রিয়ে কিদোষ তোমার
অদৃষ্টের ফলাফল জানিবে আমার.
মন্দ নাবলিয়া কিন্তু ভাল বলি তায়
দেখ সেই ক্রমে দেখা হৈল পুনরায়.
জিজ্ঞাসে কৌলফ তবে "কহ প্রাণ প্রিয়া
কেমনে টাহার সঙ্গে হৈল তব বিয়া."
দেলেরা বলিল "শুন তার সবিশেষ
রাজকর্ম্মে পিতামোর আসে এইদেশ.
মস্তাফের সনে পূর্ব্বে আছিল প্রণয়.
তার গৃহে থাকিয়া বিয়ার কথা হয়
দেশে ফিরে গিয়া তাত লোকজন দিয়া
সমর্কন্দ দেশে মোরে দিল পাঠাইয়া.
কি করি আসিতে হৈল বড় অনিচ্ছাতে
পূর্ব্বাবধি মনমোর ছিলহে তোমাতে.
এখন প্রকৃত কহি শুন প্রাণ প্রিয়
তোমা প্রতি প্রেম মোর ছিল গোপনীয়.
ঈশ্বর আছেন সাক্ষী তোমার কারণে
পড়িয়াছে কত জল আমার নয়নে.
যদিও টাহার সহ বিবাহ হইল
কিন্তু তব রূপ হৃদে তথাপি রহিল
তাহে এদুর্ম্মুখ পতি দারুণ নির্দয়
অন্তরে তোমাকে আরো সজীব করয়
আনিয়া ছিলাম যেন প্রেম সমীরণে
মিলাইয়া পুনর্ব্বার দিবে দুইজনে
সে আশা নিরর্থ নহে হৈল প্রাণেশ্বর
বিচ্ছেদ ঘুচাতে পতি দিল প্রাণেশ্বর"
এ সকল কথা যদি দেলেরা কহিল,
কৌলফের মন মহা আনন্দে মোহিল
"প্রাণের দেলেরা বলি (কহিল তখন
তোমাকে কি করিয়াছি বিবাহ এখন

তুমি কি সে যার রূপ সদা হৃদে ধ্যান,
পূর্ব্বে দেখিয়া যারে নাহি ছিল জ্ঞান?
যদ্যপি ভাবিয়া থাক আব্দুল্লা নন্দন,
থাক যদি মোর শোকে করিয়া ক্রন্দন.
পাইয়া যদ্যপি থাক এত মনস্তাপ,
এখন ঘুচাও সব করি সুধালাপ."
শুনিয়া পতির মুখে এসব প্রসঙ্গ,
উঠিল হৃদয় মাঝে সুখের তরঙ্গ.
প্রেমের কথনে নিশি পোহাইল তারা,
প্রভাত হইল তবু না হইল সারা.
মত্ত আছে সাধুসুত দেলেরার সনে,
কপাটে আঘাত করি ডাকে ভৃত্যগণে.
"উঠ হজা ভাল বাসে কত ঘুম যাও,
এত বেলা হইয়াছে দেখিতে না পাও."
উত্তর না করি তাহে সাধুর নন্দন,
দেলেরার সঙ্গে করে সুখ আলাপন.
কিন্তু তাহে ক্রমে সুখ যাইতে লাগিল,
করাঘাত ঘন ঘন করিতে থাকিল.
কৌলক কহিল "প্রিয়ে কি পাই শুনিতে,
হবে কি এতই শীঘ্র স্বতন্ত্র হইতে?
মজাফর তোমাকে পাইবে কতক্ষণে,
বিলম্ব দেখিয়া কাল গণিতেছে মনে.
তাহার তেমতি ক্ষোভ করে মোর সুখে,
পড়িতেছে বজ্রাঘাত যেন তার বুকে.
ভাস্কর মিলিয়া মোর বিপক্ষের সনে,
তাড়াতাড়ি দাড়াইল পূর্ব্ব দিগপানে.
বোধ হয় পাইনাই এখনো তোমায়,
মিলনে বিচ্ছেদ দেখ হয় পুনরায়.
যদিও বিবাহ পাশে বাঁধা দুইজনে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভঙ্গিব একণে".
ইহা শুনি বিনোদিনী কহিল তখন,
"সত্য কি অসত্য তুমি করিবে পালন?
শপথের কালে তুমি ইহা কি জানিতে,
আমাকে বিবাহ করি হইবে ত্যজিতে?
না জানিয়া অঙ্গীকার করিলে কি হয়,
এপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনেতে নাহি পাপ ভয়.
মদিরা বর্জ্জিত হৈতে, আমাকে পাইতে
পারিতে না-এক মিথ্যা বলিয়া জিনিতে.
কান্দিয়া দেলেরা বলে আর কিবা কব,
এই কি আমার প্রতি ভাল বাসা তব.
প্রেম যুক্তি বিরুদ্ধ যে হেন অঙ্গীকার,
আমা হৈতে বড় তাহা হৈল কি তোমার?
কৌলক কহিল "প্রিয়ে বল কি করিব,
কেমনে তোমাকে আমি রাখিতে পারিব?
ধনহীন বন্ধুহীন পরবাসে তাতে,
কি করিব বাদ করি মজাফর সাতে?"
দেলেরা উত্তর করে "কি ভয় তাহার,
দেলেরা ব্যগ্রা আছে সহায় তোমার.
ছাড়িবেনা মোরে যদি কর এই পণ,
তবে নাহি ভীত হও রক্ষ্য কর ধন.
তোমার সাহস যদি এইরূপ হয়,
কি করে কাহার সাধ্য ত্যজে আর ভয়."
শুনিয়া কৌলক বলে "কি আর কহিব,
অবশ্য তোমার আমি সন্তোষ করিব.
করিয়াছি সত্য যাহা যুক্তি সিদ্ধ নয়,
প্রাণ ধন নাছাড়িলে রক্ষা নাহি হয়.
অতএব সে শপথে বদ্ধ আমি নহি,
কভু না করিব ত্যজ্য শুন সত্য কহি.
করিলাম আমি এই প্রতিজ্ঞা এখন,
ত্রিভুবন মিলিলেও না হবে লঙ্ঘন."
এইমত পরামর্শ হইছে দোঁহার,
বিলম্ব দেখিয়া নিজে আসিল টাহার.
কপাটে আঘাত করি কত ডাক পাড়ে,
"এত ডাকা গেল তবু ঘুম নাহি ছাড়ে.
উঠ উঠ মিথ্যা কেন দুঃখ দেও আর,
যাও তুমি শীঘ্র আসি নিয়া পুরস্কার.
এতেক শুনিয়া উঠি সাধুর কুমার,
বসন পরিয়া দিল খুলিয়া দুয়ার.

বাহিরে আসিলে পরে ভৃত্য সঙ্গে দিয়,
টাহার কহিল হল্লা স্নান কর গিয়া
স্নান করি কৌলফ উঠিল জল ধারে,
পরিধান বস্ত্র ভৃত্য আনি দিল তারে.
তার পরে দিব্য এক মন্দিরে আনিল,
পিতা পুত্র দানেস্মন্দ সেই খানে ছিল
সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহারে
একত্রে সকলে মিলি বসিল আহারে
আহারান্তে দানেস্মন্দ সত্বর হইয়া
অন্য এক ঘরে গেল কৌলফে লইয়া.
পঞ্চাশত মুদ্রা এক পাগড়ি সহিতে
কৌলফের হস্তে দিয়া লাগিল কহিতে.
“ওহে যুব হেদে তুমি দেখই হেথায়,
মজাফর এসকল দিলেন তোমায়.
কহিতে বলিলা আরো নমস্কার দিয়া,
পত্নী ছাড়ি যাও এই পুরস্কার নিয়া.”
ইহা বলি দানেস্মন্দ করে অনুভব,
কৌলফ করিবে কত সাধুর গৌরব.
কিন্তু সে পাগড়ি টাকা নিক্ষেপিয়া পরে
কৌলফ কহিল “ভাল কহিতেছ মোরে.
মনে ছিল যেই রাজ্য অক্ষেক রাজার,
সেই দেশে আছে অতি যথার্থ বিচার.
কিন্তু সে মনের ভ্রান্তি বুঝি এইক্ষণে,
প্রবঞ্চনা অন্যায়েতে রত প্রজাগণে.
অনুমানি সব কথা নাহি শুনে ভূপ.
তোমরা বিদেশিলোকে কর অরূপ.
তোমরা ভাবিয়া দেখ কার দোষ ঘটে,
শর্মকল্পে আসি আমি থাকিতাম মঠে.
একদিন মজাফর আপন ইচ্ছায়
আনিলেন নিমন্ত্রণ করিয়া আমায়.
এক নব যুবতীর সঙ্গে তার পর,
বিবাহ করিতে মোরে কহে সদাগর.
আমি তাহে অঙ্গীকার করি নিষ্ঠা মনে,
শাস্ত্রমতে বিবাহ হইল তার সনে.
এখন যে নারী পত্নী হইল আমার,
তাহাকে ছাড়িতে বল একোন্ বিচার?
হেন কথা আর তুমি মুখে না আনিবে,
ইহাতে অখ্যাতি মোর যথার্থ জানিবে.
আগুন যদ্যপি তবে ধূলা মাখি গায়ে,
কান্দিয়া পড়িব গিয়া নৃপতির পায়ে
কহিব তাঁহারে সব বঞ্চনার কথা
পাইবে উচিত শাস্তি না হবে অন্যথা”.
কৌলফের কথা শুনি দানেস্মন্দ যায়,
সাধুকে অন্তরে নিয়া সকল জানায়.
কহিল “বাছিয়া বর আনিয়াছ বটে,
এমত অসৎ আর দ্বিতীয় না ঘটে.
এখন ভার্য্যারে ত্যাগ করিতে না চায়,
কিন্তু কি মনের ভাব বুঝা নাহি যায়.
মনে করি কাবু করি বাড়াইতে টাকা
পূর্ব্বকার অঙ্গীকার এবে দেয় ঢাকা”.
মজাফর বলে “তাহা যদি সত্য হয়,
মনোব্যথা দেই তারে পরামর্শ নয়.
দেও গিয়া শত মুদ্রা গণিয়া এখনি,
তুষ্ট হৈয়া যায় শীঘ্র ত্যজিয়া রমণী”
একথা শুনিয়া হল্লা অন্তরে থাকিয়া.
“নাহি নাহি তাহা নাহি (কহিল ডাকিয়া)
বৃথায় দ্বিগুণ ধন চাহিতেছ দিতে,
কোটী গুণে না পারিবে মোরে ভুলাইতে”.
দানেস্মন্দ বলে “হল্লা ভাল বুঝ নাই,
অজ্ঞানেরা যাহা করে করিতেছ তাই.
শুন বলি এক শত মোহর লইয়া,
পত্নী ত্যজ্য করি যাও বিদায় হইয়া.
নতুবা একথা যদি আদালতে যায়,
তোমার দুর্দ্দশা শেষে হইবেক তায়.”
“কেন দেখাইছ ভয় (সাধুপুত্র কহে)
তোমার বচন মোর তৃণজ্ঞান নহে.
বিবাহ করিছি যারে শাস্ত্র অনুসারে,
কি সাহসে বল তারে ত্যজ্য করিবারে.”

ক্রোধে কম্প কলেবর কহিল টাহার,
"কি কারণে কর এত সাধনা ইহার?
কাজীর সম্মুখে চল এবেটাকে নিয়া,
বুঝাবেন কাজী তারে যুক্ত শাজা দিয়া।"
দানেসমন্দ মজাফর একত্রে দুজনে
বুঝাইল আরো কত প্রবোধ বচনে.
নিষ্ফল দেখিয়া শেষে সব আকুঞ্চন
কাজীর নিকটে নিয়া চলিল তখন.
শুনিয়া বিচারপতি বিবরণ সব,
কৌলফের প্রতি কয় করি ভয় রব
"এত বড় আশা তোর কি কারণে ঘটে,
ভুলিলে কি ভিক্ষা করি পেটপারা মঠে?
কিছুই নাহিক জ্ঞান ওরে নরাধম
অন্ত্যজ হইয়া চাস্ হইতে উত্তম?
সংসারে ধনির পুত্র তুল্য যার নাই,
তার প্রিয়তমা পত্নী নিতে চাস্ তাই?
নীচ হৈয়া ভার্য্যাভোগ করিবি তাহার,
ইহাকি স্বচ্ছন্দে চক্ষে দেখিবে টাহার?
আপনি ভাবিয়া দেখ্ মরিছিস্ ভ্রমে,
তোর যোগ্য হেন নারী নহে কোন ক্রমে.
যদি বা টাহার হৈতে পাইতিস্ ধন,
এখন করিবি কিসে রমনী পালন?
এই সে বিশেষ হেতু শুন্‌রে দুর্জন,
একারণ স্ত্রীকে নিতে দিবনা কখন"
মজাফর দেন যাহা সন্তুষ্ট হইয়া,
পলায়ন কর সেই বেতন লইয়া.
আমার কথায় বেটা যদি নাহি যাবি,
এক শত বেত্রাঘাত এই দণ্ডে খাবি"
এত যে ভয়ের কথা বিচারক বলে,
তথাপি সাধুর পুত্র কিছু নাহি হেলে.
অনায়াসে বেত্রাঘাত সহিয়া থাকিল,
ভাবের ব্যত্যয় তাহে কিছু না দেখিল.
কাজী বলে "মজাফর আজি আর নয়,
কালি দিব আরো শাজা ইচ্ছা যত হয়.
আদ্য রাত্রি নিয়া রাখ রমনীর সনে,
ছাড়িবে তাহাকে কালি হেন লয় মনে."
টাহারের অভিপ্রায় বিশ্রাম না দিয়া
একেবারে কার্য্য সিদ্ধি করে প্রহারিয়া
কিন্তু কাজী পরামর্শ না শুনিল তার,
সেইদিন কৌলফেকে নামারিল আর.
কাজীস্থানে পিতাপুত্র বিদায় হইয়া,
কৌলফেরে নিজালয়ে চলিল লইয়া
বেত্রাঘাতে কৌলফের কলেবর দহে,
ফাটিয়া সকল অঙ্গ রক্ত ধারা বহে.
কিন্তু পত্নী সহ পুন হবে দরশন
তাহা ভাবি সব জ্বালা হয় বিস্মরণ.
গৃহে আসি সদাগর কৌলফে লইয়া,
বুঝাইল মিষ্টবাক্যে বিস্তর কহিয়া.
অধিক আশয় তারে সদাগর দিল,
তিন শত মুদ্রাবধি স্বীকার করিল.
এরূপে যখন বৃদ্ধ বুঝায় তাহারে,
টাহার আসিল নিজ পত্নীর আগারে.
রমনী দুঃখিনী হৈয়া ভাবিছে তখন,
কাছারী হইতে যুবা আসিবে কখন.
মনে জানে কৌলফের সত্য প্রেম আছে,
কিন্তু ভাবে প্রতিজ্ঞা না থাকে ভয়ে পাছে.
হেন কালে প্রথম স্বামিরে দেখি তথা
ভাবিল ইহার জয়, না হয় অন্যথা.
অমনি সিহরি ধনী ভয়ে মূর্চ্ছা প্রায়,
বিবর্ণ হইল মুখ, শব তুল্য কায়.
যুবতীর এই রূপ দেখিয়া টাহার,
ভ্রমেতে হইল বশ নিষ্ফল আশার.
ভাবিল সম্বাদ কেহ বলিয়াছে তায়,
কোন মতে হল্লা নাহি ছাড়িবারে চায়.
একারণ দেলেরার হইয়াছে ভয়,
অতএব যুবতীকে প্রিয় বাক্যে কয়.
"এরূপ বিষাদ কেন করিছ সুন্দরি?
এখনতো ডুবে নাই ভরসার তরি.

করিয়াছিলাম কল্য যেই দুরাচারে,
সত্য সে তোমাকে নাহি চায় ছাড়িবারে.
কিন্তু প্রিয়ে আশা শূন্য না হইও আজি,
বিস্তর যন্ত্রণা তারে দিয়াছেন কাজী.
কালি যদি রক্ষা নাহি করে অঙ্গীকার,
তবে করা যাবে আরো কঠিন প্রহার.
কাজীও বলিয়াছেন দিবেন যন্ত্রণা,
অতএব প্রাণ প্রিয়ে না কর ভাবনা.
সদ্য নিশি ভুঞ্জিতে হইবে তার সনে,
কি করিবে দুঃখ এতে নাহি ভাব মনে.
আইলাম দিতে এই শুভ সমাচার,
নিঃসন্দেহ পতি কালি পাইবে তোমার.
আজি কল্য রহিল তোমাকে দিতে দুঃখ
কি করিব ধৈর্য্য হও কালি হবে সুখ."
নারী কহে " সত্য বটে তাহারি কারণ,
এতেক যন্ত্রণা মোর জানিবে এখন.
কত দিনে এই ক্লেশ উত্তীর্ণ হইব,
পূর্ণ হবে মনস্কাম স্বচ্ছন্দে রহিব."
" বড় স্নেহ আমা প্রতি (কহিল টাহার,)
কালি পাবে নিজ পতি ভাবনা কি আর."
টাহার তাহার পরে করিল গমন,
অবিলম্বে দেখা দিল সাধুর নন্দন.
কৌলফে দর্শন করি দেলেরা রমনী
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ, কহিল অমনি.
" আস আসি প্রাণকান্ত হৃদয়ে আমার,
কি দিব হে পুরস্কার প্রেমের তোমার ?
এমনি কি ছিল মনে না তজিলা মোরে,
লইবে এরূপ কষ্ট অধীনীর তরে ?
শুনিয়াছি আমি সব যন্ত্রণা তোমার,
বলিয়াছে প্রথমত আসিয়া টাহার
তব প্রতিজ্ঞায় আমি যেমন সুখিনী,
প্রহারেতে হইলাম অধিক দুঃখিনী.
কল্য যে যন্ত্রণা আরো হইবে তোমার,
ভাবিলে প্রাণেতে প্রাণ থাকেনা আমার "

এতেক শুনিয়া কহে সাধুর নন্দ ,
" কি সাধ্য তাহাতে কাটে প্রেমের বন্ধন ?
বিধাতার লিপি যাহা অবশ্যই ফলে,
কিন্তু কারো সাধ্য নাই আগে তাহা বলে.
যাবে কি থাকিবে প্রাণ তোমার কারণ
কেমন করিয়া তাহা কহিব এখন.
কিন্তু আমি এই কথা নিশ্চয় বলিব,
লেখা নাই তোমাকে যে ছাড়িয়া চলিব."
দৈবরক নন্দিনী কহে " শুন মহাশয়,
বিচ্ছেদ হইবে পুন মনে নাহি লয়.
এরূপ অদ্ভুত রূপে মিলন যেকালে,
বিধাতা লেখেন নাহি বিচ্ছেদ কপালে.
হেনজ্ঞান নাহি হয় হারাইবে প্রাণ,
অবশ্য বন্ধন হৈতে পাবে পরিত্রাণ.
কিন্তু আমি এক কথা জিজ্ঞাসি তোমাকে,
ভাঙ্গিয়া কি পরিচয় দিয়াছ কাজীকে ?"
কৌলফ কহিল " তাহা বলা হয় নাই,
নির্ধন বলিয়া কথা কহিতে কি পাই ?"
নারী বলে " তবে এক পরামর্শ আছে,
যাইবে যখন কল্য সে কাজীর কাছে
বিখ্যাত মসুদ সাধু কোস্তুণ্টী নগরে,
তাহারি সন্তান তুমি জানাবে প্রচারে,
আরো এই তাহারে কহিবে দৃঢ়ভাবে,
জনকের সমাচার শীঘ্র তুমি পাবে.
একথা কহিলে কাজী বিশ্বাস যাইবে,
মসুদের পুত্র তুমি প্রকাশ পাইবে."
কৌলফ কহিল "ভাল তাহে ক্ষতি নাই,
ইহাতেও যদিস্যাৎ পরিত্রাণ পাই"
একত্রে থাকিবে দোঁহে করিয়া বঞ্চনা,
এই ভরসাতে কত ঘুচিল ভাবনা.
ক্রমশ করিয়া দূর অন্তরের ভয়
বর্ত্তমান সুখে মগ্ন হইল উভয়.
পরম আনন্দে নিশি বঞ্চিল এমন
সমানই হইল সুখ পূর্ব্বের যেমন

উঠিল অরুণ বৈরী করিয়া প্রভাত,
উভয়ের সুখভোগে পড়িল বজ্রাঘাত.
লইয়া কাজীর লোক আসিল টাহার,
চেঁচাইয়া ডাক ছাড়ে আঘাতে দুয়ার.
"উঠ ত্বরা সুখে আজি ঘুমাইলে মেলা,
কাজীর নিকটে চল হইয়াছে বেলা."
শুনিয়া সাধুর পুত্র ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস,
মেলেরা ক্রন্দন করে ভাবি মহাত্রাস.
কৌলফ বলিল "প্রিয়ে মুছ চক্ষু ধারা,
তোমার রোদন দেখি প্রাণ হয় সারা.
হতাশ নাহইয়া কর ভরসায় ভর,
ভাবনা করনা ভাল করিবে ঈশ্বর.
দ্বিগুণ সাহস বৃদ্ধি হইতেছে যাতে,
বোধ হয় রক্ষা পাব তাঁর দৃষ্টি পাতে
যেমন শকট চৌক নাহি করি ভয়,
দৃঢ় যে অন্তর ভীত হইবার নয়.'
এইমত যুবতীকে শান্তনা করিয়া,
কপাট খুলিয়া দিল বসন পরিয়া
কাজীর লোকেরা সব দাঁড়াইয়া ছিল,
তখনি ধরিয়া তারে আদালতে নিল
কৌলফে দেখিবা মাত্র জিজ্ঞাসিল কাজী,
"কহ শুনি মনে স্থির কি করিলে আজি?
এবে কি উত্তম মত হৈয়াছে তোমার,
অথবা শিখাব আরো করিয়া প্রহার?
অনুমান করি কিছু ভাবিয়াছ সার,
প্রহার করিতে বুঝি না হইবে আর.
অবশ্য মনেতে এই ভাবিয়াছ তুমি,
'তুচ্ছ হৈয়া উচ্চ আশা কিসে করি আমি?
আমার সমান অতি হীন দশা যার,
সে এমন আশা করে বাতুলতা তার.'
অতএব বলি শুন ত্যজ মেলেরাকে,
তোমার সঙ্গতি নাহি রাখিতে তাহাকে.
আব্দুল্লা কুমার বলে "ধর্ম্ম অবতার".
সহস্র বৎসর আয়ু হৌক আপনার.
নীচ বংশ্য নহি আমি কিম্বা হীন ধনে
আপনি যে অনুভব করিছেন মনে.
বাঞ্ছা ছিল পরিচয় দিবনা কাহাকে,
কিন্তু শেষে প্রকাশিতে হইল তোমাকে.
মসুর নামেতে সাধু কোজ্‌শুতে ধাম,
এক পুত্র আমি তাঁর রকুদ্দীন নাম.
মজাফর কিবা ধনী কর যার মান,
ইহা হৈতে মোর পিতা আর ধন বান.
তিনি যদি শুনিতেন দুর্দশার কথা,
আর যে রমনী বিয়া করিয়াছি হেথা,
সুবর্ণের বস্তা সব লইয়া সেখানে,
সহস্র সহস্র উষ্ট্র আসিত এখানে.
আমারি সহিতে ছিল যতেক জহরা,
কি কহিব সব কাড়ি নিয়াছে দস্যুরা.
এইহেতু প্রাণ রক্ষা করিলাম মঠে,
এজন্যে কি একেবারে দীনদশা ঘটে.?
এই দণ্ডে সমাচার লিখিব পিতাকে,
ইহার যথার্থ শীঘ্র জানাব তোমাকে.
এসব দুঃখের কথা শুনিয়া জনক,
প্রচুর সম্পত্তি সুদ্ধা পাঠাবেন লোক."
জিজ্ঞাসে তাহারে কাজী করিয়া সম্মান,
"যথার্থ কি তবে তুমি মসুর সন্তান?
পড়িয়া অদৃষ্ট ক্রমে তস্করের হাতে
সর্ব্বস্ব তোমার লুঠ হইয়াছে তাতে?"
কৌলফ কহিল "প্রভু কিছু মিথ্যা নয়,
আকারেতে হয় না কি সত্য পরিচয়
জন্মি নাই দুঃখিনী মাতার গর্ভে গিয়া,
মাতা পিতা পালে নাই মাটিতে ফেলিয়া."
কাজী বলে "কালি যদি ভাঙ্গিয়া কহিতে,
তবে তুমি এযন্ত্রণা কিছু না সহিতে."
মজাফর পুছি তবে বিচারক কহে,
"আজিকার বিচার কালের মত নহে
ভাগ্যবান্‌ যখন ইহার পিতা হয়,
অপত্নী ত্যজিতে কহা শাস্ত্র সিদ্ধ নয়."

টাহার অমনি বলে " একি মহাশয়.
ঠগের বাক্যেতে তুমি করিলে প্রত্যয়?
মসুদের পুত্র ইহা সকলি অলীক,
কহিতেছে মারিপিটে না হয় অধিক."
কাজী বলে " সত্যাসত্য কেমনে মানিব,
এখনি বা তার তথ্য কিরূপে জানিব?
কিন্তু যাতে হয় তার একথা প্রমাণ,
রাখিব করিয়া তাহা তোমাদের মান"
মজাফর বলে " প্রভু এইমাত্র চাই,
ইতোধিক সন্ধানেতে প্রয়োজন নাই.
কোজাস্ত নগরে আজি দূত পাঠাইব,
ব্যয় যত লাগে সব নিজে হৈতে দিব.
মসুদের সঙ্গে মোর আছে পরিচয়,
অতিশয় ধনী বটে কথা মিথ্যা নয়
এই যুবা হয় যদি তাহার কুমার,
তবে ওরে দিব পুত্রবধূরে আমার"
" ইহাতে সম্মত আছি (কহিল টাহার)
থাকিতে হইবে কিন্তু স্বতন্ত্র দোহার."
কাজী বলে " কি প্রকারে তাহা হৈতে পারে,
ব্যবহারে দূষ্য ইহা নাপাই বিচারে.
পতি পত্নী দুইজন একস্থানে রবে,
অন্যথা করিলে তাহা শাস্ত্র ছাড়া হবে,
দূত পাঠাইয়া দেও এই ভাল মত,
মসুদের বাড়ী হবে সপ্তাহের পথ.
এক পক্ষে সত্যাসত্য হইবে প্রচার,
তখন করিব সূক্ষ্ম ইহার বিচার.
এই ব্যক্তি হয় যদি সাধুর নন্দন,
কেহ না কহিব ভার্য্যা ছাড়িতে তখন.
কিন্তু অমূলক বাক্য যদি বলে থাকে,
প্রবঞ্চনা করিতে যদ্যপি বাঞ্ছা রাখে,
তবে দিব্য করিতেছি দণ্ডিয়া মারিব,
শঠতার প্রায়শ্চিত্ত জীবনে করিব."
এরূপ নিষ্পত্তি কাজী করিল যখন,
বাদী প্রতিবাদী সবে চলিল তখন.
মজাফর পুত্র সহ যাইয়া ভবনে
তখনি পাঠায় দূত মসুদ সদনে.
আসিল কৌলক যুবা দেলেরার তথা,
বিস্তারিয়া জানাইল বিচারের কথা.
বৃত্তান্ত শুনিয়া ধনী হাস্যমুখে কয়,
" হইল সমস্ত ভাল আর নাহি ভয়.
দূত না আসিতে মোরা অগ্রেই সরিব,
বোকারা নগরে গিয়া বসতি করিব
বিবাহের যৌতুকেতে কাটাইব দিন
থাকিব স্বচ্ছন্দে, সুখে হৈয়া বৈরি হীন"
ইহা শুনি কৌলকের আনন্দ হইল,
রাত্রি যোগে পলাইতে মনস্থ করিল
কিন্তু দেখে চারিদিগে দিতেছে পাহারা,
সাধ্য কি ছাড়িয়া তাহা পলাবে তাহারা.
এ আশা নিষ্ফলা হেরি ভাবে পুনর্ব্বার,
বিপক্ষের পুরী মধ্যে না রহিব আর.
আটক করিলে গিয়া কাজীরে কহিব,
তাহার সম্মতি নিয়া স্বতন্ত্র হইব.
ইহা ভাবি কৌলক চলিল সাধু পাশ,
কহিল " তোমার গৃহে না করিব বাস
লইয়া যাইব দারা যথা লয় মন,
বিচারে পত্নির প্রভু হৈয়াছি এখন."
তারা যে স্বতন্ত্র হৈতে অনুমতি দিবে
একথা কাহারো মনে কখনো না দিবে.
টাহার বিশেষে পণ করিল তখন,
পত্নীরে অন্যত্রে নিতে দিবনা কখন
কৌলক আপন বাক্যে অটল রহিল,
পশ্চাতে কাজীকে গিয়া সকল কহিল
বিবাদের কথা কাজী হৈয়া অবগত,
জিজ্ঞাসে "কৌলকে কেন হৈল হেন মত?"
আদুলা কুমার কহে "শুন মহাশয়,
থাকিতে শত্রুর সঙ্গে লাগে বড় ভয়.
সতত এপরামর্শ দিতেন জনক,
গৃহে যদি শত্রু থাকে হইবে পৃথক.

অতএব স্বতন্ত্রে করিব গিয়া বাস,
যুবতীরো অন্যত্র যাইতে অভিলাষ."
" ওরে মিথ্যা বাদি বেটা (কহিল টাহার)
একথা কেমনে কৈল সক্ষাতে সবার ?
একবার দেলেরা ক্রন্দন ছাড়া নয়,
যে অবধি তোর সঙ্গে তার বিয়া হয়.
তথাপিও লজ্জা নাই একথা কহিতে,
দেলেরা আমার গৃহে চাহেনা রহিতে."
কৌলফ কহিল "ভয় দেখাও কি তারে?
বলিয়াছি যেই কথা বলি পুনর্ব্বার.
অন্তর সহিত জায়া মোরে ভাল বাসে,
মুহূর্ত্তেক থাকিতে না চাহে শত্রুবাসে.
এ কথা দেলেরা যদি আপনি না বলে,
তখনি ত্যজিব তারে শুনহ সকলে."
"সাক্ষী থাক কাজী তবে (টাহার কহিল)
উহারি কথায় মোর স্বীকার হইল.
দেলেরারে আনাইয়া জিজ্ঞাস এখনি,
আপনার মত ব্যক্ত করিবে আপনি."
কাজী বলে "আমি তাহে দিলাম সম্মতি,
মানেস্মন্দ গিয়া তারে আন শীঘ্র গতি."
নায়েব তৎপর হৈয়া কাজীর আজ্ঞায়
আনি দিল রমণীকে তখনি সভায়.
নিকটে আসিলে তারে বিচারক কহে,
" পতি গৃহে থাকা কি তোমার বাঞ্ছা নহে.?
কহ কোন্ পতি প্রিয় অধিক তোমার,
প্রেমপাত্র হয় ছলা অথবা টাহার.?"
মনে মনে টাহার ভাবিল নিজ জয়,
দেলেরা আমার হৈয়া কহিবে নিশ্চয়.
আহ্লাদে সাহস দিয়া কহিল নারীকে,
"নির্ভয়ে আপন বাঞ্ছা বলিবে কাজীকে
তাহাতে আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইবে তোমার,
দুর্ম্মতি এবেটা হৈতে পাইবে নিস্তার."
দেলেরা উত্তর করে ত্যজি মৌন ভাব,
"ইচ্ছাতে যদ্যপি হয় প্রিয়জন লাভ.
শুন তবে মম স্বামি মসুদ কুমার,
পরম স্নেহের পাত্র জানিবে আমার.
এখন কাজীর কাছে এই ভিক্ষা চাই,
অনুমতি দেন মোরা স্থানান্তরে যাই".
ভাল ভাল বলি কাজী টাহারেকে কহে,
"দেখহ সকলে ছলা মিথ্যাবাদী নহে."
টাহার আশ্চর্য্য হৈয়া নারীর উত্তরে,
বিশ্বাস ঘাতিনী বলি হায় হায় করে.
এত দূর মন আজি কেমনে ফিরিল,
কালিত ইহার চিহ্ন কিছু নাহি ছিল.
কাজী বলে " আর তার নাহিক উপায়,
যথা ইচ্ছা বসতি করিবে দুজনায়."
" এই কি বিচার তবে (কহিল টাহার)
বিদেশী হইয়া জয় হইবে উহার ?
মসুদের পুত্র কি না নাজানি বিহিত,
অক্লেশে ছাড়িয়া দিবে এই কি উচিত ?"
বিচারক বলে "মনে নাকর এমন,
প্রতারণা রাষ্ট্র হৈলে বধিব জীবন"
টাহার উত্তর করে "হায় মহাশয়"
নাহি কি উহার মনে মরণের ভয়?
যদ্যপি দণ্ডার্হ হয় মনে হেন জানে.
দূত ফিরে আসিতে কি থাকিবে এখানে?
যথার্থই জানিতেছি পলাইবে শেষে,
দেলেরাকে সঙ্গে নিয়া যাবে কোন দেশে.
বোধ হয় করিয়াছে যুক্তি দুজনায়,
স্থানান্তরে যাইবার এই অভিপ্রায়".
কাজী বলে " কহ যাহা হয় অনুমান,
কিন্তু করাইব আমি তাহে সাবধান.
যেখানে থাকেনা কেন নগরে থাকিবে,
চৌদিগে পাহারা দিব চৌকীতে রাখিবে."
অপর কৌলফ আর দেলেরা যুবতী,
ভিন্ন হৈতে পাইলেন কাজীর সম্মতি.
সেইদিন ছাড়ি বৃদ্ধ সাধুর ভবন,
সরাইতে গিয়া বাস করিল দুজন

ছিল যাহা দেলেরার যৌতুকের ধন,
আর হিরা মুক্তা আদি অঙ্গ আভরণ.
তাহাতেই ব্যবহার উপযুক্ত মত,
কিনাইল দাস দাসী দ্রব্য আদি যত.
রহিল আনন্দে যেন নাহি কারো ভয়,
অনায়াসে পলায়ন করিবে উভয়.
কিম্বা সে যথার্থ যেন মসুদ কুমার,
জানিয়াছে আসিবে উত্তম সমাচার.
বিবাদের বিবরণ রাখিতে গোপন
পিতা পুত্র যথোচিত করিল যতন.
কিন্তু সব আকুঞ্চন করিল অসার,
ক্রমেতে নগরে সব পাইল প্রচার
রসিক নবীন যত ভাগ্যবন্ত ছিল,
বিখ্যাত প্রেমিক জনে দেখিতে আসিল.
তারমধ্যে একদিন আসে একজন,
মনোহর কান্তি দিব্য বসন ভূষণ
রাজকর্ম্ম কারী রূপে পরিচয় দিয়া,
বলে "আমি আসিয়াছি প্রসঙ্গ শুনিয়া.
তোমাদের মঙ্গলের বাসনা নিতান্ত,
সাধ্যমত শুভ চেষ্টা পাইব একান্ত"
এইরূপে হিত বাঞ্ছা করিতে প্রকাশ,
যথার্থ ভাবিয়া তারা করিল বিশ্বাস.
একত্রে ভোজনে তারে সমাদর করি,
বসিল ঘোমটা খুলি দেলেরা সুন্দরী.
কর্ম্মকারী চমকিত হেরিয়া সৌন্দর্য্য,
কৌলফে কহিল "আর নাহই আশ্চর্য্য.
যেরূপ কাজীর হাতে বদ্ধ হৈয়াছিলে,
শোভেনা কখন হেন রূপ না হইলে."
নানা উপহারে মেজ পরিপূর্ণ ছিল,
ভোজন করিতে তারা সকলে বসিল.
বিবিধ প্রকার সুরা আনি দাসীগণে,
ভোজনান্তে একে একে দেয় তিন জনে.
উল্লাসে ভাসিল রামা করি সুরাপান,
যন্ত্র নিয়া আরম্ভ করিল বাদ্যগান.

বীণায় বাজায় গায় কিবা সুললিত,
শুনি রাজকর্ম্ম কারী হইল মোহিত.
তার পরে বীণা ছাড়ি লইয়া সেতারা,
তালমানে এক গান করিল দেলেরা.
এগীত রচনা নারী সে সময় করে,
কৌলফে যখন রাজা দেয় দেশান্তরে.
রমণীর খেদ উক্তি শুনিতে শুনিতে
কৌলফের নেত্রবারি লাগিল বহিতে,
আশ্চর্য্য হেরিয়া কহে রাজ কর্ম্মকারী,
"কি হেতু রোদন কর বুঝিতে না পারি."
শুনিয়া উত্তর করে আব্দুল্লা কুমার,
"কি হইবে উপকার শুনিলে তোমার"
যেমন তোমার তাহে কার্য্য না দর্শিবে,
তেমনি আমার বলা নিরর্থ হইবে,
পুর্ব্বের যন্ত্রণা সব পড়িতেছে মনে,
অন্তর তাপিত শেষ দুর্ভাগ্য স্মরণে.
ইহাতে সান্তুষ্ট হৈয়া কর্ম্মকারী কয়
"দোহাই ভাঙ্গিয়া সব কহ মহাশয়
শুনিতে আমার বাঞ্ছা নহেক কেবল,
প্রার্থনা যথার্থ হয় তোমার মঙ্গল."
কোন মতে উপরোধ ছাড়িতে নাপারে,
প্রকাশিয়া সব কথা কহিল তাহারে.
বিশেষত এইরূপ করিল স্বীকার,
"সত্য আমি নহি আমি মসুদ কুমার.
দেলেরাকে পাব বলি করিলাম ছল,
কিন্তু হবে বঞ্চনায় বিপরীত ফল.
প্রেরিত হৈয়াছে দুত কোজন্দী নগরে,
তিনদিন মধ্যে ফিরে আসিবে শহরে.
রাখিয়াছে কাজী আরো চৌকীকে এস্থানে,
প্রতারণা রাষ্ট্র হৈলে বধিবে পরাণে.
তথাপি মরণে দুঃখী নহি মহাশয়,
বিচ্ছেদ না টবে শেষ এই বড় ভয়.
সেকাল কালের প্রতি সদা মন রাখি,
ভাবনা কেবল তাই আহে ঝরে আঁখি"

এরূপ কৌলফ যত কহে ইতিহাস,
অশ্রুজল পড়ে কত ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস
খেদ বাক্য শুনিতে শুনিতে যুবতীর
ধারা দিয়া পড়িতে লাগিল নেত্র নীর
ক্রন্দন দেখিয়া রাজকর্ম্মকারী কয়,
"তোমাদের দুঃখ দেখি বড় দয়া হয়.
ইচ্ছা করি হেন শক্তি থাকিত আমার,
করিতাম এবিচ্ছেদ হইতে নিস্তার.
বিধির দোহাই মনে বাসনা এমন,
কিন্তু দেখিতেছি রক্ষা দুষ্কর এখন.
হয় সে বিচারপতি দারুণ অবাধ্য,
যার চক্ষে ফাকি দিতে অত্যন্ত অসাধ্য.
নাহিক এমন আশা বলি যদি তারে,
প্রতারক জনে ক্ষমা করিবারে পারে
অতএব এই মাত্র ভরসা এখন,
একচিত্তে ভগবানে করহ স্মরণ
বিপদে তারক তিনি সর্ব্ব শক্তিমান,
এসঙ্কটে তিনি ভিন্ন নাহি আর ত্রাণ"
এরূপ প্রবোধ বাক্যে কত বুঝাইয়া,
রাজকর্ম্মকারী গেল বিদায় হইয়া
তখন দেলেরা কহে কৌলফের কাছে,
"মনুষ্য অনেক রূপ পৃথিবীতে আছে
দেখিয়া অন্যের দুঃখ আশ্বাসিয়া কয়,
মিষ্ট বাক্যে তুষিয়া মনের কথা লয়.
এই দেখ একজন এখনি আসিয়া,
ভুলাইয়া নিল কথা মধুর ভাষিয়া
কে নাহি তাহার বাক্যে কহিত সুজন?
কিন্তু নিজ কর্ম্ম সারি করিল গমন"
কৌলফ কহিল "প্রিয়ে অনুমানে পাই,
এজন সুজন বটে মিথ্যা কহে নাই
শুনিতে দুঃখের কথা করি ছিল ছল,
তবু যদি হেন জ্ঞান ভ্রান্তি সে কেবল
দীনাবস্থানে আর বচনে তাহার,
যথার্থই দয়াশীল হৈয়াছে প্রচার.
কিন্তু পরিত্রাণ অতি দেখিয়া দুষ্কর,
বলিল ভরসা মাত্র আছেন ঈশ্বর
বল দেখি তুমি প্রিয়ে করতে উদ্ধার
বিধাতা ব্যতীত হেন শক্তি আছে কার"
পরস্পর দুই জনে ভাবে কত দুঃখ
উভয়ের ভাবনাতে প্রকম্পিত বুক.
দুই দিন দুই রাত্রি মনস্তাপে যায়,
পলাইবে কি প্রকারে ভাবিয়া না পায়
প্রহরিকে ধন দিয়া তুষিতে চাহিল
কিন্তু তারা অর্থ লোভে বশ না হইল.
পঞ্চদশ দিন পরে হৈল উপনীত,
ফিরিয়া আসিবে দূত বুঝিল নিশ্চিত.
এদিন কালের প্রায় তাদের যেমন,
পূর্ব্বপতি সুপ্রভাত ভাবিল তেমন
গবাক্ষে ভানুর কর যখন লাগিল,
জীবনের শেষ দিন কৌলফ ভাবিল.
ত্যজিয়া প্রাণের আশা সজল নয়নে,
কহিল দেলেরা প্রতি বিরস বদনে.
"জীবনের মত প্রিয়ে চলিলাম আজি,
নিশ্চয় আমাকে বধ করিবেন কাজী.
তোমার সহিতে এই শেষ আলাপন,
এ শরীরে আর দেখা হবে না কখন.
স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাক আমার মরণে,
ভালবাসি বলি কিন্তু রাখিও স্মরণে."
কান্দিয়া কান্দিয়া নারী কহিল তাহাকে,
"কেমনে বলিলে নাথ বাঁচিতে আমাকে?
জীবনে কি ফল আর তোমার মরণে,
বাঁচিতে কি কহ মোরে দুঃখের কারণে?
মনে নাহি দিও স্থান পরাণে রহিব,
তোমার মরণ সঙ্গে সঙ্গিনী হইব,
মরিব তোমার সনে দেখিবে তাহার;
তুমি পরে আমি আর না হব তাহার
কিন্তু এসমস্ত দোষ করিয়াছি আমি,
তবে কেন বল দেখি নষ্ট হবে তুমি."

যদি নাহি বলিতাম অসত্য ...তে,
তবে কিসে মিথ্যাবাদী বিচারে হইতে?
তোমাকে কি হেতু বধ করিতে পারিবে,
আমি না তাহার দোষী আমাকে মারিবে.
নিদানে অর্দ্ধেক ভাগী আমিও হইব,
তুমি যে মরিবে একা কভু না সহিব.
অতএব দোঁহে চল যাই কাজীস্থানে,
প্রাণকান্ত বিনা আর কায নাহি প্রাণে."
কৌলফ বিস্তর তারে বুঝাইয়া কহে,
"মরণে প্রেমের চিহ্ন দেওয়া যুক্ত নহে."
কিন্তু নারী প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল,
সাধে সাধিবেনা বাদ কৌলফে কহিল.
তর্কাতর্ক দুই জন করিছে যখন,
কপাটে বিশাল শব্দ হইল তখন.
তাড়াতাড়ি দুই জনে দেখিলেক গিয়া,
আসিছে টাহার কাজী লোক জন নিয়া.
তরাসে ধরায় পড়ে বৈরক নন্দিনী,
অমনি আসিয়া ধরে ঘতেক বন্দিনী.
নারীকে রাখিয়া তথা কৌলফ ত্বরিতে
আসিল কাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে.
কিন্তু কাজী আসে নাহি মারিবার তরে,
হাসিয়া প্রণাম করি কহে সমাদরে.
"গিয়াছিল দূত তব জনকের কাছে,
সুসম্বাদ নিয়া হেথা অদ্য ফিরিয়াছে.
আসিয়াছে সঙ্গে তার ভৃত্য এক জন,
নিয়া তব পিতার প্রেরিত বহু ধন.
অতএব ভ্রান্তি শান্তি হইল সবার,
জানা গেল সত্য তুমি মসুদ কুমার.
কিন্তু আমি বহু শাজা দিয়াছি তোমাকে,
অপরাধ ক্ষমা তাহে করিবে আমাকে."
এরূপ কাজীর কথা সাঙ্গ হৈলে পরে,
পিতা পুত্রে তার জন্যে মনস্তাপ করে
টাহার কহিল "ভার্য্যা দিলাম তোমায়,
আর মম অধিকার নাহিক তাহায়;
কিন্তু যদি তজ্জন্য শীঘ্র করহ তাহাকে,
রহিল একথা হল্লা করিবে আমাকে"
কৌলফ অবাক হৈল শুনি এই সব,
নাহি পারে কিছুই করিতে অনুভব.
মনে ভাবে এরা আসি করিছে বিদ্রূপ,
দেখবা কখন ধরে ভয়ঙ্কর রূপ.
ভাবিতেছে এইরূপ সাধুর নন্দন,
হেনকালে উপস্থিত ভৃত্য এক জন.
হস্ত চুম্বি লিপি দিয়া কৌলফেরে বলে,
"জনক জননী তব আছেন কুশলে.
আর কোন জন্যে তাঁরা নহেন তাপিত,
কেবল তোমার তরে সদায় ভাবিত.
চক্ষু কর্ণ উভয়ের পথ পানে থাকে,
কখন জুড়াবে প্রাণ হেরিয়া তোমাকে."
উত্তর না করি পত্র অবিলম্বে নিয়া,
পড়িল নীচের লেখা মনোযোগ দিয়া.

"হায় প্রিয় পুত্র মনে সুখ নাই আর,
যে অবধি নেত্র হারা হৈয়াছ আমার.
অসুখ কণ্টকে থাকি করিয়া শয়ন,
তব অদর্শন বিষে করিছে দাহন.
মজাফর যেই দূত করিল প্রেরণ,
শুনিলাম তার মুখে সব বিবরণ.
চল্লীশ উষ্ট্রের পৃষ্টে নানা দ্রব্য দিয়া,
জৌহরে দিলাম সঙ্গে শীঘ্র যাবে নিয়া.
ত্বরায় পাঠাবে তব মঙ্গল সংবাদ,
শুনিয়া সুস্থির হব জন্মিবে আহ্লাদ".

কৌলফের পত্র পাঠ সাঙ্গ না হইতে,
দেখিল চল্লীশ উট প্রাঙ্গণে আসিতে.
জৌহর কহিল প্রভু আজ্ঞা কর মোরে,
এসকল নামাইয়া রাখি কোন্ ঘরে.
কৌলফ ভাবিল মনে একি চমৎকার,
নাপারি বুঝিতে কিছু কারণ ইহার.

জৌহর আসিয়া কথা এইমত কয়,
যেন তার সঙ্গে পূর্ব্বে ছিল পরিচয়.
কাজী আর মজাফর সব সত্য ভাবে,
ভাল তবে এসময় মিছা কেন যাবে?
কৌলফ চতুর বুদ্ধি সতর্কে রহিল,
দালানে শুনিয়া সব রাখিতে কহিল.
জিজ্ঞাসে জৌহরে পরে দেশের মঙ্গল,
"ভালত আছেন বন্ধু বান্ধব সকল?."
"আর সব ভাল প্রভু (কহিল চাকর)
জননী জনক তব বিচ্ছেদে কাতর.
বলিলেন এই কথা তোমাকে কহিতে,
সস্ত্রীক হইয়া দেশে ত্বরায় যাইতে."
এরূপ জৌহর কহে সম্বাদ যখন,
কাজী মজাফর আর তাহার নন্দন
চৌকীদার নিবারণ করি, তারপরে
সন্তুষ্ট হইয়া সবে গেল নিজঘরে
* নারীর নিকটে যুবা আসিল তখন,
সখীগণে যুবতীর করিল চেতন.
ভার্য্যাকে বৃত্তান্ত সব জানাইয়া পরে
মসুদ সাধুর পত্র দিল তার করে.
লেখা পড়ি কহে ধনী " ধন্যহে বিধাতা,
তুমি একঅদ্ভুত রূপে পরিত্রাণ দাতা.
আপনি করিলে এক উভয়ের মন,
তুমিই করিলে রক্ষা বিপদে এখন "
"না কর আহ্লাদ প্রিয়ে (সাধুপুত্র কহে)
এখনো আমরা দুঃখ হৈতে মুক্ত নহে,
খ্যাত তুমি করিলে আমাকে যার নামে.
অবশ্য তাহার বাস হবে এই ধামে,
পাঠাইয়া দ্রব্যজাত তাহারি কারণ
তার পিতা করিয়াছে এপত্র প্রেরণ.
জৌহর মুনিব পুত্রে আগে দেখে নাই,
দূতের বাক্যেতে মোরে ভুলিয়াছে তাই.
যদিস্যাৎ এইভুল কিছুকাল রয়,
তবে হবে আমাদের অতি সুখোদয়.
এখন উঠিয়া গে[illegible]কাজীর পাহারা,
অনায়াসে পলাইতে পারিব আমরা.
কিন্তু শুন এই মোর হয় অনুভব,
দেশময় প্রচার হৈয়াছে জনরব.
শুনিয়া মসুদ সুত কাজীকে কহিবে,
বিচারক নিজদোষ সারিয়া লইবে.
কেজানে এখনি যদি বলিয়াই থাকে,
আসিছে বিচারপতি ধরিতে আমাকে?"
এরূপ করিল যুক্তি সাধুর কুমার,
আশা ভয় দুয়ে মন অস্থির তাহার.
মুহু র্মুহু ভাবে এই আসে বুঝি কাজী,
হইবে চাতুরী চূর মরিলাম আজি.
এঘোর শঙ্কটে পড়ি বড়ই ভাবিত,
ইতোমধ্যে সেই রাজসভ্য উপস্থিত.
সভ্য বলে "শুনিলাম তোমার মঙ্গল,
বিধাতার কৃপাদৃষ্টি জানিবে কেবল.
শ্রবণ করিতে আমি তাই আসিলাম,
কিন্তু কহ শুনি কেন ভাড়াইলে নাম?
নাদিলে আমায় কেন সত্য পরিচয়,
কি কারণে কহ নাহি মসুদ তনয়?
কৌলফ একথা শুনি করিল উত্তর,
"দেখি নাই কবু আমি কোলম্বী নগর.
তামাসেতে জন্ম, আগে বলিয়াছি সব,
বহুকাল পিতৃহীন হারাই বিভব."
সভ্য বলে " তবে কেন মসুদ তোমায়,
পুত্র সম্বোধনে পত্র লিখিয়া পাঠায়.?
শুনিলাম বহুতর উষ্ট্র সাজাইয়া,
বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য দিল পাঠাইয়া.
যদিতুমি নাহি হবে তাহার নন্দন,
তবে কেন এসকল করিবে প্রেরণ?"
কৌলফ বলিল " বটে ইহা মিথ্যাময়,
কিন্তু তবু নহি আমি তাহার তনয়."
ইহা বলি কহে তাঁরে করিয়া বিস্তার,
ভ্রমেতেই ঘটিয়াছে এমন ব্যাপার.

শুনি কর্ম্মচারী বলে " তুমই নিশ্চয়,
এদেশে অবশ্য আছে মসুর তনয়.
অতএব যুক্তি আমি দিতেছি এখন,
অদ্যরাত্রে হেথা হৈতে করহ গমন."
কৌসফ কহিল " তাই ভাবিয়াছি মনে
পলাইব রজনী হইলে দুইজনে.
যদ্যপি কাজীর ভ্রম কালিদিন রয়,
তবেই মঙ্গল বটে শুন মহাশয়."
কর্ম্মকারী বলে " চিন্তা আরনা উচিত,
ঈশ্বর সহায় বড় জানিবে নিশ্চিত.
হইল যখন হেন মৃত্যুদণ্ডে ত্রাণ,
ভাবিওনা তোমার যাইবে আর প্রাণ"
এরূপ প্রবোধ বাক্য বিস্তর কহিয়া,
চলিলেন রাজসভ্য বিদায় হইয়া.
নির্জন দেখিয়া পতি পত্নী দুইজন,
পলাবার করিতে লাগিল আয়োজন
রাত্রি তাকাইয়া আছে স্থির করি সব,
এমন সময়ে দ্বারে শুনে কলরব.
প্রাঙ্গণে তখনি দৃষ্টি করে আচম্বিত,
অশ্বারূঢ় কয়জন আসি উপস্থিত.
দেখিয়া হইল প্রাণ কম্পিত দোঁহার,
ভাবিল আসিল কাজী করিতে সংহার.
কিন্তু এই শঙ্কা দূর ত্বরায় হইল,
যেরূপ ভাবিল মনে তাহা না ঘটিল.
প্রাঙ্গণে রাখিয়া অশ্ব সেই সৈন্যগণ,
গাঁঠরি লইয়া হাতে যায় শীঘ্রগতি
সমাদরে প্রণামিয়া কৌসফেরে কয়,
আসিয়াছি রাজার আদেশে মহাশয়.
জানিয়াছে প্রভু তব সব ইতিহাস,
শুনিবে তোমার মুখে বড় অভিলাষ.
সম্মানের এই যোড়া দিলেন তোমায়,
পরিয়া যাইতে শীঘ্র তাঁহার সভায়"
কৌসফের কোনমতে হেন বাঞ্ছা নয়,
যাইয়া রাজারে সব বিবরণ কয়.

কিন্তু রাজ আজ্ঞা বুঝি কিছু না বলিল,
যোড়া পরি সৈন্য সহ তখনি চলিল.
বাহিরে দেখিল এক সুসজ্জিত ঘোড়া,
সুবর্ণ হিরায় তার সবসাজ মোড়া.
সেনাপতি আসি তথা কৌসফেরে কয়,
এই অশ্ব আরোহণ কর মহাশয়.
তুরঙ্গে চড়িয়া যুবা রাজপুরে যায়,
অশ্বারূঢ় যত ছিল আগুপাছু ধায়.
রাজদ্বারে উপস্থিত হইল যখন,
আগুবাড়ি লইতে আসিল সভ্যগণ.
সমাদরে তারে নিয়া করিল গমন,
যে স্থানে বিচার করে অসুরেক রাজন.
সম্মুখে প্রধান মন্ত্রী নিজে উঠি পাছে
করে ধরি নিয়া গেল ভূপতির কাছে.
গজদন্ত সিংহাসনে বসি নরপতি,
যোড়ায় ভূষিত কত রত্ন হিরা মতি.
দেশস্থ সম্ভ্রান্ত লোক সভাতে আসিয়া,
নৃপতির সিংহাসন ঘিরিয়া বসিয়া
দেখিয়া সভার শোভা লোকের জমক,
কৌসফের চক্ষে আরো লাগিল চমক.
অসুরেক রাজার প্রতি নাতুলিয়া আঁখি
প্রণামিতে যায় ভূপে অধোনেত্র রাখি.
চমৎকৃত হেরি তারে কহিলা রাজন,
" কহ তব বিবরণ মসুর নন্দন
শুনিয়াছি গল্প অতি আশ্চর্য্য তোমার,
অকপটে কহ তাই বাসনা আমার
শুনা শব্দ যেন শুনে রাজার কথন,
আশ্চর্য্য হইয়া যুবা তুলিল নয়ন.
চাহিয়া দেখিল রাজ কর্ম্মকারী যিনি,
বলিয়াছিলেন গৃহে এই রাজা তিনি
একি সর্ব্বনাশ ভূপে বলিছি সকল,
ইহা ভাবি ভূমে পড়ে, চক্ষে বহে জল.
উজীর তুলিয়া তারে কহিল তখন,
ভয়নাই তুষিয়াছ রাজার বাসন.

শুনি সাধু পুত্র ভূমি হইতে উঠিয়া,
রাজার দামন চুম্বে পদতলে গিয়া.
পাছু হাটি আসি পরে আব্দুল্লা তনয়
হেঁঠ মাথা করি তথা দাঁড়াইয়া রয়
সিংহাসন ছাড়ি ভূপ আসিলার কাছে,
করে ধরি নিয়াযায় কুঠরিতে পাছে
রাজা বলে "শুন কহি আব্দুল্লা কুমার.
ভয় ত্যজ নাহি আর বিপদ তোমার
দেলেরা সহিতে নাহি বিচ্ছেদ হইবে,
উভয়ে আমার গৃহে স্বচ্ছন্দে রহিবে
মির্জান রাজার কাছে ছিলে যেপ্রকার,
সেরূপ সম্পদ হেথা হবে পুনর্বার.
পত্নী প্রেমাধিক তুমি শুনিয়া শ্রবণে,
সাক্ষাৎ করিতে যাই তোমার ভবনে.
দেখিয়া হইল স্নেহ, আর পরিচয়
কহিলে যখন মোরে করিয়া প্রত্যয়,
তখন হইল বড় বাসনা আমার,
তোমাদিগে সেশঙ্কটে করিতে উদ্ধার.
অতএব দেখিয়াছ চক্ষে আপনার
করিয়াছি যেইরূপে সেদায়ে নিস্তার.
যে চল্লীশ উষ্ট্র তব গৃহেতে আসিল,
মম অশ্বশালা হৈতে প্রেরিত হইল
আর যে বোঝাই দ্রব্য ছিল উষ্ট্রোপরে,
আমার আজ্ঞাতে সেই সব ক্রয় করে.
সে সকল দ্রব্য গেল সহিতে যাহার,
তাহাকে বাড়ীর খোজা জানিবে আমার
যে পত্র চাকর দিল তব হস্তে নিয়া,
আমিই লেখাই তাহা মুহরিকে দিয়া.
কোজস্তী হইতে যদি দূত ফিরে দেশে,
ভাবিলাম বিপরীত হইবেক শেষে.
এই জন্যে পথে এক ভৃত্য রাখিলাম,
বলিতে দূতেরে ইহা করি মোর নাম,
আসি মজাফরে হেন সমাচার কয়
তাহে যেন অভিপ্রায় মন্দ নাহি হয়.
এবিষয়ে যা ছিল বাসনা আমার,
এখন সম্পূর্ণ সিদ্ধি হইয়াছে আর."
রাজার কথার পরে কৃতজ্ঞ হইল,
কৌলফ তাহাঁর পদে পড়িয়া রহিল,
পরে সেই দিবসেই আব্দুল্লা কুমার
আনাইল দেলেরাকে পুরীতে রাজার.
ভূপতি দিলেন স্থান অতি মনোনীত,
করিলেন বেতন বিস্তর নিরূপিত.
পারগ পণ্ডিতে রাজা পশ্চাতে ডাকিয়া,
তাহাদের প্রেম গল্প রাখিলা লিখিয়া.

পুরুষের আচরণ প্রশংসিতে বিবরণ,
বর্ণন করিয়া ধাত্রী পরে,
মৌনভাবে এইভাবে, রাজকন্যা কোন্ ভাবে,
কিপ্রকার ভাব ব্যাখ্যা করে.
কিন্তু সেপুরুষ আখী, পুরুষের গুণ ঢাকি,
সদা নাকি এই ভাবে যায়,
কৌলফ নির্দোষী গণ্য, তবু না বলিয়া ধন্য,
কিছু দোষ ধরিতেই চায়.
কহ একি সখী গণ, পুরুষের আচরণ,
সটল্‌মিমী যেরূপ কহিল,
যখন মির্জান রায়, দূরীকৃত করে তায়,
দেলেরায় মনেনা হইল.
না নিয়া বিদায় তার, হইল নগর পার,
একবার দেখিল না তারে,
এই কি উচিত কর্ম্ম, প্রেমের কি এই ধর্ম্ম,
কিরূপে প্রশংসা হৈতে পারে.?
সত্য বটে রাজাজ্ঞায়, বাধিত করিল তায়,
অচিরায় ত্যজিতে সে স্থান,
কিন্তু প্রেমে যার মন, বাঁধা থাকে অনুক্ষণ
সে কথন করেকি প্রস্থান ?
প্রদীপ্ত অনলে ধায়, সলিলে ডুবিতে যায়,
সে জনায় প্রেমিক কহিব,

ইহা ভিন্ন দোষ আর, গুণ আছে যত তার,
শুন তাহা কিঞ্চিত্ বর্ণিব.
যেজন একেরে ভজে, সে কি আর অন্যে মজে,
জায়া ত্যজে কথায় কথায়?
হইলে সহস্র দায়, হলা হৈতে সে কি যায়,
দেলেরায় ভুলিতে কি চায়?
আরো দেখ ভাবি মনে, যখন দেলেরা সনে,
দৈব গুণে হইল মিলন,
কেমনে বলিল তারে, ত্যজিব কালি তোমারে,
কি বিচারে হইবে এমন?
সন্দেহ কি আছে তার, অবশ্য হইত পার,
এইবারো সে রূপ করিয়া,
যদি না সে মনোহরী, মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি
না কান্দিত চরণে ধরিয়া.
সরল প্রেমিক যেই, তাহার কি কর্ম্ম এই,
সে কি সখি এমন কঠিন?
পলাইতে সে কি চায়, প্রাণাধিক দেখে যায়,
করি তায় পরের অধীন?"
ধাত্রী করি যোড় পাণি, কহে শুন ঠাকুরাণি,
সত্য মানি তোমার বচন,
কিন্তু কহি যুক্তি সার, প্রশংসা উচিত তার,
মন যার মিথ্যায় বর্জ্জন.
রাখে প্রেম মনে মনে, নাকহিয়া সঙ্গোপনে
আকুঞ্চন ভিতরে ভিতর,
এরূপ প্রেমিক যেই, বিশ্বাসের পাত্র সেই,
তারে দেই প্রশংসা বিস্তর.
আর গল্প বলি তবে, শুনিলে সন্তুষ্টা হবে,
ভ্রম নাহি রহিবে তোমার,
যাহাতে পুরুষ প্রতি, হইবে প্রেমের মতি,
এই রীতি জানিবে অসার;
একথা শ্রবণ করি, ছিল যত সহচরী,
তত্ক্ষণাত্ সবে প্রশংসিল,
নূতন গল্পের আশে, সকলে আনন্দে ভাষে,
সটলুমিমী গল্প আরম্ভিল

কালফ রাজপুত্রের ইতিহাস

ছিলা এক নরপতি আস্ত্রাকন দেশে,
তৈমুর বিখ্যাত নাম প্রবীণ বয়েসে.
কালফ তাঁহার পুত্র সর্ব্ব গুণধাম,
মহাবীর বলবন্ত গঠন সুঠাম.
মহা মহা অধ্যাপক পণ্ডিত প্রধান,
বিদ্যাতে রাজার পুত্র তাদের সমান
অনায়াসে বুঝিতেন কোরাণের টীকা,
মুখাগ্রেতে মহম্মদ কৃত প্রহেলিকা.
ফলতঃ কহিত লোকে আসিয়ার বীর,
পাণ্ডিত্যে ফিলিকস তুল্য অত্যন্ত সুধীর
বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর যখন,
ধরাতলে তুল্য তার ছিল না তখন.
জনকের পরামর্শ আপনি কহিত,
যুক্তি শুনি মন্ত্রিগণ আশ্চর্য্য হইত
যদ্যপি কখন যুদ্ধ করিতে যাইত,
সেনাপতি হৈয়া রণ জিনিয়া আসিত.
প্রতাপ দেখিয়া প্রতিবাসি রাজগণ,
ভয়ে নাহি করে কোন মন্দ আচরণ.
এমন গাম্ভির্য্য তার পিতার যখন,
কার্জম হইতে দূত আসিল তখন.
সমাচার জানাইল রাজার সম্মুখে
" রাজস্ব হইবে দিতে আমার প্রভুকে,
প্রণয়ে যদ্যপি কর নাদেন এখন,
আপনি আসিয়া যুদ্ধ করিবে রাজন.
আসিবেক দুই লক্ষ সৈন্য তাঁর সঙ্গে
রাজ্য লবে প্রাণ নষ্ট করিবেন রণে "
মন্ত্রিগণে ডাকি রাজা পরামর্শ করে,
যুক্তি কি অযুক্তি কর দিতে নৃপবরে.
রাজপুত্র আদি যত সভ্যগণ ছিল,
সকলে তাহারা প্রায় রণে মত দিল.
অতএব কর দিতে না করি স্বীকার,
ফিরাইয়া দিল দূত কার্জম রাজার.

তদন্তর প্রতিনিধি পাঠান ত্বরিতে,
প্রতি বাসি রাজাগণে জ্ঞাপন করিতে.
যোড়াখিঁ কার্জমি রাজা কর নিতে চায়,
সংগ্রাম তাহার সঙ্গে বাধিবেক তায়.
এদেশের কর যদি নিতে পারে, তবে
তোমাদের নিকটেও ক্রমে তাহা লবে.
এবিষয়ে সকলেরি অমঙ্গল বটে,
অতএব পক্ষ হও যদি যুদ্ধ ঘটে.
প্রতিবাসি রাজাগণ শুনি সমাচার,
সাহায্য করিতে যুদ্ধে করিল স্বীকার.
তার মধ্যে সর্কসি জাতীয় জমীদার,
অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য দিতে করে অঙ্গীকার.
এসব আশ্বাসে রাজা করিয়া নির্ভর
নিজ সেনা আহরণ করিল বিস্তর.
তৈমুর এরূপ সজ্জা করেন যখন,
আসিতে লাগিল হেথা কার্জমি রাজন.
দুই লক্ষ যোদ্ধা সৈন্য সঙ্গে ছিল তার,
চোরঙ্গী নগরে নদী হইলেন পার.
আইসাক্ সোগাসাক্ দেশে পরে আসি,
সৈন্য জন্য খাদ্যদ্রব্য নিল রাশি রাশি.
তথা হৈতে জব্র দেশে আসিয়া পড়িল,
তখনো এদেশে সৈন্য প্রস্তুত না ছিল.
সর্কসীয়া সেনা আর অন্য রাজাগণ,
উত্তরিতে পারে নাই আসিয়া তখন.
পশ্চাৎ যেকালে সবে আসিয়া মিলিল
সেনাপতি হৈয়া যুদ্ধে কালক চলিল.
কিন্তু অদ্বিথণ্ডে আসি শুনিলেন কথা
কার্জম রাজার সৈন্য আসিয়াছে তথা.
যুবরাজ তখনি গমনে ক্ষান্ত দিয়া
করিল রণের শ্রেণী সৈন্য সাজাইয়া.
সংখ্যায় সমান প্রায় ছিল দুই দল,
অন্যাই শিক্ষিত রণে উভয়ের বল.
আরম্ভ হইল যুদ্ধ ঘোর তর অতি,
অন্য যুদ্ধে উভয়ের সেনা সেনাপতি.
কার্জম ভূপতি বীর সুপারগ রণে
সেনাপতি হৈয়া যুদ্ধ করে প্রাণ পণে.
এদিগে কালক তবু যোদ্ধা অভিনব,
কিন্তু বল প্রকাশিল তাহে অসম্ভব.
করিল উভয়ে রণ এমন সাহসে
না হইল কারো জয় সমস্ত দিবসে.
সন্ধ্যাকালে দুই পক্ষ ক্ষান্ত দিল রণে,
প্রত্যূষে করিবে যুদ্ধ স্থির ভাবি মনে.

সর্কসীয়া সেনাপতি রাত্রিতে গোপনে,
সাক্ষাৎ করিল গিয়া কার্জমির সনে,
কহিল "লিখিয়া যদি দেও নৃপবর,
আমার নিকটে কভু না লইবে কর.
তবে আমি সেনা নিয়া যাই নিজ দেশে,
কল্য প্রাতে জয় প্রাপ্ত হবে বিনা ক্লেশে"
ইহা শুনি অবিলম্বে কার্জমি রাজন,
লেখা পড়া তার সঙ্গে করিল তখন.
তদন্তর সেনাপতি হইয়া বিদায়,
আপনার বাসে আসি রজনী পোহায়.
পরদিনে রণসজ্জা হইল যখন,
সর্কসীয়া সৈন্যগণ গেলনা তখন
ছাড়িয়া রাজার পুত্রে সর্কসির বল,
গমন করিল দেশে ত্যজি রণস্থল.
কালক দেখিয়া এই অবিশ্বাসি কায,
ক্ষীণ হেতু বাঞ্ছা নহে করে যুদ্ধ সাজ.
কিন্তু ইচ্ছাধীন নহে চাহিলে কি পারে?
পড়িল বিপক্ষ সেনা আসি একেবারে.
সর্কসীয়া সেনাগণ গেল ভঙ্গ দিয়া,
সমর করিল তবু আত্ম সৈন্য নিয়া.
সেনাগণ কুমারের বিক্রম দেখিয়া,
সাহসে করিল যুদ্ধ সংগ্রামে থাকিয়া.
পরে শ্রেণী ভঙ্গ হৈলে রাজার নন্দন,
ত্যজিয়া জয়ের আশা করে পলায়ন.
কার্জমের ভূপ এই সম্বাদ পাইয়া
ধরিতে কিছু সেনা দিল পাঠাইয়া.

কিন্তু শত্রু এড়াইয়া রাজার তনয়,
কিছুদিনে গেল যথা পিতার আলয়.
সেথানে সকলে ভয় দুঃখেতে ভাবিল
যখন জানিল যুদ্ধে হারিয়া আসিল.
ইহাতেই যুবরাজ পাইল তরাস,
পশ্চাৎ সংবাদে আরো হইল নৈরাশ.
আসি এক ভগ্ন সেনা দিল সমাচার,
পড়িয়াছে সব বল খড়্গেতে রাজার!"
সেনাগণ নিয়া শত্রু আসিছে ত্বরিতে
রাজ পরিবার সব বিনাশ করিতে"
রাজাবলে " হায় একি ঘটিল প্রমাদ,
করিলাম কেন কর না দিয়া বিবাদ.?"
কবির প্রসিদ্ধ কথা আছে এই বটে
চোর পলাইলে পরে বুদ্ধ হয় ঘটে.
সময় সংক্ষেপ কিন্তু বিলম্ব না সয়,
শত্রু পাছে আসি পড়ে হৈল মহা ভয়.
সঙ্গে নিয়া দারা সুত আর প্রিয় ধন
রাজধানী হৈতে রাজা করে পলায়ন.
রাজার সহিতে যায় সভাসদ কত,
আর কালফের সঙ্গি সেনা গণ যত.
প্রস্থান করিল সবে বলুগারির পানে,
আশ্রয় লইতে কোন রাজাদের স্থানে.
এইভাবে কয় দিন পথিমধ্যে ফিরি
তারপরে পাইলেন কাকেশশ গিরি.
দস্যুরা হাজার চারি ছিল সেই স্থলে,
আচম্বিত পড়ে আসি নৃপতির দলে.
রাজার সেনার সংখ্যা উর্দ্ধচারি শত,
তথাপি যুঝিয়া শত্রু বিনাশিল কত.
অবশেষে রাজবল হইল নিধন,
পড়িল দস্যুর হস্তে ভুপাল তখন.
দস্যুগণ কেহ ধন লুটিয়া লইল,
কেহ কেহ সঙ্গিগণে কাটিতে লাগিল.
রাজা রাণী রাজপুত্রে প্রাণে না মারিয়া,
সর্ব্বস্ব লইল প্রায় বিবস্ত্র করিয়া.

যখন রাজার গেল ধনজন সব,
কি হইল মনোদুঃখ কর অনুভব.
সঙ্গিদের দশা দেখি নৃপতি কহিল,
আমার এরূপ মৃত্যু কেন না হইল?
দুঃখেতে হতাশা যুক্ত হইয়া রাজন,
আত্ম হত্যা করিবারে করিলা মনন.
নেত্র নীরে ভাসে রাণী দুর্ভাগ্য হেরিয়া
পর্ব্বত বিদীর্ণ করে ক্রন্দন করিয়া.
কেবল রাজার পুত্র চিন্তা না করিল,
এঘোর তরঙ্গ মাঝে হাইল ধরিল.
নানা শাস্ত্র পড়ি জ্ঞানতত্ত্বে গুণবান,
জ্ঞান নীরে শোক বহ্নি করিল নির্ব্বাণ
ভাবনায় মগ্ন দেখি জননী পিতায়,
কাতর হইয়া মিষ্ট বচনে বুঝায়.
"শুনগো জননী পিতা কি লাগি ভাবনা,
বিধাতার কর্ম্ম ইহা অগ্রে কি জাননা.?
বুঝিয়াছ আমরা কি আগে রাজ বংশে,
পড়িয়াছি বিধাতার কোপানল অংশে?
দেশত্যাগী হৈয়া পূর্ব্বে রাজা কত কত,
ভ্রমিয়াছে দেশ দেশ বিবেকির মত
শেষে অদৃষ্টেতে আনি দেয় প্রজাগণে,
রাজ্য করে সুখে পুন বসি সিংহাসনে.
যদ্যপি পারেন বিধি রাজত্ব হরিতে,
তবে তাঁর সাধ্য আছে প্রদান করিতে.
অতএব কর এই ভরসা এখন,
বিধাতা করিবে সব দুঃখের মোচন
হইবে পুনশ্চ শুভ দিনের প্রকাশ,
এবারো দুঃখের নিশি হইবে বিনাশ"
যাবৎ সন্তান যুক্তি কহে এইরূপ,
মনোযোগে শুনে বাক্য রাণী আর ভূপ.
সন্তুষ্ট হইয়া পরে কহে নরোত্তম,
"জানিলাম যুক্তি আমি যথার্থ উত্তম,
অদৃষ্টের লিপি কভু খণ্ডিবার নয়,
অতএব দুঃখ সহ্য উপযুক্ত হয়.

ইহা বলি রাজা রাণী সহিত নন্দন,
অশ্বাভাবে পদব্রজে করিল গমন.
চলিতে অভ্যাস নাহি মহা ক্লেশে যায়,
কারতে জীবন রক্ষা বনফল খায়.
এইরূপে কিছু কাল ভ্রমি তিনজনে,
ভুলিয়া পড়িল গিয়া মহা ঘোর বনে.
সে অরণ্য মরুস্থান জল নাহি তায়,
ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিশয় তিষ্ঠা নাহি যায়.
অথর্ব দুর্বল রাজা বয়সে প্রাচীন,
অনাহারে তাতে আরো হইলেন ক্ষীণ.
শ্রমেতে কাতরা হৈয়া রমনী তাঁহার,
দাঁড়ায় এমন শক্তি না রহিল আর
আপনি কাতর তবু কালফ তখন
মধ্যে মধ্যে উভয়েকে করিল বহন.
এইমত পরিশ্রমে গেল এক স্থানে,
ভয়ানক শৃঙ্গ মাত্র দেখে বিদ্যমানে.
তথা আছে গিরিবর অতি উচ্চতর,
ভয়ানক শিখর গহ্বর ভয়ঙ্কর
কঠিন দুর্গম স্থান দেখি ত্রাস লাগে,
পর্বত ছাড়িয়া মাঠ দেখে অগ্রভাগে.
তাহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাহি আর,
অগম্য কণ্টক বন দুই দিগে তার.
একে শ্রম তাহে ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কাতর,
কেমনে হইবে পার হইল ফাঁপর.
গিরি হেরি রাজরাণী সশঙ্কিত মনে,
কান্দিয়া উঠিল ভয়ে সেই মহাবনে.
রাজারো বিষম দুঃখ অধৈর্য্য হইল,
অসহ্য ভাবিয়া পরে পুত্রকে কহিল.
"এইরূপ দুঃখ হয় বাঁচিয়া থাকিলে,
ইহাতে কি আছে ফল জীবন রাখিলে?
করিয়াছি বহু ভোগ আর নাহি চাই,
মরিব প্রতিজ্ঞা এই প্রাণে কায নাই.
এই মহা গহ্বরেতে ঝাঁপ দিব এবে,
অদৃষ্টের লেখা ছিল এতে মৃত্যু হবে.
এড়াব শমন হস্তে ভাগ্যের দশন,
এমন জীবন হৈতে উত্তম মরণ"
ভূপতি মনের দুঃখ প্রকাশি এমত,
গহ্বরেতে ঝাঁপ দিতে হইলা উদ্যত.
কালফ অমনি ধরি জনকেরে কয়,
"একি কর্ম্ম করিতে উঠিলে মহাশয়?
কিজন্য উদ্যত আত্ম হত্যা করিবার,
এই কি সহ্যের চিহ্ন হয় আপনার?
বিধাতার মতে কেন হেন ব্যগ্রভাব,
ধরিতে উচিত হয় সহিষ্ণু স্বভাব.
ইহাতে না করি কেন পরিতোষ তাঁর,
কৃপাদৃষ্টি আমাদিগে হইবেক যাঁর.
সত্য বটে হইয়াছে ক্লেশ বহুতর,
সম্মুখে অভ্রস্পর্শ প্রকাণ্ড গহ্বর.
এই পথে গেলে পরে লোক নাহি বাঁচে,
কিন্তু মনে করি পিত অন্য পথ আছে.
তুমি মাত্র থাক হেথা জননী সহিত,
পথ দেখি আমি ফিরে আসিব ত্বরিত"
এইরূপ জনকেরে কহি নানা মত,
চলিল রাজার পুত্র অন্বেষিতে পথ.
পর্বতের চতুর্দ্দিগে রাজপুত্র যায়,
আর পথ কোন স্থলে দেখিতে না পায়.
কাতর হইয়া ভূমে পড়িয়া তখন,
ঈশ্বরে স্মরিয়া যুবা করিল রোদন.
কিঞ্চিৎ বিলম্বে চলে অন্য দিগ পানে,
অকস্মাৎ এক পথ দেখে বিদ্যমানে.
ঈশ্বরে তখন বহু ধন্যবাদ করি,
চলিল নরেন্দ্র সুত সেই পথ ধরি.
শেষে এক বড় বৃক্ষ নিকটে আইল,
প্রান্তর সম্মুখে তার দেখিতে পাইল.
তরুতলে আছে এক দিব্য সরোবর,
তাহাতে শীতল বারি অতি মনোহর.
দেখিলেন সেইখানে বৃক্ষ আর কত,
বিবিধ ফলের ভরে শাখা সব নত.

হেরিয়া আনন্দে শীঘ্র রাজার কুমার
মাতা পিতা স্থানে গেল দিতে সমাচার.
পুলকিত রাজা রাণী শুনিয়া সম্বাদ,
ভাবিল যাইবে দুঃখ ঘুচিবে বিষাদ.
যুবরাজ তাঁহাদিগে সরোবরে আনে,
হস্ত মুখ প্রক্ষালণ করে সেই খানে.
তৃষ্ণায় কাতর, আগে পান করে জল,
পরেতে খাইতে প্রথ আনি দেয় ফল.
অনাহারা কয় দিন কিছু না খাইয়া,
সুখাদ্য ভক্ষণ করে আহ্লাদ পাইয়া.
পশ্চাৎ জনক প্রতি কহিল কুমার
"দেখ পিত নিরর্থক বৈরক্তি তোমার.
ভাবিয়াছ আমাদিগে বিধাতা নির্দয়,
কিন্তু দেখ স্মরণেতে হইলা সদয়.
বধির নহেন বিধি দুঃখির স্মরণে,
যাহাদের মন প্রাণ তাহাঁর চরণে."
ভ্রমণে কাতর সবে বলে অতি ক্ষীণ
সরোবর তটে বাস করে তিন দিন
ফল মূল পরে কিছু সঙ্গে করি নিয়া
লোকালয়ে যাইতে চলিল মাঠ দিয়া.
ছাড়িয়া কতক মাঠ দেখে বিদ্যমানে,
লোকালয় দৃষ্ট হয় তাহা ব্যবধানে.
আনন্দে তখনি যায় নগরের পানে,
প্রবেশ দ্বারেতে আসি থাকে সেইখানে.
বসন ভূষণ হীন শ্রমেতে কাতর,
বাসনা ছিলনা দিনে প্রবেশে নগর.
যাইব রজনী ভাগে ভাবি এই মনে,
বৃক্ষতলে শয়ন করিল তিন জনে.
এইরূপে কিছুকাল সেই স্থানে আছে,
হেন কালে এক বৃদ্ধ আসিলেন কাছে.
সমাদরে তাহাঁদিগে করিয়া প্রণাম
বসিলেন সেইখানে করিতে বিশ্রাম.
ইহাঁরা উঠিয়া বৃদ্ধে প্রণামিয়া তথা,
জিজ্ঞাসা করিল সেই নগরের কথা.

প্রাচীন কহিল "অমুক নগরের নাম,
ভূপতি এলেক্স খান তাঁর রাজ ধাম."
তোমাদের জিজ্ঞাসায় মনে হেন লয়,
কিছুই জাননা যেন এদেশের নয়"
রাজা বলে "মহাশয় যাহা বল মানি,
আমরা বিদেশি লোক তত্ত্ব নাহি জানি.
কার্জম নামক ধামে আমাদের ঘর,
বাণিজ্যে কাটাই কাল নিজে সদাগর.
কাপচকে যাই মোরা মিলি সাধু দল,
পথেতে পড়িল আসি দস্যুদের বল.
প্রাণ মাত্র রাখি সব লুঠ করি শেষে,
ছাড়ি দিল আমাদিগে এই দস্য বেশে.
আসিলাম কাকেশশ গিরি হৈয়া পার,
কিছু মাত্র আমরা না জানি হেথাকার".
দয়ালু স্বভাব বৃদ্ধ পরহিতে রত,
শুনিয়া দুঃখের কথা খেদ করে কত.
মনের সারল্য ভাল জানাইতে পরে,
আপনি কহিল আজি থাক মোর ঘরে.
উপরোধ না ঠেলিয়া বৃদ্ধের কথায়
অঙ্গীকার করিলেন থাকিতে তথায়.
পরেতে যখন অস্ত গেল দিন মণি,
নিজ বাসে তাহাদিগে আনিল আপনি.
গৃহ তার সাধারণ বড় ভারি নয়,
কিন্তু অতি সুসজ্জিত মনোরম্য হয়.
দ্বারে আসি কহে বৃদ্ধ চাকরের কাণে,
ভৃত্য গিয়া কাপড়িয়া মহাজনে আনে.
বড় এক বস্তা নিয়া একজন যায়,
স্ত্রী পুরুষে পরিবার বস্ত্র আছে তায়.
আর জন আনিল বোচকা পূরি কত
কটিবন্ধ পাগড়ি ঘোমটা নানা মত.
সম্মুখেতে মহাজন বস্তা খুলি দিল,
রাজা আর যুবরাজ ইচ্ছামত নিল.
মহিষী আপনি বস্ত্র নিলা তার পরে,
মনোহর যে অম্বর স্ত্রীলোকেতে পরে

তদন্তর বিদায় করিয়া মহাজনে,
আহার আনিতে বৃদ্ধ কহে ভৃত্য গণে,
আসিয়া কিঙ্কর দ্বয় আজ্ঞায় তাহার,
সাজাইল মেজোপরি বিবিধ আহার.
মদ্য মাংস মৎস্য আদি খাদ্য নানা মত,
মিঠাই মিষ্টান্ন আর ফল মূল কত.
পরে বৃদ্ধ তাহাদিগে তিনজনে নিয়া,
হর্ষ মনে ভোজনেতে বসিলেন গিয়া
ভোজনান্তে দিলা সুরা আনিয়া সম্মুখে,
খাইতে লাগিল তারা পরম কৌতুকে.
মদে মত্ত হৈয়া বৃদ্ধ নানা চেষ্টা করে,
তাহাদের তিন জনে হর্ষ করিবারে.
কিন্তু বৃথা হৈল তার সব আকুঞ্চন,
নিয়ত চিন্তায় মগ্ন থাকে তিনজন
তাহা দেখি বৃদ্ধ বলে " একি চমৎকার,
প্রফুল্ল অন্তর নাহি দেখি একবার.
দস্যুরা নিয়াছে ধন সেই ভাবনায়
চিরকাল থাকিবে কি মনো যাতনায়?
ভাবিলে কি এঘটনা অদ্ভুত নিতান্ত,
কাহারো এমন আর নাহিক দৃষ্টান্ত?
পথিক নাম্বায় আর মহাজন যত,
নিত্য নিত্য এমত বিপদে পড়ে কত.
ঠেকিয়া ছিলাম আমি নিজে চোর হাতে,
যখন বোগদাদে যাই মৌজল হইতে
কাড়িয়া সকল ধন নিল দস্যুগণ,
কেবল লইয়া প্রাণ করি পলায়ন.
সে ঘটনা তুল্য বটে তোমাদের সনে,
কিন্তু তথাপিও চিন্তা করি নাহি মনে.
বিবরণ কহি শুন করিয়া বিস্তার,
শ্রবণে এমনো দুঃখে পাইবে নিস্তার"
একথা বলিয়া বৃদ্ধ ইঙ্গিত করিল,
অনুচর সকলেতে তখনি সরিল.
আহ্লাদের সঙ্গে বৃদ্ধ বসি সেই ঘরে,
এইরূপ বিবরণ আরম্ভন করে.

ফদলল্লা রাজার ইতিহাস।

বিনাটক খ্যাতি রাজা মৌজলেতে ধাম,
তাঁহার তনয় আমি ফদলল্লা নাম
বিংশতি বৎসর কালে জনক আমার
আকুঞ্চন করিলেন বিবাহ দিবার.
আনিয়া দেখান কত যৌবন বয়সী,
মনোহর বেশ করা পরম রূপসী.
দেখিলাম সবে কিন্তু করিয়া অভক্তি
কাহাতেও না হইল মনের আসক্তি.
তাহাতে সুন্দরী গণ বড় লজ্জা পায়
অভিমানে ক্রোধভরে অধোমুখে যায়
শুনিয়া হইল পিতা অত্যন্ত আশ্চর্য্য,
বুঝিল গিয়াছে জ্ঞান হেরিয়া সৌন্দর্য্য
কিন্তু কহিলাম তাতে বিস্তারি তখন,
বিবাহ করিতে বাঞ্ছা নাহিক এখন;
অন্তরে বাসনা বড় যাইব ভ্রমণে,
বিবাহে বিরাগ মোর তাহার কারণে
পরে কহিলাম কত করিয়া মিনতি,
বোগ্দাদে যাইতে মোরে করুন সম্মতি.
পর্য্যটনে যাই আমি বাধা নাহি ছিল,
আনন্দিত হৈয়া পিতা অনুমতি দিল.
কিন্তু রাজপুত্র ন্যায় ভ্রমণেতে যাই
ধুমধামে সরঞ্জাম করাইল তাই.
চারি উষ্ট্র স্বর্ণ রাজভাণ্ডার হইতে
বোঝাই করিয়া দিল আমার সহিতে.
পিতার আজ্ঞাতে গেল ঘোড়া এক শত,
চলিল সেবার তরে অনুচর কত.
যাত্রা করি চলিলাম সাজি এই মতে,
কয় দিন কিছু বিঘ্ন না হইল পথে.
এক রাত্রি আছি মাঠে ছাউনি করিয়া,
আচম্বিত দস্যু আসি পড়িল ঘেরিয়া.
অসংখ্য ডাকাতি সেনা বিপরীত দল,
তিলার্দ্ধ কালের মধ্যে কাটে কত বল.

অবশিষ্ট সেনাগণ নিয়া তার পরে,
রহিলাম আত্ম রক্ষা করিবার তরে.
কিন্তু হেন যুঝিলাম নিয়া সেনাগণ,
পড়িল শত্রুর প্রায় তিনশত জন.
প্রভাতে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত,
যুঝিতেছি কর মনে হইয়া সজ্জিত.
ক্রুদ্ধ হৈয়া আরম্ভিল ঘোরতর রণ
আমাদের চতুর্দ্দিগে করিয়া বেষ্টন.
বিফল সকল আশা তখন হইল,
অবশেষ দস্যুগণ সংগ্রাম জিনিল.
প্রবল বিপক্ষ দলে অধীন করিয়া
আমাদের অস্ত্র শস্ত্র লইল হরিয়া.
রণে হত হইয়াছে তাহাদের বল,
প্রতিজ্ঞা করিল দিতে তার প্রতি ফল
করিলেক সঙ্গি দিগে কাটিয়া নিহত,
আমাকেও সেইরূপ করিতে উদ্যত.
হেনকালে কহিলাম করিয়া প্রচার,
"সাবধান বধিও না রাজার কুমার,
মৌজলের অধিপতি জনক আমার,
সর্ব্ব অধিকারী আমি হইব তাঁহার."
দস্যুপতি বলে "ভাল জানাইলে শেষ,
তোমার পিতার প্রতি আছে মোর দ্বেষ.
কত সঙ্গী ধরি ফাঁশি দিয়াছে রাজন,
মিটাইব সেই দুঃখ তোমাতে এখন"
পশ্চাৎ সকল হরি বন্ধন করিয়া
বন মধ্যে শৈল তলে আনিল ঘেরিয়া.
অসংখ্য ছাউনি পাতা সেই গিরি তলে,
বসতি করিত তথা তস্কর সকলে.
উচ্চতর অধ্যক্ষের বাস মধ্যস্থানে,
রাখিল সে দিন মোরে নিয়া সেইখানে.
পরদিন বৃক্ষতলে আনিয়া বান্ধিল,
অনাহারে মারিবারে নিদ্ধার্য্য করিল.
তাহে দস্যুগণ যত আসি চারি পাশে,
গালাগালি দিয়া মোরে কত কটু ভাষে.

এইরূপে কতক্ষণ বান্ধিয়া রাখিল,
অন্তকাল ঘনাইয়া আসিতে লাগিল.
এমন সময়ে চর নিয়া সুভ কথা
উপনীত হৈল আসি অধ্যক্ষের তথা,
বলিল অমুক স্থানে এক দল যাত্রি
থাকিবেক ছাউনি করিয়া কালি রাত্রি.
শুনি দস্যু অধিপতি আনন্দিত মনে,
আজ্ঞা দিল তখনি সাজিতে সঙ্গি গণে.
চলিল পশ্চাৎ সবে চড়ি অশ্বোপরি
মরিয়া থাকিব আমি এই মনে করি,
কিন্তু তিনি রাখিলেন আমার জীবন,
নিষ্ফল করেন যিনি দুষ্টের মনন.
অধ্যক্ষের জায়া মোরে সদয়া হইল,
নিশাভাগে আসি তথা এরূপ কহিল.
"হায় যুবা দয়া হয় দেখিয়া যাতনা
বন্ধন খুলিয়া দেই আমার বাসনা
কিন্তু বল দেখি বল আছে কি না গায়
পলাইতে পারিবে কি ছাড়া যদি যায়'
শুনিয়া তাহার বাক্য কহি ততক্ষণ,
"পলাইতে শক্তি মোর আছে বিলক্ষণ.
যে বিধি এমন দয়া দিলেন তোমাকে,
গমনের বল তিনি দিবেন আমাকে."
পরে নারী তখনি কাটিয়া বন্ধ পাশ,
খাদ্য আর দিল এক পরিধান বাস.
গমনের পথ ধনী দেখাইয়া কয়,
"এই পথে যাও তুমি পাবে লোকালয়"
প্রাণ রক্ষাকারিণীকে প্রণাম করিয়া
চলিলাম সারা নিশি সে পথ ধরিয়া,
প্রভাত হইলে দূরে দেখি একজন
অশ্বপৃষ্ঠে ছালা দিয়া করিছে গমন.
শুনিলাম বোগদাদ নগরে যাইবে
তথায় ছালার দ্রব্য বিক্রয় করিবে.
হইয়া তাহার সঙ্গী যাই সেই দেশে,
আসিলাম সেই স্থলে দুই দিন শেষে

তথা সে আপন কর্ম্মে করিল গমন,
আমি গিয়া রহিলাম মঠেতে তখন.
দুই দিন দুই রাত্রি গেল সেই স্থানে,
বাসনা ছিলনা আর যাই কোন খানে.
স্বদেশী কাহার সঙ্গে দেখা হয় পাছে
পরিচয়ে বড় লজ্জা হবে তার কাছে.
ফলতঃ সে দুঃখে মনে হেন লজ্জা পাই,
অনেক কি লুকাব নিজে লুকাইতে চাই
কিন্তু রিপু ক্ষুধা তৃষ্ণা সহা নাহি যায়,
ভিক্ষুক হইতে হৈল জীবনের দায়.
অবিলম্বে বড় এক বাড়ীতে যাইয়া,
কহিলাম ভিক্ষা দেও গবাক্ষ চাইয়া.
ক্ষণেক বিলম্বে এক প্রবীণা রমনী
রুটী ভিক্ষা দিতে মোরে আসিল আপনি.
আমাকে যখন বৃদ্ধা সেই রুটী দিল,
পবন গবাক্ষ চিক উড়াইয়া নিল,
সেই কালে দেখি ঘরে নারী অনুপমা,
চমৎকৃত রূপবতী অতি মনোরমা.
কিবা জানি দেখিলাম রূপের চমক,
চক্ষেতে লাগিল যেন বিদ্যুৎ ঝমক.
একেবারে অনঙ্গেতে মোহিত হইয়া,
থাকিলাম কাষ্ঠ প্রায় গবাক্ষে চাইয়া
প্রবীণা যখন রুটী দিল মোর হাতে,
কি নিতেছি কিছুজ্ঞান নাহি ছিল তাতে.
পরে বৃদ্ধ গেলে তবু দাঁড়াইয়া থাকি,
কখন আসিবে বায়ু তাহে মন রাখি.
পবন সদয় কিন্তু আর না হইল,
দিনমণি অস্ত গেল গোধূলি আইল.
হেনকালে এক বৃদ্ধ তথা দিয়া যায়.
জিজ্ঞাসি কাহার বাটী ডাকিয়া তাহায়.
বৃদ্ধ বলে মওয়াফেক আত্তাক তনয়,
তিনি এই গৃহপতি ধনী অতিশয়.
অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত তিনি খ্যাত কীর্ত্তি যশে,
রাজ প্রতি নিধি পূর্ব্বে ছিলেন এদেশে.

বিবাদ করিয়া কাজী অপবাদ দিল
তাহাতে রাজাধিরাজ রাজপদ নিল
ভাবিতে ভাবিতে যাই একথা শুনিয়া
অন্যমনে পড়িলাম নগর ছাড়িয়া.
উপনীত হৈয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশানে,
স্থির করিলাম নিশি বঞ্চিতে সেখানে.
খাইলাম সেইরুটী বৃদ্ধা যাহা দিল,
খাওয়া গেল কিন্তু কিছু ক্ষুধা নাহি ছিল.
পরে এক কবরের সন্নিকটে গিয়া,
শুইলাম ইটের ঢেরিতে শির দিয়া.
ঘুমাইতে কিযাতনা কহিতে না পারি
প্রতিক্ষণ হৃদয়েতে জাগে সেই নারী:
মনোহর রূপ তার সদা উঠে মনে,
বিদগ্ধ তাপিত দেহ কাম হুতাশনে.
অতি কষ্টে যদি নিদ্রা আসিল কিঞ্চিত,
গোরমধ্যে গোলমাল শুনি আচম্বিত.
কিজানি কিসের শব্দ গোরের ভিতর,
সংশয় ভাবিয়া উঠি পলাই সত্বর.
দুইজন ছিল সেই গোরের দুয়ারে,
জিজ্ঞাসে "কেতুই হেথা" ধরিয়া আমারে
কহিলাম " শুন ভাই বিদেশী এজন,
বিধাতা করিল যারে ভিক্ষুক এখন.
নগরেতে নাপাইয়া স্থান কোনখানে,
আসিয়াছি রজনী বঞ্চিতে গোরস্থানে"
" ভিক্ষুক যদ্যপি তুই (কহে একজন)
বড় ভাগ্য আমাদের সঙ্গে দরশন.
খাওয়াইব তোরে আজি ভরিয়া উদর"
ইহা বলি নিয়া গেল গোরের ভিতর.
দেখিলাম চারি জন আরো সেই খানে
খাইছে খাজুর আর মত্ত মদ্য পানে.
তাহাদের সঙ্গে মোরে বসাইল নিয়া,
ভয়ে ভয়ে খাইলাম একত্রেতে গিয়া.
হইবেক দস্যু তারা ভাবিলাম মনে,
ফলত প্রকাশ তাহা হইল কথনে.

সেই রাত্রি ডাকাইতি করিয়াছিল যথা
আরম্ভিল কয়জনে সেই সব কথা.
পরে মোরে এইরূপ কহে দস্যুগণ,
আমাদের সঙ্গী তুমি হও একজন.
বিষম শঙ্কট দেখি ভাবি মনে মনে
কেমনে হইব দস্যু তাহাদের সনে,
যদ্যপ্যপি অস্বীকার করি আমি তায়,
তৎক্ষণাৎ তাহাদের হস্তে প্রাণ যায়
ভাবিয়া না পাই স্থির কি দেই উত্তর,
হেনকালে পরিত্রাণ করিলা ঈশ্বর
আচম্বিত আসিল কাজীর জমাদার
অস্ত্রধারি বহুলোক সঙ্গে আছে তার.
গোরস্থানে প্রবেশিয়া বান্ধি রজ্জু দিয়া,
সকলেরে কারাগারে রাখিলেক নিয়া
সেই স্থানে রাত্রি বাস হইল সবার
প্রত্যুষে আসিল কাজী করিতে বিচার,
দস্যুগণ দোষ কর্ম্ম মানিলেক সব,
মিথ্যা কথা মিথ্যা হবে করি অনুভব
পরে আমি লাগিলাম কাহিনী কহিতে,
যেরূপে হইল দেখা দস্যুর সহিতে.
সায় দিল দস্যুগণ আমার কথায়,
কাজী মোরে রাখাইল স্বতন্ত্র তথায়
তুষ্ট হৈয়া মুক্তি দিতে করিয়া মনস্থ
শুনিতে চাহিল মোর বৃত্তান্ত সমস্ত.
কেন গিয়াছিলে গোরে থাকিতে কিরূপ,
সহস্র সহস্র প্রশ্ন করিল এরূপ,
কহিলাম সব আমি বিস্তারি তখন
কেবল বংশের কথা রাখিয়া গোপন,
একথা পর্য্যন্ত তারে বলিলাম পরে,
ভিক্ষার্থে যাইয়া কল্য মফেকের ঘরে
দেখিয়াছি নারী এক মনোহরী অতি,
তাহার সৌন্দর্য্যে মোর বিচলিত মতি.
মফেকের নামে তার রক্তিমা লোচন,
ভাবিয়া কিঞ্চিৎকাল কহিল বচন

"নিঃসন্দেহ সে যুবতী মফেকের সুতা,
শুনিয়াছি অতিশয় রূপগুণ যুতা,
যদ্যপি বা নীচ তুমি হৈতে অতিশয়,
তথাপিও মনোবাঞ্ছা পুরাইতে হয়
অতএব নিজে আমি লইলাম ভার,
চেষ্টা পাব তোমাতে বিবাহ দিতে তার
ইহাতেও যদি তারে না পাও একান্ত,
তবে জান কর্ম্ম দোষ তোমারি নিতান্ত".
এত শুনি বিচারকে করি নমস্কার,
বুঝিতে না পারি কিন্তু মনস্থ তাহার,
পরে চাপ্রাসী একজন কাজীর আজ্ঞায়
কারা হৈতে স্থানে নিয়া চলিল আমায়.
ইতোমধ্যে বিচারক দুই অনুচরে,
পাঠাইল মওয়াফেকে ডাকিবার তরে.
মওয়াফেক উপনীত হইল যখন,
উঠিয়া তাহারে কাজী সম্ভাষে তখন.
আলিঙ্গন তার সঙ্গে করে তারপর,
মওয়াফেক অবাক দেখিয়া সমাদর,
কিন্তু ভাবে বৈরিভাব আছে যার সনে,
সে যে আজি মান্য করে ভাব আছে মনে.
কাজী বলে "মওয়াফেক ইচ্ছা বিধাতার,
আমাদের শত্রুভাব না থাকিবে আর.
কল্য আসি বশরার রাজার তনয়
অবস্থিত হৈয়াছেন আমার আলয়.
শুনিয়াছে যুবরাজ শুন কহি সার,
পরম সুন্দরী আছে দুহিতা তোমার
বিবাহ করেন তারে অভিপ্রায় বটে,
ইচ্ছা আছে আমা দ্বারা এই কর্ম্ম ঘটে.
আমারো এ কর্ম্ম বড় হয় বাঞ্ছনীয়,
যেহেতু ইহাতে মোরা হব পুনঃপ্রীয়."
মওয়াফেক বলে "শুনি একি চমৎকার,
রাজপুত্র হইবেন জামাতা আমার.
আমার অনিষ্টে হয় তোমার আনন্দ,
কি আশ্চর্য্য করিতেছ তুমিই সম্বন্ধ!"

কাজী কহে "মওয়াফেক হইয়াছে যাহা
কদাচিত্ মনে আর না আনিবে তাহা,
হইবে রাজার পুত্র তোমার কুটম্ব,
সম্পন্ন হইতে যাহা কিঞ্চিৎ বিলম্ব.
স্মরণ করিয়া ইহা আমরা এখন,
পরস্পর প্রণয়েতে কাটাই জীবন."
মওয়াফেক যে প্রকার ভদ্র আর সৎ,
তেমনি দুরন্ত কাজী নিতান্ত অসৎ.
শত্রুর মিত্রতা ভাবে বিশ্বাসিয়া ফলে
পড়িলেন মওয়াফেক প্রতারণা কলে.
পরস্পর দুইজনে কহিতেছে কথা
হেনকালে ভৃত্য মোরে আনিলেক তথা,
জরির পাগড়ি শিরে দিয়াছিল দাস,
অঙ্গেতে চাপকান যোড়া মনোহর বাস.
দৃষ্টিমাত্র কহে কাজী "হে রাজ কুমার,
যাঁর আগমনে গৃহ পবিত্র আমার
এই দেখ মওয়াফেক, ইহাঁকে এখন
করিয়াছি আপনার মানস জ্ঞাপন.
নক্ষত্র সমান রূপে কুমারী ইহাঁর,
বিবাহ তোমার সঙ্গে দিবেন তাহার."
পরে উঠি মওয়াফেক প্রণামিয়া কয়,
"কি কব কন্যার ভাগ্য হে রাজ তনয়,
অন্তঃপুরে রাখ যদি করিয়া বন্দিনী,
তাহাতে পরম সুখ মানিবে নন্দিনী".
তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনি এই সব,
কিরূপ আশ্চর্য্য আমি কর অনুভব
কিন্তু তাহা দেখি কাজী বড় ভয় পায়,
কিবা জানি বলি আমি, পাছে কার্য্য যায়.
তাহা ভাবি কহে কাজী মওয়াফেক প্রতি,
"বিবাহের পত্র তবে কর শীঘ্র গতি.
মান্যমান লোক সাক্ষী হউক ইহার,
পরস্পর ভাল তাহে জানিবে দোঁহার"
পরে পাঠাইল দাস সাক্ষিকে ডাকিতে,
আপনি বিবাহ পত্র থাকিল লিখিতে.

সাক্ষি গণে নিয়া ভৃত্য আসিল যখন,
সকলেরে শুনাইল পড়িয়া তখন.
করিলাম পত্রে আমি স্বনাম সাক্ষর,
মওয়াফেক লেখে নাম কাজী তার পর.
তদন্তর সাক্ষিগণে করিয়া বিদায়,
কহে কাজী মওয়াফেকে এরূপ ভাষায়.
"সামান্যের মত কর্ম্ম মহতের নয়,
গোপন শীঘ্রতা দুই আবশ্যক হয়.
জামাতা হইল এই রাজার কুমার,
গৃহে নিয়া শীঘ্র দেও বিবাহ ইহাঁর."
তদন্তর মওয়াফেক হইয়া বিদায়
অশ্ব আরোহণে গৃহে আনিল আমায়.
দ্বারে আসি অশ্ব হৈতে নামাইয়া মোরে
সমাদরে নিয়া গেল নন্দিনীর ঘরে.
বিবরণ কন্যাকে কহিয়া সবিশেষ,
উভয়ে একত্রে রাখি চলিলেন শেষ.
জেমোর্দী ভাবিল (শুনি পিতার বচন)
পতি হৈল বশরার রাজার নন্দন.
রাণী হব এর পর ভাগ্য কিবা হয়,
ইহা ভাবি সমাদর করে অতিশয়.
আমিও সন্তুষ্ট অতি প্রেমের অধীন,
তাহার চরণ ধরি কাটাই সেদিন.
করি কত শিষ্টাচার মিষ্ট আলাপন,
তুষ্ট করি যাতে পাই কামিনীর মন.
প্রেম পরিশ্রম মোর বৃথা না হইল,
ভক্তি ভাবে প্রেমাধীনী প্রেমেতে মোহিল.
দেখিয়া পরম সুখে ভাসিল হৃদয়,
রমনীরো প্রেমইচ্ছা হইল উদয়.
এদিগেতে মওয়াফেক বিবাহের তরে
ভোজনের আয়োজন ধুমধামে করে.
আত্মীয় কুটম্ব আদি প্রতিবাসী সবে
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল মহোৎসবে.
উজ্জ্বল করিয়া কন্যা সভায় বসিল,
আনন্দে রূপের শোভা অধিক বাড়িল

ভোজনান্তে পরম সুন্দরী নারীগণ
নৃত্য গীত আসিয়া করিল আরম্ভন.
কোন নারী নৃত্য করে, কোন নারী গান,
কেহবা ধরিয়া যন্ত্র ছাড়ে নানা তান.
যখন সকলে মগ্ন বাদ্য রাগ রঙ্গে,
সভা হৈতে কন্যা গেল জননীর সঙ্গে.
পরে মওয়াফেক মোর ধরি দুই করে
সম্ভ্রমে চলিল নিয়া বাসরের ঘরে
অপূর্ব পালঙ্ক শয্যা দেখি সেইখানে,
চারিপার্শ্বে বাতি জ্বলে রৌপ্য সামাদানে.
যতন করিয়া মাতা কন্যাকে ভুলিয়া
শোয়াইল পালঙ্কেতে বসন খুলিয়া
মওয়াফেক রাখি মোরে করিল গমন
আমি করিলাম সেই পালঙ্কে শয়ন
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রাণাধিক জনে
কিসুখে রজনী গেল ভাবি দেখ মনে
প্রাতে দ্বারাঘাত শুনি দ্বার খুলে দিয়া
কাজীর হাপ্সীকে দেখি উপস্থিত গিয়া.
হস্তেতে গাঁঠরি হেরি হেন বোধ নিল
বুঝি যৌতুকের বস্ত্র কাজী পাঠাইল
কিন্তু সে মনের ভ্রান্তি ঘুচিল ত্বরায়,
হাসিয়া কাজীর হাপ্সী কহিল আমায়.
"ওহে ভাগ্য অন্বেষক কি দেখ এখন,
পাঠাইল কাজী মোরে তোমার সদন.
ফিরে দেও বস্ত্র সব কল্য যাহা নিয়া
বিবাহ করিলে রাজ কুমার সাজিয়া.
আনিয়াছি তব জীর্ণ বাস সঙ্গে করি,
জামাযোড়া খুলি দেও সেইবস্ত্র পরি."
শুনিয়া বিশেষ মোর হৈল চমৎকার,
দেখিলাম কাজীর উত্তম ব্যবহার.
হাপ্সীকে পাগড়ি জামা সব খুলি দিয়া,
আপনার ভগ্ন বস্ত্র পরিলাম নিয়া.
জেম্রোদী হাপ্সীর কথা সমস্ত শুনিল,
নীচ হেন দেখি মোরে জিজ্ঞাসা করিল.
কহ "একেমন বেশ কিজন্য এমন,
কি কথা তোমাকে হাপ্সী কহিল এখন."
আমি কহিলাম "প্রিয়ে বলি শুন সার,
অধম হিংসুক কাজী অতি দুরাচার.
কুৎসিত স্বভাব তার কুপথেই যায়,
কেবল পরের দ্বেষ করিবারে চায়.
ভাবিল অন্ত্যজে দিল করি তব পতি,
নীচ বংশে জন্ম যার নরাধম অতি.
কিন্তু যেই স্থানে মোরে করিয়াছ স্বামী,
তাহা হৈতে কখন অধম নহি আমি.
বশরার রাজ পুত্র বড় মোর নয়,
জানিবে মৌজল পতি মম তাত হয়.
এক পুত্র আমি তার সর্ব অধিকারী,
ফদলল্লা মোর নাম জানিবে সুন্দরি."
ইহা বলি বিবরণ সমস্ত আমার,
জেম্রোদীকে কহিলাম করিয়া বিস্তার.
শুনিয়া সকল কথা রমনী তখন,
কহিল যথার্থ শুন রাজার নন্দন.
যদি না হইত রাজা জনক তোমার,
তথাপি না প্রেম হ্রাস পাইতে আমার.
তব উচ্চ বংশ শুনি হই আহ্লাদিতা,
কারণ সম্ভ্রম নাম ভালবাসে পিতা.
কিন্তু মনে বাঞ্ছা এই শুন মহাশয়,
পাই হেন পতি প্রেম করে অতিশয়.
আমা বিনা নাহি দেখে আর কার মুখ,
সতিনী আনিয়া প্রাণে নাহি দেয় দুঃখ"
অঙ্গীকর করি আমি কহিলাম তারে,
তোমা বিনা আর ভাল বাসিব না কারে.
প্রতিজ্ঞার হৃষ্টা হৈয়া জেম্রোদী রমনী,
সহচরী এক জনে ডাকিল তখনি.
আজ্ঞা দিল সংগোপনে বাজারে যাইয়া,
পুরুষের বেশ ভূষা আনিতে কিনিয়া.
সহচরী আজ্ঞা মাত্রে গিয়া ততক্ষণ,
জামা যোড়া পাগড়ি করিল আনয়ন.

ছাড়িয়া গলিত সাজ, বস্ত্র বহু মূল্য
পরিয়া হইল বেশ পূর্ব্বকার তুল্য.
তখন জেম্রোদী বলে কহ মহাশয়,
এখনো কি কাজী আর ভাবিবেক ভয়?
আমাদের অপমান তার বাঞ্ছা ছিল,
কিন্তু চিরকাল জন্য মানদান দিল.
ভাবিছে এখন কাজী আহ্লাদিত মনে,
সজ্জিত হৈয়াছে মোর সব পরিজনে.
কত জানি মনস্তাপ তখন মানিবে,
বিপরীত করিয়াছে যখন জানিবে।
কিন্তু তুমি পরিচয় দিওনা ত্বরায়,
শঠতার উপযুক্ত শাস্তি দিব তায়.
জানি এই গ্রামে থাকে এক রঙ্গকার,
ভয়ানক রূপবতী কন্যা আছে তার.
বলিতে বলিতে ইহা না বলিয়া আর,
কহিল কহিব পরে ইহার বিস্তার
স্থূল বলি প্রতিফল দিব এপ্রকার,
লাগিবে আঘাত তাহে অন্তরে তাহার.
অধিকন্তু কালা মুখে পড়িবেক কালি,
শুনিয়া সমস্ত লোক দিবে করতালি"
আমার মনস্থ ছিল দিয়া পরিচয়,
কেবল কাজীর শাস্তি দেওয়া যুক্ত হয়.
জেম্রোদী সম্মতা কিন্তু না হইল তাতে,
করিতে চাহিল আরো লজ্জা পায় যাতে.
তাহাতে কহিলে কিছু ক্ষুণ্ণ হবে মন,
স্বভাবত কিপ্রকার জান নারীগণ.
পরিষ্কার রূপে সাজ করিয়া যুবতী,
স্থানান্তরে যাব বলি চাহিল সম্মতি.
অনুমতি নিয়া মুখ ঢাকিয়া অম্বরে,
উপস্থিতা হৈল গিয়া কাজীর মন্দিরে.
বিচার করিছে কাজী সভায় বসিয়া,
দাড়াইল নারী এক কোণেতে আসিয়া.
দেখি কাজী ভৃত্যদিয়া পাঠায় জানিতে,
কি কারণ আগমন কোথায় হইতে.

ইহা শুনি পরিচয় কহিল বনিতা,
আমি হই একজন শিল্পির দুহিতা
কাজীর সহিত মোর প্রয়োজন আছে,
নির্জ্জনে কহিব কথা গিয়া তাঁর কাছে.
নারী প্রশংসক কাজী একথা শুনিয়া,
ডাকিল পার্শ্বের ঘরে ইঙ্গিত করিয়া.
প্রণাম করিয়া ধনী ঘরেতে চলিল,
বসিয়া পালঙ্কোপরি ঘোমটা খুলিল.
অবিলম্বে বিচারক তথা উপনীত,
বসিল তাহার কাছে হৈয়া বিমোহিত.
কাজীবলে "হে সুন্দরি যথার্থ কহিবে,
তোমার কি কর্ম্ম মোরে করিতে হইবে.
জেম্রোদী কহিল "শুন ধর্ম্ম অবতার,
ধনী দুঃখি উভয়ের করহ বিচার.
নালিশ আমার এক আছে তব স্থানে,
কৃপাদৃষ্টি কর এই দুঃখিনীর পানে."
"কহ কি তোমার দুঃখ (বিচারক কহে,
হেরিয়া রূপের ছটা অনঙ্গেতে দহে)
বল আমি যথা সাধ্য করিব বিহিত,
আমার মাথার দিব্য হবেনা বঞ্চিত"
রমনী তখন সব ঘোমটা বারিল,
অমনি কাজীর মন কটাক্ষে হরিল.
কিবা অপরূপ শোভা কুটিল কুন্তলে,
হেলিছে দুলিছে বাতে বদনমণ্ডলে.
নারী বলে "সত্য করি কহ মহাশয়,
দেখিতে আমার কেশ সুন্দর কি নয়?
হাব ভাব মুখ শ্রেণী দেখিয়া আমার,
সত্য কহ বিচারেতে কি হয় তোমার"
রমনীর বাক্যে কাজী ভরসা পাইয়া,
কহিল তাহারে অতি মোহিত হইয়া.
"শুনলো সুন্দরি সত্য তোমার দোহাই,
নিষ্কলঙ্ক রূপে তব কলঙ্ক নাপাই.
রৌপ্যময় কপালিকা যেরূপ মার্জ্জনে,
তব ভাল সেইরূপ উজ্জ্বল দর্শনে.

ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা কাম ধনু প্রায়,
মাণিক জিনিয়া আঁখি আরো দীপ্তি পায়.
কপোল গোলাপ পুষ্প, মুখ রক্ত কূপ,
দন্ত যেন মুক্তাপাতি অতি অপরূপ’,
কাজীরে এরূপ মগ্ন হেরিয়া রমণী
হেলিতে দুলিতে উঠি বেড়ায় অমনি.
কত রঙ্গ ভঙ্গি করি জিজ্ঞাসে কামিনী,
“আমি কি হে মহাশয় কুৎসিৎ গামিনী.?
আমার গঠন কি হে নহেক উত্তম,
দেখিছ কি তুমি মোর চলন অধম ?
কাজী বলে “ চন্দ্রমুখি করিলে মোহিত,
রূপের তুলনা দিব কাহার সহিত”
তখনি যুবতী কহে খুলি দুই কর,
“নহেকি আমার ভুজ অতি মনোহর? ”
“ হায়রে নিষ্ঠুর নারি (বিচারক বলে)
কেন আর দহিতেছ একে প্রাণ জ্বলে
বলিতে যদ্যপি আর কথা কিছু থাকে.
একেবারে বল, দুঃখ নাদিয়া আমাকে.”
জেমোর্দী একথা শুনি কহিল তখন,
“ বলি শুন তবে মোর দুঃখের কারণ
ঈশ্বর এত যে রূপ দিলেন আমায়,
কিন্তু একাকিনী গৃহে থাকি বন্দি প্রায়
দেখিতে নাপাই কভু পুরুষের মুখ,
নারীকেও বলিতে নাপাই মনোদুঃখ.
দুঃসহ বিরহ জ্বালা আর নাহি সহে,
একাকিনী বিরহিনী সদা মন দহে.
কত বর আসে মোর বিবাহের তরে,
কিন্তু ক্রুর পিতা তায় এই কুচ্ছা করে
ইন্দ্রিয় রহিতা আমি পাগলিনী তায়,
কুব্জা আর ব্যাধিগ্রস্তা মাংস পুঞ্জ কায়.
কেহ নাহি চাহে তাই বিবাহ করিতে,
আইবড় বুঝি মোরে হইল মরিতে”
কাজীরে এসব কথা কহিয়া ললনা
কাঁদিতে লাগিল পরে করিয়া ছলনা।

রোদন ভাবিয়া সত্য বিচারক কয়,
“ এমন কি পিতা হয় পাষাণ হৃদয়!
বাঞ্ছা কি এমন বৃক্ষেনা ফলিতে ফল,
জন্মিয়া সুন্দর তরু হইবে বিফল?
ভাল ভাল তব ভাল করিব উপায়,
যৌবন তোমার নাহি যাইবে বৃথায়.
কহ শুনি বিধুমুখি ইহার কারণ,
কি দোষে জনক করে বিবাহ বারণ? ”
কপট ক্রন্দনে নারী করিল উত্তর,
“কেমনে জানিব বল পিতার অন্তর?
যাহাহৌক মনে কিছু থাকিবেক তাঁর,
যাতনা সহিতে কিন্তু নাহি পারি আর.
লুকাইয়া আসিয়াছি আজি তব স্থানে,
কৃপাদৃষ্টি কর এই দুঃখিনীর পানে.
আপনি বিচারপতি করুন বিচার,
দারুণ বিরহে প্রাণ দহিছে আমার.
অবিচার কর যদি ত্যজিব এপ্রাণ,
মদন শাসন হৈতে পাব পরিত্রাণ’
যখন এসব কথা জেমোর্দী কহিল,
শুনিয়া কাজীর মন গলিত হইল.
কাজী বলে “কি কারণে হইবে নিধন
বিফলে যাবেনা তব এমন যৌবন.
চাহ কি পিতার বাস ত্যজিয়া এখনি.
অনায়াসে হৈতে পার আমার রমনী.
আজিই বিবাহ করি মনস্থ আমার,
ইহাতে অপেক্ষা মাত্র সম্মতি তোমার”
“ এ কোন বিচিত্র কথা (কহিল যুবতী,)
পরম সৌভাগ্য মানি তুমি হবে পতি
কিন্তু এই শঙ্কা মনে হৈতেছে আমার,
কেমনে সম্মতি তুমি লইবে পিতার?”
কাজী বলে “ চিন্তা কিছু নাকরিও তার,
অনুমতি লব আমি, আমার সে ভার.
কেবল পিতার নাম কহ মোর স্থানে,
কিবা ব্যবসায় করে, থাকে কোন থানে.”

নারী বলে "অউস্তা ওমার তাঁর নাম,
রঙ্গবাজীকর্ম্ম করে নিকটেতে ধাম"
"ভাল তবে গৃহে যাও (বিচারক কয়,)
জানাইব সব কথা পরে যাহা হয়"
ঘোমটা ঢাকিয়া নারী লইয়া বিদায়,
আসিয়া সকল কথা কহিল আমায়
বিশেষে বলিল অতি পক্ব অন্তরে,
ছলিব ইঁহার মান কাজীর উপরে
মনে ছিল উপহাস করিবেক লোকে,
কিন্তু দেখ তার কর্ম্ম হাসিবেক লোকে
কাজী হেথা কেমোদীর গমনের পরে,
ওমারেরে ডাকাইতে আজ্ঞা দান করে.
ভৃত্য গিয়া সমাচার কহিল ওমারে,
চল কাজী কেন আজি ডাকিছে তোমারে.
রঙ্গবাজ ভৃত্য বাক্য করিয়া শ্রবণ,
ভয়েতে কম্পিত, শুষ্ক হইল বদন
কি করে কাজীর আজ্ঞা নাপারে ঠেলিতে,
চলিল তখনি সেই দাসের সহিতে.
উপনীত হৈলে কাজী ধরিল দু করে,
বসাইল পালঙ্কেতে অতি সমাদরে,
ওমার আদর এত দেখিয়া কাজীর.
কি করিবে ভাবি মনে হইল অস্থির.
কাজী বলে "ওহে সখা অউস্তা ওমার,
বড় সুখী হইলাম দর্শনে তোমার.
পরম ধার্ম্মিক তুমি সকলেতে কয়,
তোমার গুণের কথা রাষ্ট্র দেশ ময়.
প্রতি দিন পঞ্চবার করহ নমাজ,
করিবারে গিয়া থাক মঠের সমাজ.
শুনিয়াছি সুরাপান নাহিক কখন,
বরাহ পলল কভু না কর ভক্ষণ
আপনার কর্ম্মে থাক যখন দোকানে,
তখনো কোরাণ শুন কিঙ্করের স্থানে"
"সত্য বটে এসকল (কহিল ওমার)
আরো আছে বহু শ্লোক মুখাগ্রে আমার
পুনঃ ক্ষেত্র মক্কা ধামে করিব গমন,
আয়োজন করিতেছি তাহারি এখন".
"বড় তুষ্ট হইলাম (বিচারক কয়)
এমনি মোসলমান মোর প্রিয় হয়,
শুনিয়াছি কন্যা এক আছে না তোমার,
বিবাহের উপযুক্ত বয়স তাহার?"
রঙ্গরাজ কহে "শুন ধর্ম্ম অবতার
দীনের আশ্রয়, তব নাহি অবিচার.
সত্য বটে আছে এক আমার দুহিতা,
বিবাহের যোগ্যা, ত্রিশ বৎসর অতীতা
কিন্তু সেই অভাগিনী এমনি কুরূপা
পৃথিবীতে নারী নাই তাহার স্বরূপা
পঙ্গু আর ব্যাধিগ্রস্তা উন্মাদিনী প্রায়,
লজ্জায় তাহারে আমি নাদেখাই কায়"
হাসিয়া বিচারপতি বলে "যাও যাও,
কেন মিত্র মোরে আর ভুলাইতে চাও.
জানি আমি এপ্রকার নিন্দিবে তাহারে.
মিছা আর প্রবঞ্চনা কেনহে আমারে.
সেই পঙ্গু ব্যাধিগ্রস্তা কুরূপা রমণী,
তাহারে বিবাহ আমি করিব আপনি"
ওমার কাজীর মুখ তাকাইয়া কয়
"বিদ্রূপ আমার সঙ্গে কেন মহাশয়?"
বিচারক কহে "কেন করিব বিদ্রূপ,
মনের মানস আমি কহিছি স্বরূপ
যথার্থ তাহার প্রেমে পড়িয়াছি আমি,
দয়া করি দেও কন্যা হব তার স্বামী"
রঙ্গরাজ হাস্য করি হাসিয়া বলিল,
"কোন প্রতারকে প্রভু তোমাকে ছলিল
ব্যাধিগ্রস্তা কন্যা মোর কহি তব ঠাঁই,
স্বরূপ যাহার এক হস্ত পদ নাই"
কাজী বলে "সেই নারী মোরে ভাল লাগে
এমনি সে হয় বটে জানিয়াছি আগে"
পুনর্ব্বার শিল্পকার বিচারকে কহে,
"আমার নন্দিনী প্রভু তব যোগ্য নহে.

শুনিয়া বিচার পতি কহে ক্রোধভরে,
"কেন আর বার বার ত্যক্ত কর মোরে.
যেমনি না হয় কেন তারে আমি চাই,
তোমার উত্তরে আর প্রয়োজন নাই."
কাজীর প্রতিজ্ঞা শুনি ভাবিল ওমার,
নিতান্ত করিবে বিয়া কন্যাকে আমার.
কৌতুক করিতে কেবা কিজানি কহিল,
তাহাতেই বুঝি এত চঞ্চল হইল
ইহা ভাবি বিবেচনা করে মনে মনে,
যোগ্যের অধিক পণ চাহি এইক্ষণে.
এপণে আপন পণে অক্ষম হইবে,
মুদ্রাভয়ে বিবাহের কথা না কহিবে.
এতেক চিন্তিয়া মনে কাজী প্রতি কয়,
"ভাল, তবে কন্যা আমি দিব মহাশয়
কিন্তু বিনা সহস্র কাঞ্চন মুদ্রা পণ,
পারিব না কুমারীকে করিতে অর্পণ"
কাজী বলে "তব পণ হয় বড় ভারি,
কিন্তু কি হইবে ধনে প্রাণ দিতে পারি.
ইহা বলি স্বর্ণ থলি তখনি আনিয়া,
সহস্র মোহর তারে দিলেক গণিয়া.
পরে বিবাহের পত্র প্রস্তুত হইল,
স্বাক্ষর করণ কালে ওমার কহিল.
"বিধি বেত্তা শতজনে আনহ এখন,
তাঁহা ভিন্ন করিবনা স্বাক্ষর কখন"
কাজী বলে "মোর প্রতি এত অবিশ্বাস,
ক্ষতি নাই পূরাইব তব অভিলাষ.
ইহা বলি অধ্যাপক মৌলবি মল্লায়
মতধারী বিধিবেত্তা ডাকিতে পাঠায়.
যখন এসব লোক আসিল সেখানে,
শিল্পকার কহিলেক সব বিদ্যমানে.
"শুন প্রভু হৈল যদি বাসনা তোমার,
দিলাম তোমাকে এবে কুমারী আমার.
কিন্তু যদি মনোনীতা না হয় রমনী,
পশ্চাতে ত্যজিতে বাঞ্ছা করেন আপনি,
বসুন্ সভার আগে স্বত্ব্যা ব
দিবেন সহস্র মুদ্রা তাহারে তখন
"করিলাম অঙ্গীকার বিচারক বলে,
সাক্ষী রহিলেন এই সভাস্থ সকলে"
রঙ্গরাজ যায় পরে বিদায় লইয়া,
কন্যা পাঠাইয়া দিব কাজীরে কহিয়া.
ওমারের গমনান্তে সকলে চলিল,
একামাত্র বিচারক বসিয়া রহিল.
পরম সুন্দরী ছিল কাজীর বনিতা,
বোগ্দাদ দেশীয় মহাজনের দুহিতা.
বিবাহ করিয়া তার পিরিতে মজিয়া,
ছিলেন পরম সুখে তাহাকে ভজিয়া.
অন্য বিবাহের কথা শুনিয়া রমনী,
ক্রোধে আসি বিচারকে কহিল তখনি,
"এক তাজে দুই মাথা একি শুনা যায়,
কিপ্রকারে দুই হাত এক দস্তানায়?
এক কোষে অসি দুই শুনি না কখন,
এক গৃহে দুই পত্নী বল এ কেমন?
যাও যাও না চাহি তোমাকে আমি আর,
অস্থির চঞ্চল তুমি পুরুষ অসার.
আমা হেন পতিব্রতা স্ত্রীর আলিঙ্গনে
যদি নাহি সন্তোষ জন্মিল তব মনে.
চলিলাম আমি, তুমি সে পত্নীকে নেও,
ত্যাগ কর মোরে, আর পণ ফিরে দেও.
কাজী বলে "ত্যজ্য হবে বড়ই উত্তম,
কেমনে কহিব ছিল ভাবনা বিষম.
ইহা কহি বিচারক সিন্দুক খুলিয়া,
পঞ্চ শত মুদ্রা দিল একথা বলিয়া
"ত্যজ্য আমি করিলাম তোমায় এখন,
লইয়া আপন দ্রব্য করহ গমন"
তদন্তর ত্যজ্যপত্র লিখে দিল তায়,
রমনী তখনি নিজ পিতৃ গৃহে যায়.
বিচারক দাসগণে কহে তারপর,
নব রমনীর জন্যে সাজাইতে ঘর.

রেশমি গালিচা আনি মেজেতে পাতিল.
বুটিদার কাপড়েতে দেয়াল মড়িল,
বিচিত্র আসন ঘরে রাখে দাসগণ,
জড়াও কাযের তাহা অতি সুশোভন.
কার্বা ভরা আতর গোলাপ আনি পরে,
রাখিলেক সাজাইয়া বাসরের ঘরে.
বিবাহের হেন সজ্জা হইল যখন,
ভাবে ওমারের কন্যা আসিবে কখন.
বিশ্বাসী হাপ্‌সিকে ডাকি বিচারক কয়.
“ হায় কেন আসিতে বিলম্ব এত হয়,
সেই যে প্রাণের প্রাণে দেখিব কখন.
তিলেকে প্রলয় বোধ হইছে এখন,
অধৈর্য্য হইয়া কাজী ধৈর্য্য নাহি মানে.
পাঠাইতে যায় ভৃত্য ওমারের স্থানে,
হেনকালে মুটে এক আসিল তথায়.
সবুজ বসনে ঢাকা সিন্দুক মাথায়,
জিজ্ঞাসে বিচারপতি তাহা দৃষ্টি করি.
কি দ্রব্য আনিলে ভাই সিন্দুকেতে ভরি ?
উত্তর করিল মুটে সিন্দুক রাখিয়া
আনিলাম তব জায়া দেখুন আসিয়া.
আস্তেব্যস্তে বিচারক তুলি আচ্ছাদন
দেখে সওয়া দুই হাত নারী এক জন,
নাশিকা বিহীনা সেই, মুখ ক্ষতময়,
লোচন অনল প্রায় কোটরেতে রয়.
গোধিকার কণ্ঠা প্রায় ওষ্ঠ উচ্চ তার,
তদূর্দ্ধে দ্বিখণ্ড মাংস ঝোলে কদাকার.
ভয়ে সিহরিয়া কাজী ঢাকা ফেলি দিয়া
কহিল কিজন্যে এরে আসিয়াছ নিয়া?
বাহক কহিল “ এই শিল্পির কুমারী,
শুনিলাম এর সনে বিবাহ তোমারি”
কাজী বলে “ হায় বিধি একি চমৎকার,
এমত জন্তুকে বিয়া করা সাধ্য কার ?
কহিছে এসব কথা হৈয়া ক্রোধান্বিত
এই কালে রঙ্গরাজ হৈল উপনীত,
ক্রুদ্ধ হৈয়া কাজী বলে “ ওরে দুরাচার,
কাহার সহিত তোর কার্য্য এপ্রকার ?
কে আমি কি শক্তি ধরি না বুঝিস মনে,
বেড়ি দিয়া তোর মত রাখি কত জনে?
ভাবিলিনা মোর ক্রোধে শত্রু হয় নাশ,
এখনি হারাবি প্রাণ মনে নাহি ত্রাস?
পরম সুন্দরী আর কন্যা যেই আছে
এই দণ্ডে পাঠাইয়া দিবি মোর কাছে,
নতুবা উচিত দণ্ড এখনি পাইবি,
আমার হাতেতে তুই নিশ্চয় মরিবি”
“ ক্রোধ সাম্য কর প্রভু (শিল্পকার বলে)
দীনহীনে কেন দগ্ধ কর কোপানলে.
জন্মো হৈতে জ্যোতি যিনি করিলা প্রচার,
তাঁর দিব্য কন্যা আর নাহিক আমার.
পুনঃ পুনঃ কহিলাম কন্যা কদাকার
না শুনিলে মোর কথা অপরাধ কার?”
ওমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া,
ভাবিতে লাগিলা কাজী সন্দিগ্ধ হইয়া.
পরে ক্রোধ সম্বরিয়া কহিল ওমারে,
শুন বন্ধু বলি তবে ভাঙ্গিয়া তোমারে.
নারী এক আসি আজি পরম মোহিনী
পরিচয় দিল মোরে তোমার নন্দিনী
তুমি তারে মন্দ কহ সকলের কাছে,
বিবাহ করিতে তাই কেহ নাহি যাচে ”
রঙ্গরাজ বলে সেই প্রবঞ্চ বলিয়া
গিয়াছে বিদ্বেষ করি তোমাকে ছলিয়া.
মৌন থাকি কিছুকাল বিচারক কয়,
“ পাইয়াছি শাস্তি ভাল মোর যোগ্য হয়;
কহিলে কি হবে যাহা গিয়াছে হইয়া,
মুটিয়াকে বল এবে যাইতে লইয়া.
সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াছ যাহা,
দিয়াছি তোমাকে ফিরে না লইব তাহা
কিন্তু না করিবে আর ধনের প্রার্থনা,
প্রণয় রাখিতে যদি রাখহ বাসনা ”.

কথা ছিল কাজী যদি পত্নী নাহি চায়,
দিবে আরো সহস্র কাঞ্চন মুদ্রা তায়,
তথাপিও না চাহিল অঙ্গীকৃত ধন,
বিচারক শত্রু হবে জানি বিলক্ষণ
অসৎ অধম কাজী স্বহস্তে বিচার,
অনায়াসে করিবেক অনিষ্ট আমার.
এই ভয়ে প্রাপ্ত ধনে সন্তুষ্ট হইয়া,
বলিল যে আজ্ঞা যাই কন্যাকে লইয়া;
কিন্তু অগ্রে ত্যজ্য কর এই মাত্র চাই.
কাজী বলে তাহাতে আমার চিন্তা নাই.
ইহা বলি মুহুরীকে তখনি ডাকিয়া,
ত্যজ্য পত্র বিচারক দিলেন লিখিয়া
বিদায় লইয়া পরে রঙ্গরাজ যায়
বাহকের শিরোপরি দিয়া দুহিতায়.

এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হৈল পরে,
লোকেরা কৌতুক করি কহে ঘরে ঘরে.
যে কেহ কাজীর এই দুর্দশা শুনিল,
পরিহাস করি সেই হাসিতে লাগিল.
কিন্তু এইমাত্র শাস্তি না হইল তার,
উপযুক্ত প্রতিফল পাইলেন আর.
মওয়াফেক পরামর্শ কহিলা আমাকে,
নাম বিবরণ সব কহিতে রাজাকে,
ভূপে আমি পরিচয় কহিলাম গিয়া,
বিশেষে কাজীর দ্বেষ সব বিস্তারিয়া.
শুনি রাজা তিরস্কারে মধুর ভাষিয়া,
"আগে কেন বলিলে না আমাকে আসিয়া?
নিঃসন্দেহ আস নাই অবস্থার লাজে,
অপমান কি ছিল আসিতে দীন সাজে
ইচ্ছাধীন সুখ দুঃখ ইহাই কি স্থির,
জান নাকি এসকল ঘটনা বিধির?
ভাবিলে কি রাখিবনা আমি তব মান?
এমন কখন মনে নাহি দিও স্থান.
তব পিতা বিনার্টক মান্য অতিশয়,
অবশ্য আমার পুরী তোমার আশ্রয়".

আলিঙ্গন শিষ্টাচার করিয়া বিস্তর
শিরোপা খেলাত মোরে দিয়া নৃপবর,
হিরক অঙ্গুরী খুলি দিলা মোর করে,
উত্তম সর্ব্বত আনি ভুষিলেন পরে.
শ্বশুর আলয়ে আরো দেখিলাম গিয়া,
দিয়াছেন সেইখানে রাজা পাঠাইয়া
ছয় থান পারস্য মখমল অনুপম,
রজত কাঞ্চন চিত্র তাহে মনোরম
অপূর্ব্ব কিংখাপ বস্ত্র দুইথান আর,
পারস্য তুরঙ্গ এক দিব্য সাজ তার
পরে মওয়াফেকে রাজা পূর্ব্বের মতন
দিলেন বোগ্দাদ রাজ্য করিতে শাসন.
কাজীর বঞ্চনা জন্য নরনাথ তারে,
রাখিলা জন্মের মত লোককারাগারে,
অধিকন্তু পূর্ণদুঃখে তাহাকে রাখিতে,
ওমারের কন্যা সঙ্গে দিলেন থাকিতে

কিছুদিন পরে দূত মোর তত্ত্ব নিয়া
চলিল জনকে ইহা জানাইবে গিয়া,
অবিলম্বে দেশে যাব বনিতা সহিতে,
বলিলাম এই কথা পিতাকে কহিতে.
প্রতিক্ষা করিয়া আছি দূত পাঠাইয়া,
সে আসিল পরে এই কুসংবাদ নিয়া
দস্যুগণে সব সৈন্য মারিয়াছে পথে,
শুনিয়াছিলেন পিতা না জানি কি মতে,
আমার তাহাতে মৃত্যু করি অনুমান
পুত্র শোকে নৃপবর ত্যজিলেন প্রাণ
পিতৃব্য তনয় মোর আমদ্দীন নামে
পিতার পশ্চাতে রাজ্য করে সেই ধামে.
প্রজারা তাঁহার রাজ্যে আছে সন্তোষিত,
কিন্তু আমি বর্ত্তমান শুনি আনন্দিত.
সেই দূত হস্তে ভ্রাতা পত্র পাঠাইল,
তাহে স্নেহ কৃতজ্ঞতা কত জানাইল
নিতান্ত বাসনা তার দেশে পুন যাই,
রাজ্য দিয়া বশীভূত হৈয়া থাকে ভাই.

শুনিয়া সকল কথা স্বদেশে যাইতে,
গেলাম রাজার কাছে বিদায় চাইতে.
ভূপতি দিলেন সঙ্গে আসিতে আমার
তিনসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য আপনার.
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে তার পরে গিয়া
অনুমতি লইলাম জেমোদীকে নিয়া
আসিতে কি পারে ধনী ছাড়ি বাপ মায়
চলিল কেবল সঙ্গে পিরিতের দায়
নৃপতির সৈন্যগণ সহিতে লইয়া,
যাইতেছি ক্রমাগত সসজ্জ হইয়া.
অর্দ্ধপথ না ছাড়িয়া শুনিলাম কাণে,
সম্মুখেতে সৈন্য আসে আমাদের পানে.
হইবে তস্করলোক অনুমানি মনে,
অবিলম্বে সাজিলাম নিয়া সঙ্গিগণে
সংগ্রামে প্রবর্ত্ত কালে চর আসি কহে,
“মৌজল দেশের সৈন্য তারা শত্রু নহে.
নব ভূপ আলাদ্দীন সেনার সহিতে,
আগুবাড়ি আসিছেন তোমাকে লইতে”
পরে ভ্রাতা সেনাগণ রাখিয়া পশ্চাৎ,
সভ্যসহ আসিলেন করিতে সাক্ষাৎ
বিস্তর বিনয়ে রাজা মোরে সম্ভাষিল,
যেরূপ কৃতজ্ঞ বলি পত্রে লিখেছিল.
তাহার সহিতে ছিল প্রধান যাহারা,
দেখিলাম অনুগত সকলে তাহারা
বিদায় করিয়া রাজ সৈন্যগণ পরে,
ভ্রাতার সহিতে যাই আপনার ঘরে
উত্তরি মৌজল ধামে আসিয়া যখন,
জয়ধ্বনি রাজ্যময় পড়িল তখন.
আমা হেরি প্রজাগণ আনন্দে পূরিল,
তিন দিন মহোৎসব সকলে করিল.
দোকানী পসারী যত রাজপথ পাশে,
সাজিল দোকান সব মনোহর বাসে.
উজ্জ্বল করিল রাজ্য জ্বালিয়া আলোক,
আলোকে উদিত সব কোরাণের শ্লোকে.
ইহা ভিন্ন দোকানেতে দোকানিরা যত,
সাজাইয়া রাখিল মিষ্টান্ন নানা মত.
সর্ব্বত দাড়িম্বরস রাখে পাত্র ভরি,
অথাবার পথিকেরা যায় পান করি
আনন্দেতে কত লোক রাজপথে গিয়া,
নৃত্য গান বাদ্য করে তানপুরা নিয়া.
শ্রেণীমতে রাজপথে শিল্পকার গণ,
মহানন্দে শকটেতে করিল গমন.
যেবা যেই ব্যবসায়ী সেই বস্ত্র পরি,
সকলে চলিল নিজ অস্ত্র হাতে করি.
তুরী ভেরী ঢাক ঢোল আগে ভাগে বাজে,
বিবিধ রঙ্গের ধ্বজা শকটেতে সাজে.
নগর ভ্রমিয়া দ্বারে আগত যখন
দীর্ঘ জীবী হন রাজা কহে সর্ব্বজন.
আমাদের এত মান করে প্রজাগণ,
তথাপি শাহাতে তুষ্ট নাহি হয় মন
দিবা রাত্রি ধ্যান জ্ঞান এই বিবেচনা,
কেমনে থাকিবে সুখে সেই সুলোচনা
সাজাই মন্দির তার করিয়া যতন,
হেরিলে হরিষ মন জুড়ায় নয়ন.
পিতার পুরীতে ছিল পঁচিশ রূপসী,
জারজিয়া দেশে ধাম যৌবন বয়সী.
নানা গুণে গুণবতী গান বাদ্য জানে,
রাখিলাম তাহাদিগে মহিষীর স্থানে.
নিযুক্ত বাঁদশ খোজা করিলাম আর,
সবে উপযুক্ত তুষ্টি জন্মাইতে তার.
পরম আনন্দে পরে শাসি প্রজাগণে
দিনদিন বাড়ে প্রেম জেমোদীর সনে.
এইরূপে মহা সুখে কাটাই যখন,”
সভায় আসিল এক ফকীর তখন.

প্রথমখণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

ভূমিকা।

অতিমনোরঞ্জক গ্রন্থ হইলেও সংক্ষেপে সারগ্রহ ব্যতিরেকে তৎপাঠে পাঠকের প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যে পারস্য ইতিহাসের এই এক ভাগ সম্প্রতি প্রকাশিত হইল পাঠকবর্গকে স্থূল তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থ তদুৎপত্তি ও গুণের বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখিতেছি.

মকলিস নামক পারসদেশীয় একজন অতি মান্য জ্ঞানি ফকীর দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হয়. তিনি প্রথমত সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় রচিত কতিপয় রহস্য কবিতার পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, পরে ঐপুস্তক স্বকৃত জানাইবার নিমিত্ত "হাজার একরোজ" নাম দিয়া উক্ত অনুবাদের রূপান্তর করত ইতিহাসের ন্যায় করিয়া লিখিলেন. সে ইতিহাসের তাৎপর্য্য এই, যে এক রাজকন্যা পুরুষের প্রতি অবিশ্বাস ও হেয়জ্ঞান করিয়া আপন বিবাহে নিতান্ত অসম্মতা হইয়াছিলেন, একারণ তাহার ঐ অবরোধ উপশম হইয়া যাহাতে পুরুষের প্রতি বিশ্বাস জন্মে এতদর্থে প্রত্যেক প্রস্তাবে বিশ্বস্ত ও সুশীল পুরুষের সুশীলতা ও সুজনতার উত্তম উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে. যদিও তাবত্ ইতিহাসের অভিপ্রায়ই এই, তথাপি বিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয় নানা অলঙ্কারে তাহাকে এমত্ ভূষিত করিয়াছেন এবং ঘটনার এমত্ পার্থক্য রাখিয়াছেন যে সকল গল্পই নূতন ও বিলক্ষণ মনোরঞ্জক বোধ হয়.

এই সকল ইতিহাসের কোন২ স্থানে অসম্ভব্য চমৎকৃত বিষয় লিখিত আছে, বিশেষতঃ আদ্যন্ত পর্য্যন্ত প্রেম প্রসঙ্গেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তথাপি তাহাতে যে মনকে কুপথগামী করে এমত্ কিছুই নাই, বরঞ্চ ধর্ম্ম ও সদ্গুণের কথা সকল স্থলেই অত্যুত্তম ও অতি মনোজ্ঞ রূপে দেদীপ্যমান আছে.

পরন্তু গ্রন্থের উপরিউক্ত গুণের বহুলতা ব্যতিরেকে তদুপযোগিতার আরো এক হেতু দৃষ্ট হইতেছে তাহা এই যে পাঠকবর্গ জবনজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ও নীতি ব্যবহারাদি অতি বিস্তারিতরূপে অবগত হইতে পারিবেন.

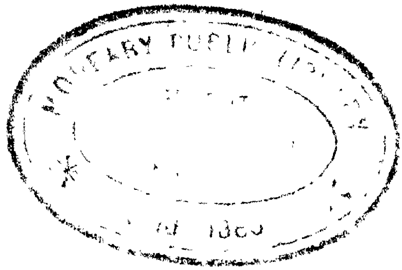
এই গ্রন্থ ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তর হইয়া অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তত্তদ্দেশীয় রসজ্ঞ বিজ্ঞগণেরা রসদায়ক ও মনোরঞ্জকরূপে গুরুতর সমাদর করিয়াছেন, অতএব আমরা স্বদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গীয় সাধুভাষায় পদ্যচ্ছন্দে ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম, ভরসা করি উক্ত স্থানদ্বয়ে যেরূপ গ্রাহ্য হইয়াছে এতদ্দেশেও সেইরূপ হইবে.

এই ইতিহাসের যে সকল গুণ তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখিলাম. এইক্ষণে অস্মদাদিকর্ত্তৃক অনুবাদ বিষয়ে পাঠক বর্গের নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি. ভাষান্তরে কোন ভাষার অনুবাদ করাতে প্রতি শব্দের অনুবাদের প্রতি যত্ন করিলে সুরস না হইয়া কর্কশ হয়, বিশেষতঃ পদ্যছন্দে তাহা করাই দুঃসাধ্যঃ অতএব আমরা সর্ব্বত্র প্রতিশব্দের অনুবাদ না করিয়া স্থল বিশেষে মূলের স্থূল তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করিয়াছি, এবং কোন২ স্থলে যাহা পাঠ করাতে মনের সন্তোষ বা কোন উপকার নাই, অথচ পাঠে ও পাঠকবর্গের বৈরক্তি জন্মে, এমত্ সকল স্থানে মূলের কিঞ্চিৎ২ পরিত্যাগও করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা বিচক্ষণ পাঠক মহাশয়েরা এসকল বিষয়ে দোষাবলোকন করিবেন না.

এই গ্রন্থ শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিবেচিত ও সংশোধিত হইল.

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১	২৫	ঘটোইলেন	ঘটেপাইলেন
৭	১	২০	মাগিল	লাগিল
—	—	—	মোযোগ	মনোযোগ
—	২	২৪	নহবে	নাহবে
৮	১	৩	তোমার	তোমায়
—	১	১৪	মমর	মম
—	২	২৫	যথম	যখন
৯	২	১২	জিজ্ঞালিয়া	জিজ্ঞাসিয়া
১০	—	৬	এথায়	হেথায়
—	—	২৫	গুণিপণা	গুণপণা
১৫	২	২	এথায়	হেথায়
১৭	১	৯	কবাট	কপাট
—	২	২১	মাত্রে	মাত্র
২৫	—	২৪	রিদায়	বিদায়
৩১	২	২২	বাঁচারে	বাঁচাবে
৩৭	—	১	আলু আলু	আ[illegible]
৪৯	১	৩৩	মরাবার	মারাবব
৬৮	—	২৫	অপু ৬৬	আপ[illegible] ৬
—	—	১৪	দেশোরা	দে[illegible]র
৭৩	১	২১	অ[illegible]	অনুবে[illegible]
৭৩	১	২৬	এ[illegible]	এ[illegible]
৮৯	১	৩৪	লেই	নেই
৯৬	২	১৩	জেন্ত্রোদী	জেন্মোনী
১০২	—	২	শ্লোকে	শ্লোক।



পারস্য ইতিহাস

(ইংরাজী হইতে গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত)

(১২৪১)

১০৪

পারস্য ইতিহাস ।।

[illegible]

শ্রী গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রী নীলমণি বসাক

কর্ত্তৃক

ইংরাজী হইতে গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।

প্রথমখণ্ডঃ

কলিকাতা।

জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

বাঙ্গালা ১২৪১ ইংরাজী ১৮৩৪ সাল